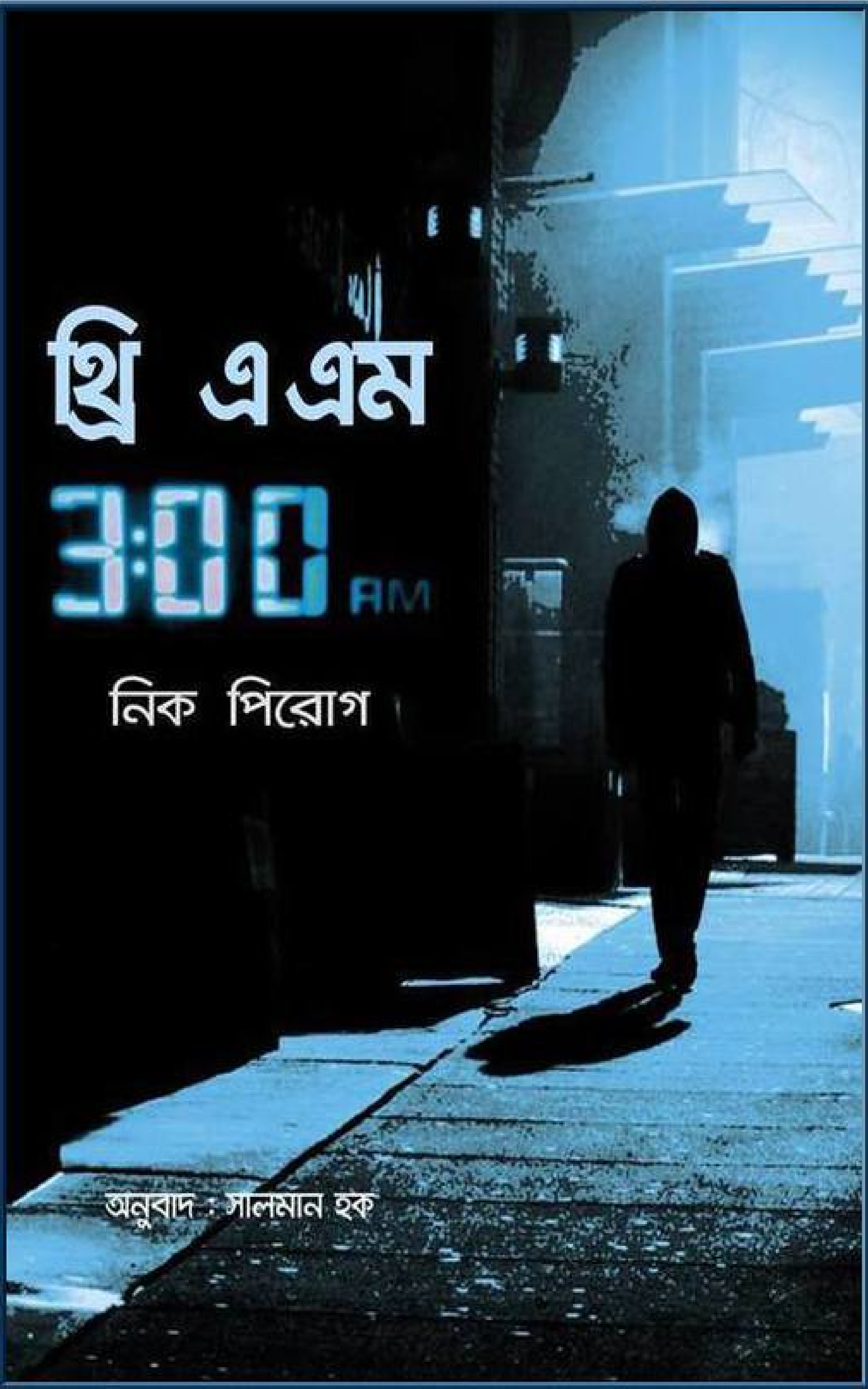
থ্রি এএম
3:00 AM
নিক পিরোগ
অনুবাদ : সালমান হক

হেনরি বিনস এক অদ্ভুত চরিত্র–অদ্ভুত এক রোগে আক্রান্ত সে। দিনে মাত্র ১ ঘণ্টা জেগে থাকে, বাকি ২৩ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটায়।

এভাবেই চলছিল তার জীবন। নির্ঝঞ্ঝাট, নিরিবিলি। কিন্তু এক রাতে পাল্টে যায় সবকিছু। পাশের বাড়ি থেকে ভেসে এলো এক মহিলার আর্তচিৎকার। সে দেখে দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে সম্ভাব্য আততায়ি। সে আততায়ি কোন সাধারণ লোক নয়, স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট! দিনে যে মাত্র ১ ঘণ্টা জেগে থাকে সে খুঁজে বের করতে চাইলো এই রহস্য। তার পক্ষে কি এই অসাধ্য কাজটা করা সম্ভব?

রোলারকোস্টার গতির, টুইস্টে ভরপুর এই থৃলারটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবিষ্ট করে রাখবে পাঠককে।

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872992-5

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

9 789848 729922

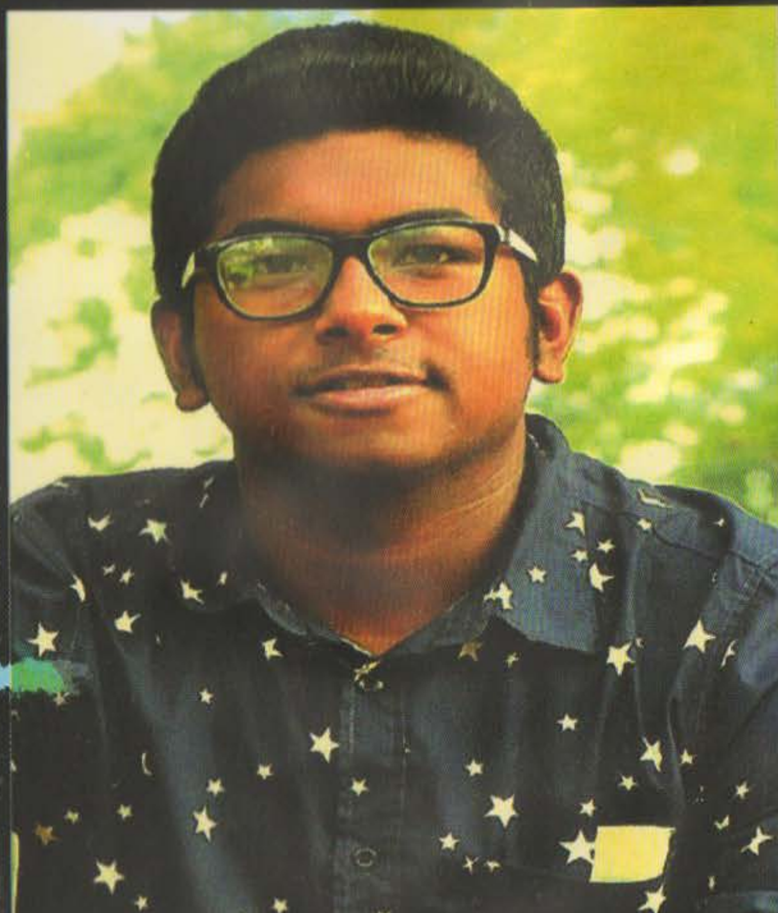

সালমান হকের জন্ম এই ঢাকা শহরে। বর্তমানে তিনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে অণুজীববিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নরত। ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার নেশায় আসক্ত, সেই থেকেই লেখালেখির শুরু। থ্রিলার গল্প-উপন্যাসের প্রতি আলাদা ঝোঁক রয়েছে তার।

নিক পিরোগের এর *থ্রি এ এম* তার প্রথম অনুবাদগ্রন্থ।

থ্রি এএম

3:00 AM

নিক পিরোগ

অনুবাদ : সালমান হক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বাতিঘর প্রকাশনী

থ্রি এ এম

মূল : নিক পিরোগ

অনুবাদ : সালমান হক

3 A.M

Copyright©2016 by Nick Pirog

অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ: অনুবাদক

মূল্য : একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশকের কথা

নভেলার প্রতি আমার নিজের একটা ঝোঁক আছে। বহু আগেই *লটারি* নামের একটা নভেলা লিখেছিলাম, তবে সেটা একক বই আকারে প্রকাশ করিনি, থৃলার গল্পসঙ্কলনের প্রথমটায় জুড়ে দিয়েছিলাম। এরপর পরিকল্পনা করেছিলাম, ভবিষ্যতে এক মলাটে নভেলা প্রকাশ করবো।

সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এ বছর বইমেলায় একটি নভেলা প্রকাশের ইচ্ছে ছিলো তবে সেটা যে নিক পিরোগের *থ্রি এ এম* দিয়ে হবে ভাবিনি। তাই সালমান হকের অনুবাদটি হাতে পাওয়ামাত্রই প্রকাশ করতে আর দেরি করলাম না। আমার নিজের কাছে এটি যেমন ভালো লেগেছে তেমনি পাঠকের কাছেও দুর্দান্ত এই থৃলার-নভেলাটি ভালো লাগলে সার্থক মনে করবো।

ভবিষ্যতে বাতিঘর প্রকাশনী থেকে মৌলিক থৃলার নভেলা প্রকাশের ইচ্ছে আছে। পাঠকের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এরকম উদ্যোগ অবশ্যই সফল হবে।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

লেখক, অনুবাদক এবং প্রকাশক

১৪/০২/২০০১৬

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অনুবাদকের **উৎসর্গ :**

বাবা ও মাকে

১

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক ঘন্টা।

ষাট মিনিট।

তিন হাজার ছয়শ সেকেন্ড।

প্রতিদিন আমার জন্যে কেবল এটুকু সময়ই বরাদ্দ থাকে। এই এক ঘন্টাই আমি জেগে থাকি পুরো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে। কিন্তু এই ঘটনার পেছনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দিয়ে আমি আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না, বরং সরাসরি গল্পে চলে যাওয়া যাক। আর সেই গল্পও একখান! এক ঘন্টার মধ্যেই আমাকে সেটা আপনাদের শোনাতে হবে। কিন্তু তা-ও আপনাদের এটুকু জানিয়ে রাখি, এমন কোন ডাক্তার নেই যাকে আমি দেখাইনি, আর যত প্রকারের ওষুধ কারো পক্ষে খাওয়া সম্ভব আমি খেয়েছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমি প্রতিদিন রাত তিনটায় ঘুম থেকে উঠি আর এর এক ঘন্টার মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়ি। এরপর টানা তেইশ ঘণ্টা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেই। পরের দিন আবার রাত তিনটায় জেগে উঠি। এভাবেই চলছে আমার জীবন। জানি, এরকম জীবনে হয়ত বেশি কিছু করা যায় না, কিন্তু এটাই আমাকে মেনে নিতে হয়েছে।

আমার বয়শ এখন ছত্রিশ।

এই বয়সে অন্যরা প্রায় ২০০০০০ ঘন্টা জেগে কাটিয়েছে। কিন্তু আমি এই সময়ে জেগে ছিলাম ১৪,০০০ ঘন্টারও কম। একটা তিন বছরের বাচ্চার চেয়েও কম। ডাক্তারদের মতে, পুরো পৃথিবীতে মাত্র তিনজন মানুষ আছে যারা কিনা আমার মত এরকম একই মেডিকেল কন্ডিশনের ভুক্তভোগি। হ্যা, মেডিক্যাল কন্ডিশন—এইটাই বলে তারা। কোন রোগ না, কোন অসুস্থতা না_ শুধু একটা মেডিক্যাল কন্ডিশন। তাইওয়ানের একটা বাচ্চা মেয়ের আছে এই কন্ডিশন আর আইসল্যান্ডে একটা ছেলের। কিন্তু এই কন্ডিশনের নামকরণ করা হয়েছে আমার নাম অনুযায়ি। কারণ আমার ব্যাপারটাই প্রথম নজরে এসেছিল সবার। হেনরি বিনস—এটাই বলা হয় এই কন্ডিশনকে। আমি হেনরি বিনস আর আমার হেনরি বিনস আছে—বাহ্!

যা-ই হোক, আপনারা হয়ত এতক্ষনে ভেবে অবাক হচ্ছেন, আমি আপনাদের এই গল্পটা কিভাবে শোনাচ্ছি যেখানে আমার একটা বাক্যই ঠিকভাবে গুছিয়ে বলতে পারার কথা নয়। যেহেতু আমি খুব কম সময়ই জেগে কাটিয়েছি। আসলে, কিভাবে আর নিজের সম্পর্কে বলব–আমি একজন প্রডিজি, সাধারণ মানুষের তুলনায় আমার মগজ একটু বেশিই কাজ করে। হয়ত স্রষ্টা আমাকে এভাবেই পুষিয়ে দিয়েছেন–হেনরি বিনসের যেহেতু হেনরি বিনস আছে তার মগজটা না-হয় একটু বেশিই চলুক!

এখন বাজে রাত ৩টা ২। চলুন, শুরু করা যাক।

হঠাৎ করে আমার চোখ খুলে গেল। আজকে ১৮ই এপ্রিল। আমি এটা জানি কারণ কালকে ছিল ১৭ই এপ্রিল। আর আমার বেডসাইড টেবিলের ডিজিটাল ঘড়িটাও এই কথাই বলছে। সেটার সবুজ মনিটরে এটাও দেখাচ্ছে, এখন সময় ৩ : ০১।

এক মিনিট এরইমধ্যে চলে গেছে।

আমি তাড়াতাড়ি গায়ের উপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে গেলাম। জামা কাপড় সব পরাই আছে। একটা ছাই রঙের প্যান্ট আর একটা মেরুন হুডি। তাড়াতাড়ি আমার রান্নাঘরে চলে গেলাম। সেখানে টেবিলে আমার ল্যাপটপটা রাখা আছে। মাউসটা একটু নাড়া দিতেই স্ক্রিনে একটা দুর্গের ছবি ভেসে উঠলো। আমি প্রতিদিন দশ মিনিট করে *গেম অব থ্রোন্স* দেখি। স্পেসবারে চাপ দিতেই শুরু হয়ে গেল। পর্দার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে ফ্রিজ খুলে একটা বিফ স্যান্ডউইচ আর একটা পিনাট বাটার প্রোটিন শেক বের করলাম। এ দুটোই আগে থেকে আমার জন্যে ইসাবেল বানিয়ে রেখেছিল। ইসাবেল হলো এক মেক্সিকান মহিলা, শুধু খাবার বানানোই নয়, ঘর ঝাড় দেয়া, মোছা থেকে শুরু করে আমার এমনি সব কাজই করে দেয় সে–যেসব কাজের জন্যে আমি কোন সময় পাই না–তার সাথে আমার এমনই চুক্তি।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিলাম। কোন কল আসেনি গত তেইশ ঘণ্টায়, শুধু তিনটা মেসেজ। তিনটাই আমার বাবা পাঠিয়েছে। এরমধ্যে দুইটাই তার

BanglaBook.org

কুকুরের ছবি। তার মেসেজের জবাবে লিখলাম–এই কুকুর বাদেও তার একজন সত্যিকারের জীবনসঙ্গি খুঁজে নেয়া উচিত এখন। এরপর গপাগপ স্যান্ডউইচ আর প্রোটিন শেইকটা পেটে চালান করে দিয়ে ল্যাপটপে নতুন একটা উইন্ডো খুলে আমার ই-ট্রেড অ্যাকাউন্টে লগইন করলাম। একসাথে অনেকগুলো কাজই আমাকে এভাবে সমন্বয় করে করতে হয়। সেই সাথে স্ক্রিনের নিচের দিকে ঘড়িটাতে একবার চোখ না বুলিয়ে পারলাম না।

৩:০৪।

ইতিমধ্যেই চার মিনিট চলে গেছে।

শেয়ার বাজারে আমার স্টকগুলো চেক করলাম, দেখে ভালোই মনে হল। গত ২৪ ঘন্টায় প্রায় আট হাজার কামাই হয়েছে। এরপর এখানে সেখানে কিছু হিসাব নিকাশ মিলিয়ে দেখে উইন্ডোটা ক্লোজ করে দিলাম। এরপর লগইন করলাম কিউপিড নামে একটা ওয়েব-সাইটে। এটা একটা অনলাইন ডেটিং সাইট। কিছু মেসেজ এসে জমা হয়ে ছিল, সেগুলো দেখলাম। আমার ইউজার নেম হল NGHTOWL3AM। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু ফাজিল টাইপের লোকজন ছাড়া আমাকে এখানে খুব কমই নক করে কেউ। আপনারা বুঝতেই পারছেন, একজন মেয়ের সাথে মেলামেশা স্বাভাবিকভাবেই আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তারপরেও যে আমি কোন চেষ্টা করিনি তা নয়। ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে এরকম বেশ কয়েক জায়গায় ঘুরে দেখেছি আমি–বইয়ের দোকান, কফিশপ কিংবা রেস্টুরেন্ট, এরকম জায়গা। কিন্তু তিনবার হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ঘুরে আসার পর আর একবার এক মহিলার আমাকে মৃত ভেবে, তার ভাইকে ডেকে আমাকে প্রায় কবর দিয়ে দেয়ার মত অবস্থার পর আমার শিক্ষা হয়ে গেছে।

এই উইন্ডোটাও বন্ধ করে দিয়ে তিন মিনিট গভীর মনোযোগে *গেম অব থ্রোন্স* দেখলাম। এই শোটা আমার আসলেও ভালো লাগে। তিনটা দশের সময় পজ বাটনে চাপ দিয়ে আইফোনটা হাতে নিয়ে কানে হেডফোন গুজে সোজা দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম।

এখন বসন্তের শুরু। আর এখানে, আলেক্সান্দ্রিয়ায় বেশ ঠাণ্ডা। একটা সোয়েটার পরে বের হলে ভালো হত। কিন্তু এখন আর ফিরে যাবার মত সময় নেই হাতে। চারিদিকে সব চুপচাপ। কোন সাড়াশব্দ নেই। আমার মনে হয়, সারাদিনের মধ্যে রাত তিনটাই সবচেয়ে নিস্তব্ধ সময়। আসলে আমার পক্ষে

BanglaBook.org

এটা অনুমান করা ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। সারাদিনের মধ্যে যে আধঘন্টা আমি বাইরের দুনিয়ায় কাটাই তাতে এটুকুই জানা সম্ভব। স্ট্রিটলাইটের আলোর নিচ দিয়ে আমি দৌড়াতে থাকি। আসল সূর্যের আলোর মত নয় হয়ত এটা, কিন্তু এটাই আমাকে মেনে নিতে হয়েছে।

আমি না আসলে সবসময় বর্তমানে থাকতেই পছন্দ করি। অতীত নিয়ে ভাবি না কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়েও দুশ্চিন্তা করি না। আগে মাঝে মাঝেই ভাবতাম, ইশ আমার যদি একটা সাধারণ জীবন থাকতো! আমি কি বিয়ে করতাম? কয়টা বাচ্চা-কাচ্চা হত? তাদের নাম কি দিতাম? কিন্তু দেখা যেত, এভাবেই এসব ফালতু জিনিস, যেগুলো কোনদিনই ঘটা সম্ভব নয় তার পেছনে তিরিশ থেকে চল্লিশটা অতি মূল্যবান মিনিট পার হয়ে গেছে, যেটা কোন অবস্থাতেই আমার পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

আমার নতুন ফেভারিট ব্যান্ড *ইমাজিন ড্রাগনস*-এর তিনটা গান শুনলাম। এরপর লোকাল এফএম স্টেশনে পাঁচমিনিটের জন্যে টিউন-ইন করলাম আমি।

এখন পটোম্যাকে একটা ব্রিজের উপর-নিচ দিয়ে একটা ট্রলারকে কালো পানির বুক চিড়ে ছুটে যেতে দেখলাম। মাঝে মাঝে ভাবি, দিনের আলোতে এই দৃশ্যটা দেখতে কেমন লাগবে! কিন্তু আমার জীবনে দিন বলে কিছু নেই। শুধু রাত–শুধু অন্ধকার।

ফেরার পথে মোড়ে একটা গাড়িকে যেতে দেখলাম। গত ছয় দিনের মধ্যে এটাই আমার দেখা প্রথম গাড়ি। একটা ফোর্ড ফোকাস। ফোর্ড কোম্পানি কিন্তু দেউলিয়া হয়ে গেছে–না, মানে, এমনি একটু বিদ্যা জাহির করলাম আর কি!

আটাশ মিনিটের মধ্যে চার মাইল দৌড়ানোর পরে আমি যখন আমার বিল্ডিংয়ের সিঁড়িতে পৌছলাম, তখন সময় তিনটা আটত্রিশ।

আর বাইশ মিনিট আছে। এরপরের পাঁচ মিনিটে একটু ব্যায়াম করে নিলাম।

চার মিনিট ধরে গোসল করলাম।

ধোয়া জামাকাপড় পরে আমি যখন আবার রান্নাঘরে ঢুকলাম তখন বাজে তিনটা আটচল্লিশ। আর বারো মিনিট।

ফ্রিজ থেকে একটা সালাদের প্লেট বের করলাম। নানারকম সব্জি আর

BanglaBook.org

একটু মুরগির মাংস দিয়ে বানানো। স্বাস্থ্যকর জিনিস। সাথে একটা আপেল, একটা চকলেট চিপসের প্যাকেট আর বড় এক গ্লাস দুধ নিয়ে টেবিলে বসলাম। আমার কিন্ডলের স্ক্রিনে একবার চাপ দিতেই যে পেজটা পড়ছিলাম সেটা অন হয়ে গেল। জেমস প্যাটারসনের একটা মার্ডার মিস্ট্রি। চরম জিনিস।

আস্তে আস্তে খাবারগুলো পেটে চালান করতে করতে বইয়ের প্রতিটা শব্দ উপভোগ করতে থাকলাম। চকোলেট চিপসের শেষটা যখন মুখে দিলাম তখন সময় তিনটা আটান্ন।

কিন্ডলটা অফ করে উঠে দাঁড়িয়ে আমার বেডরুমের দিকে রওনা দিলাম। তিনটা ঊনষাটের সময় বিছানায় উঠে পড়লাম।

আর ঠিক তখনই নিস্তব্ধতার বুক চিড়ে এক মেয়ের তীক্ষ্ণ চিৎকারটা ভেসে এলো।

তড়াক করে দাঁড়িয়ে সোজা জানালার দিকে দৌড় দিলাম। আমার বাসার উলটা দিকে একটা পুরনো ধাঁচের একতলা বাড়ি। একটু আগে যে ফোর্ড ফোকাস গাড়িটা দেখেছিলাম বাড়িটার সামনে সেটাই পার্ক করে রাখা আছে। ঐ বাড়িটায় কে থাকে সে-সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমি কখনও ওদের চেহারা দেখিনি। আসলে আমার সব প্রতিবেশির ক্ষেত্রেই এই কথাটা প্রযোজ্য।

আমি জানি, আমার এখন বিছানায় থাকা উচিত, কারণ যেকোন সময়ই আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে যাব আর ঠিক সেই জায়গাটাতেই পড়ে যাব। কিন্তু কেউ যেন আমাকে আঠা দিয়ে একেবারে জানালার সাথে লাগিয়ে দিয়েছে। বাড়ির গেটটা হঠাৎ খুলে গেল, এক লোক হেটে বের হয়ে আসলো সেটা দিয়ে।

স্ট্রিটলাইটের আলোয় ফোর্ড গাড়িটার দরজা খুলতে খুলতে লোকটা যেন আমার উপস্থিতির কথা বুঝতে পেরেই ঠিক জানালার দিকে তাকালো। একবার আমাদের চোখাচোখি হল। এরপর গাড়িতে উঠে চলে গেল লোকটা।

ঘুমে ঢলে পড়তে পড়তে আমার দেখা শেষ দৃশ্যটা ছিল আমার দিকে তাকিয়ে থাকা অন্তর্ভেদি একজোড়া চোখ।

লোকটা আর কেউ নয়, স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট!!

BanglaBook.org

২

ঘুম থেকে উঠেই ঘাড়ে তীব্র ব্যথা অনুভব করলাম। অমন বেকায়দা জায়গায় ঘুমানোর ফলেই এটা হয়েছে। তা-ও ভালো যে মাথায় কোন ব্যথা লাগেনি। আশেপাশে কোনও রক্তও দেখলাম না। এরইমধ্যে আজকের জন্যে বরাদ্দ সময় থেকে এক মিনিট চলে গেছে।

ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে কালকে রাতে কি দেখেছিলাম তা আবার মনে করার চেষ্টা করলাম। ওটা কি আসলেও প্রেসিডেন্ট ছিল? নাহ, কোন সন্দেহ নেই প্রেসিডেন্টই ছিলেন ওটা। আমেরিকার ৪৪তম প্রেসিডেন্ট কনর সুলিভান। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

রান্নাঘরে গিয়ে ল্যাপটপের সামনে বসে পড়লাম। কিছুক্ষনের মধ্যেই কনর সুলিভান সম্পর্কে উইকিপিডিয়া'তে যা যা লেখা আছে পড়া শুরু করে দিলাম।

তিনবার নির্বাচিত ভার্জিনিয়ার প্রাক্তন এই গভর্নরের চুল বাদামি, বামদিকে সিঁথি করা, আমার মতই তার চোখের রঙ সবুজাভ। কিন্তু আমার সাথে উনার মিল এখানেই শেষ হয়ে গেছে। সুলিভান হচ্ছেন এযাবৎ কালের সবচেয়ে লম্বা প্রেসিডেন্ট, লিঙ্কনের চেয়েও প্রায় তিন ইঞ্চি বেশি।

মনে হল, উনার উইকিপিডিয়ার পেজে আরো একটা তথ্য যোগ করে দেই : ১৮ই এপ্রিল আলেক্সান্দ্রিয়ায় এক মহিলাকে খুন করেছেন।

এরপরেই এখানকার লোকাল নিউজ পোর্টালগুলোতে একবার ঢুঁ মেরে আসলাম। না, এ-ব্যাপারে কোন খবর আসেনি এখনও।

আমার মোবাইল ফোনের মেসেজ টিউন শুনে খুলে দেখি বাবার মেসেজ "তুমি কি বেচে আছো?" উনার মেসেজের রিপ্লাই দিয়ে এটা নিশ্চিত করলাম যে, আমি এখনো বহাল তবিয়তে আছি যাতে উনি একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন।

BanglaBook.org

আমার বয়স যখন ছয় তখনই আমার মা আমাদের ছেড়ে চলে যান

আমার এই অদ্ভুত অসুখটাকে আর সহ্য করতে না পেরে, আর তখন থেকেই আমার সব দায়িত্ব এসে পড়ে বাবার কাঁধে। উনি দিনে দুইটা চাকরি করতেন, প্রায় ষোল ঘন্টা। তবুও প্রতিদিন রাত তিনটার সময় যখন চোখ খুলতাম তখনই মানুষটাকে পাশে পেতাম। উনি যতটা পেরেছেন আমার জীবনটাকে স্বাভাবিকভাবে গড়ে তলার চেষ্টা করেছেন। ঘুম থেকে ওঠার পর প্রতিদিন আমাকে বিশ মিনিট উনার সাথে পড়াশোনা নিয়ে বসতে হত। অঙ্ক, বিজ্ঞান, বানান করা সবকিছুই আমরা শিখতাম। আমি যাতে সামাজিকভাবে সবার সাথে মেলামেশা করতে পারি এই ব্যাপারেও উনি নজর রাখতেন। এমনকি মাঝে মাঝে উনিই অন্য বাচ্চাদের বাবা-মাকে টাকা দিতেন যাতে ওদের ছেলেমেয়েরা ঐ একঘন্টা এসে আমার সাথে ভিডিও গেমস কিংবা টেবিল টেনিস খেলে (এখনো ওদের কয়েকজনের সাথে আমার ফেসবুকে যোগাযোগ হয়)। আমার জন্যে কিছু করার জন্যে তিনি কখনোই কার্পণ্য করতেন না। আমার দশম জন্মদিনের দিন চোখ খুলে আমি নিজেকে একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্কে আবিষ্কার করি। পুরো একটা ঘন্টা আমি আর বাবা পার্কের এমাথা থেকে ওমাথা ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। আমার আঠারতম জন্মদিনের সময় উনি আমার জন্যে একটা প্রম-পার্টিরও আয়োজন করেছিলেন। আর উনার এক কলিগের মেয়েকে আমার ডেট হিসেবে ঠিক করেছিলেন। আমার স্যাট পরীক্ষার সময় উনি স্টপওয়াচ নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। টানা দশ দিন ধরে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল আমাকে (সর্বোচ্চ নম্বরই পেয়েছিলাম আমি)।

আমার একবার মনে হল উনাকে ফোন করে জানিয়ে দেই, উনার পছন্দের প্রেসিডেন্ট কি কান্ড করেছে! কিন্তু তাতে আমাকে হাজারটা প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হবে আর আমার একঘন্টাও চোখের নিমিষে শেষ হয়ে যাবে।

আমি ফ্রিজ থেকে একটা স্যান্ডউইচ বের করতে করতে গত রাতটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলাম। গতকালের রাতটা এখন অতীত। আর অতীত নিয়ে পড়ে থাকতে আমার ভালো লাগে না। আমি বর্তমান নিয়ে থাকতে পছন্দ করি, আর সেই বর্তমানে আমি এরইমধ্যে আঠার মিনিট সময় নষ্ট করে ফেলেছি।

গেম অব থ্রোন্স চালু করে দিলাম। আমার একটা পছন্দের একটা ক্যারেকটারকে কে যেন মেরে ফেলেছে। পর্দায় জন স্নোকে দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

এরপর মোবাইল হাতে নিয়ে, জুতো পরে বাসা থেকে দৌড়ে বের হয়ে গেলাম।

এখন বাজে তিনটা ছাব্বিশ। আজকে বেশিক্ষন জগিং করতে পারব না। তের মিনিটের মত দৌড়ে আবার যখন আমার বাসার স্ট্রিটলাইটটার নিচে দাঁড়ালাম তখন বাজে তিনটা উনচল্লিশ। এই লাইটটার নিচেই গতকাল কনর সুলিভান তার গাড়ি পার্ক করে রেখেছিল।

আর একুশ মিনিট বাকি।

ঘুরে বাড়িটার দিকে তাকালাম। একদম নিস্তব্ধ, কোন সাড়াশব্দ নেই। বাইরের লোহার গেটটা দেখে মনে হল যেন সেটা সবকিছুকে বাধা দেয়ার জন্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, এমনকি কোন শব্দও সেটাকে পেরিয়ে ভেতরে যেতে পারবে না। আমি আমার হাতটা শার্টের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে সেভাবেই গেটের উপরের আঙটাটা সরিয়ে দিলাম। একটু চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। আমি জানি, আমি যা করতে চলেছি তা বেআইনি, কিন্তু ভেতরে যে আছে তার যদি সাহায্যের দরকার হয়? মহিলার চিৎকার আমি শুনতে পাই প্রায় ২৪ ঘন্টা আগে। এখনও হয়ত তার বেঁচে থাকার ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে, তাই না? যা-ই হোক, আপনাদের হয়ত এটা মনে হতে পারে, আমি পুলিশকে ডাকছি না কেন?

উত্তরটা একদম সোজা। আমার ছত্রিশ বছরের জীবনে এর থেকে উত্তেজনাময় কখনও কিছু ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। ঠিকভাবে বললে আমি যে ১৪০০০ ঘন্টা জেগে আছি তাতে এরকম কোন কিছুর মুখোমুখি হইনি এর আগে।

লোহার দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। দেখতে পেলাম একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। পা টিপে টিপে সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম উপরে। অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মোবাইল ফোনটা বের করে টর্চ জ্বালালাম। সামনের জায়গাটুকু আলোকিত হয়ে উঠলো। বাইরে থেকে দেখে যা বুঝেছি, গ্যারেজটা এই বাড়ির বামদিকে আর রান্নাঘর, লিভিংরুম, বেডরুম, এগুলো ডানদিকে।

আস্তে করে বললাম, "কেউ আছেন?"

কোন জবাব এলো না।

আমি ঘুরেফিরে বাসার ভেতরটা দেখতে থাকলাম। সবকিছু একদম

BanglaBook.org

ঝকঝকে তকতকে। রান্নাঘরটাও পরিস্কার, খালি সিঙ্কের উপর দুটো অধোয়া প্লেট রাখা। ফ্রিজ ভর্তি খাবার। লিভিংরুমটাও গোছানো। একটা বিশাল ফ্ল্যাটস্ক্রিন টিভি, পাশে আবার থ্রিডি গগল্স রাখা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সবচেয়ে নতুন মডেলের টিভি। তিনটা বেডরুম। এরমধ্যে একটা বিশাল। একমাত্র এটাতেই কেউ থাকে বলে মনে হয়। বিছানাটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা এখন। নাহ, বাসাটাকে বাইরে থেকে দেখে যতটা মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি বড়।

আমার ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠলে খুলে দেখলাম, ৩টা ৫০-এর অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, এ বাড়িতে না ঢুকে পারব না।

চারপাশে আরেকবার চোখ বুলিয়ে সামনের দরজাটার দিকে ফিরে যেতে শুরু করলাম। এটা হয়ত আমি যার চিৎকার শুনতে পেয়েছি তার বাড়ি হতেও পারে আবার না-ও পারে। আবার কনর সুলিভান ফিরে এসে হয়ত তার সব কীর্তিকলাপ সাফ-সুতরো করে রেখে গেছে। ঐ মহিলা এখানে নেই এখন।

হঠাৎ একটা ছায়া দেখে জমে গেলাম। ঘুরে ঠিকমত তাকানোর চেষ্টা করতেই ঘাড়ের ব্যথাটা টনটন করে উঠলো। নাহ, শালার অ্যাডভিল খেয়ে কাজ হয়নি মনে হচ্ছে, অন্য কোন পেইনকিলার খেতে হবে। দেখি একটা বিড়াল। আমার দিকেই তাকিয়ে আছে ব্যাটা।

"কি খবর বিল্লিমিয়া?" সাদা-কালো বিড়ালটা কোন প্রতিক্রিয়াই দেখাল না। নিচু হয়ে ওটাকে আদর করতে যেতেই ব্যাটা ঘুরে হাটা দিল। আমিও ওটার পেছনে আলো ফেলে ফেলে যেতে লাগলাম। হলওয়ে পার হয়ে একটা দরজার সামনে গিয়ে ওটা মিয়াঁও-মিয়াঁও করে ডাকা শুরু করল। আমি দরজাটার সামনে গিয়ে টান দিয়ে খুলে ফেললাম।

ধক্ করে একটা দুর্গন্ধ এসে ঠেকল নাকে।

মেয়েটা পড়ে আছে একটা গাড়ির হুডের উপর, পরনে নীল রঙের একটা জামা আর পায়জামা। গলার কাছটা নীল হয়ে ফুলে আছে। সে এখন যেকোন পেইনকিলারের উর্ধ্বে।

বিড়ালটা মহিলার গায়ে নাক ঘষে ডাকতে লাগল। মহিলার গলার নিচ থেকে পুরো সাদা হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

আমি দুই পা সামনে এগিয়ে গেলাম। আমার মনে হয়, মেয়েটার বয়স বিশ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে হবে। সোনালি চুল, ফিগারও বেশ ভালো। নীলরঙের চোখজোড়া সিলিংয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বেঁচে থাকতে নিঃসন্দেহে অনেক পুরুষের স্বপ্নের খোরাক ছিল মেয়েটা।

একটা ফোন বিপ্ করে উঠলো। আমারটা না, হয়ত এই মেয়েটার মোবাইল হবে।

ধুর!

এখানে আমি প্রায় সাত মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছি। ঘুরে দৌড় দেয়ার সময় মহিলার মোবাইলটা দেখার কথা মাথায় এলো। কিন্তু কোথায় ওটা? শব্দটা গাড়ির নিচ থেকে আসছে বলে মনে হল, আবার কোন কল এসেছে। আমি উপুড় হয়ে গাড়ির নিচে ঢুকে গেলাম। ঐ তো ফোনটা! অনেক কসরত করে হাতে নিলাম ওটা। ততক্ষনে কলটা কেটে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালাম। একটা গোলাপি স্যামসাং গ্যালাক্সি এস-ফোর মোবাইলফোন। ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে তিনটা ঊনষাট।

দৌড়ে গ্যারেজ থেকে বের হয়ে গেলাম। সময়মত বাসায় পৌছাতে পারব তো?

আমার বাড়ি আরো প্রায় একশো গজ সামনে, তারপর আবার তিনতলা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে। যদি রাস্তার মাঝখানেই পড়ে যাই? কিংবা এই বাড়িটার উঠোনেও তো পড়ে যেতে পারি। তখন তো আরো ঝামেলা হবে। কেউ যদি আমাকে দেখে ভেতরে ঢুকে মহিলার লাশ আবিষ্কার করে বসে? এরপরের বার ঘুম ভাঙবে সোজা হাজতে।

নাহ, কোনভাবেই বাসায় পৌছাতে পারব না।

এখানেই কোথাও লুকাতে হবে।

ছোট বেডরুমগুলোর একটায় ঢুকে গেলাম। কাপড় রাখার ক্লোজেটটা খুলে ভেতরে ঢুকেই শুয়ে পড়লাম আমি। পা-দুটো একটু ছড়িয়ে রাখতে রাখতেই রাজ্যের ঘুম নেমে এলো আমার দুচোখে।

BanglaBook.org

বিড়ালটা আমার পেটের উপর।

"ঐ ব্যাটা!"

বিড়ালটা ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখে আবার আমার বুকের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। কাল রাতের কথা মনে পড়ে গেল। মেয়েটার লাশ, গাড়ির নিচে মোবাইলটা–সবকিছু।

একটু উঠে বসার চেষ্টা করতেই পিঠে তীব্র ব্যথা অনুভব করলাম। হাত দিয়ে দেখি একটা হ্যাঙ্গারের উপরই শুয়ে পড়েছিলাম কাল রাতে। ভালোই তো, কালকে ঘাড়ে আর আজকে পিঠে। না জানি সামনে আর কোথায় কোথায় ব্যথা পাব।

দাঁড়িয়ে মোবাইলটা হাতে নিলাম। তিনটা দুই বাজে।

আরেকটা পকেট হাতড়ে অন্য মোবাইলটা বের করলাম। গোলাপি রঙের স্যামসাং গ্যালাক্সি এস-ফোর। এটার পর্দায় ওয়াশিংটন মনুমেন্ট স্ক্রিন সেভার হিসেবে সেট করা। মেয়েটা মারা গেছে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা হতে চলল। আমি ভেবেছিলাম এতক্ষনে মেসেজ আর কল এসে ভরে যাবে ফোনটায়। কিন্তু ঐ তিনটাই মিসকল–কাল রাতেরগুলোই। মেয়েটার কি কোন বন্ধু-বান্ধব নাই, কিংবা অফিসের কোন সহকর্মি? কাল রাতে কে কল দিয়েছিল এটা দেখার কথা মনে হল, কিন্তু মনে হয় না দেখতে পারব। ফোনটা লক্ করা থাকতে পারে। স্ক্রিনটা টাচ করতেই আমার ধারণার সত্যতা পেলাম। পাসওয়ার্ড ইনপুট করার চারঘরের বক্স ভেসে উঠলো। ১২৩৪ চাপলাম, কাজ করল না। করবে যে সেটা আশাও করিনি অবশ্য। মোবাইলটা পরে আবার গাড়িটার নিচে ঢুকিয়ে দিতে হবে। শার্টের হাতা দিয়ে সেটটা মুছে দিলাম যাতে আমার হাতের ছাপ লেগে না থাকে। প্যান্টের পকেটে চালান করে দিলাম ওটা।

পুলিশ এখনো কিছু জানে না। কারণ এখানে পুলিশ এলে আমি এতক্ষনে

BanglaBook.org

৯১১-এ করা আমার কলটা ছিল একদম সংক্ষিপ্ত। "১৫৬১, সিকামোর স্ট্রিটের বাড়িতে একটা মেয়ের লাশ পড়ে আছে।"

বাড়িতে পৌছাতে পৌছাতেই দেখি একটা পুলিশের গাড়ি ঐ বাড়িটার সামনে পার্ক করে রাখা। কিছুক্ষনের মধ্যেই আরো তিনটি গাড়ি এসে গেল। আরো একটু পরে আলেক্সান্দ্রিয়া ক্রাইম-সিনের বড়সড় একটা ভ্যান সাইরেন বাজাতে বাজাতে এসে বাড়িটার সামনে দাঁড়ালো। আমি আমার জানালা দিয়ে পর্দার আড়াল থেকে সবকিছু দেখছি, আমার কোলে ল্যাসি।

এক মিনিট বাকি থাকতে থাকতেই আমি বিছানায় উঠে গেলাম। ল্যাসিও আমার পাশে এসে শুয়ে পড়ল। গত দু-রাত মাটিতে শুয়ে কাটানোর পরে এখন বিছানায় উঠতেই মনটা ভালো হয়ে গেল। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে আমার মনে হতে লাগলো যেন কিছু একটা ভুলে গেছি।

জরুরি কিছু একটা।

তেইশ ঘন্টা পর যখন ঘুম থেকে উঠলাম, তখনও দেখি ল্যাসি আমার পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। বেশ অবাকই হলাম। ওকেও কেমন জানি ক্লান্ত লাগছে, আমার মতোই। আমার মনে হয়, আরো তেইশ ঘন্টা একটানা ঘুমাতেও ব্যাটার কোন সমস্যা হবে না।

কিন্তু তখনই মনে হল, ওরও তো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হবে। উঠে আমার তিনতলার ছোট বারান্দাটায় চলে গেলাম। ওখানে একটা টব আছে, কিন্তু গাছটা বহু আগেই মরে শুকিয়ে গেছে। তাই ঐ টবটা থেকে বালি আর মাটি নিয়ে বারান্দার এক কোনে ছড়িয়ে দিলাম।

ল্যাসি এখনো আমার বিছানায় শুয়ে আছে। "যা, তোর যাবতীয় কাজ ওখানেই সেরে আয়।" আমাকে অবাক করে দিয়ে ব্যাটা উঠে বারান্দায় চলে গেল একদম বাধ্য কুকুরের মত। এ বেড়ালটার সব স্বভাবই দেখি কুকুরের মত!

আমি উল্টো দিকের জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম। বাইরে এখনো দুটো পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছে। আর বাড়িটার চারপাশে 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা পুলিশ-টেপ দিয়ে ঘেরা।

BanglaBook.org

আমার ল্যাপটপের সামনে বসে লোকাল নিউজ পোর্টালগুলো দেখতে লাগলাম। 'নিজ বাসা থেকে অজ্ঞাত তরুণীর লাশ উদ্ধার'–বেশ কয়েকটা জায়গায় খবর বেরিয়েছে। আলেক্সান্দ্রিয়া, হোয়াইট হাউস থেকে মাত্র ১৫ মিনিটের দূরত্বে। আশেপাশে অনেক হোমরা-চোমড়াদের বাসা, তাই আমি আশা করেছিলাম, খবরটা হয়ত আরো বেশি হাইলাইটেড হবে। কিন্তু দেখে মনে হল, সাংবাদিকেরা একরকম দায়সারাভাবেই কাজ সেরেছে।

'অজ্ঞাত এক তরুনীকে তার বাসার গ্যারেজে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন সন্দেহভাজন গ্রেফতার হয়নি'–এটুকুই।

আমি আর ল্যাসি খাওয়া-দাওয়া করে নিলাম। এরপর বাবাকে একটা ফোন দেয়ার কথা মনে হল। আর দু-রাত পরেই তার আসার কথা, একসাথে বসে তাস পিটাব আমরা।

তার সাথে দু-মিনিট এ-ব্যাপার সে-ব্যাপারে আলাপ করলাম। আমি ভেবেছিলাম, খুনটার কথা জিজ্ঞেস করবেন তিনি। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ তুললেনই না। ভালোই হল, সামনাসামনি বলব তাকে। চেহারাটা যা হবে না বাবার!

খুনটার ব্যাপারে পুলিশ কি এখনও দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালি মানুষটার সংশ্লিষ্টতার কথা জানতে পেরেছে? আচ্ছা, মেয়েটা কি হোয়াইট হাউজের কোন সেক্রেটারি? নাকি ইন্টার্ন?

প্রেসিডেন্টের ব্যাপারটা নিয়ে আমার কি করা উচিত? আমি কি একটা বেনামী চিঠি পাঠিয়ে দিব আলেক্সান্দ্রিয়া পুলিশ ডিপার্টমেন্টে? কিন্তু ব্যাপারটা পুরোই হেসে উড়িয়ে দিবে ওরা। আসলেই তো, কে বিশ্বাস করবে এই কথা –যে সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের তার নিজের বিছানায় থাকার কথা সেই সময়ে সে কিনা ব্যস্ত ছিল এক তরুনীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে! তার সিক্রেট সার্ভিস কোথায় ছিল? আশেপাশের লোকজনের কথা না হয় বাদই দিলাম।

ইমেইলটা টাইপ করব করব, ঠিক এমন সময়ে আমার দরজার কাছে একটা চারকোণা লাল রঙের কার্ড দেখতে পেলাম।

"কার্ডটা নিয়ে আয় তো," ল্যাসিকে বললাম।

ব্যাটা আমার কোল থেকে নেমে কার্ডটার সামনে গেল ঠিকই কিন্তু সুন্দরমত ওটা চেটে দিয়ে আবার চলে এলো।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে আক্ষেপে মাথা নেড়ে নিজেই উঠে গিয়ে কার্ডটা নিয়ে এলাম।

BanglaBook.org

পুলিশ বোধহয় কালকে বাসাটা খুঁজে দেখার কোন এক পর্যায়ে আমার বাসায় নক করেছিল। কিন্তু কোন জবাব না পেয়ে মহিলা তার কার্ড আমার দরজার নিচ দিয়ে ঠেলে দিয়েছে। ফোন বের করে কার্ডে লেখা নম্বরে ডায়াল করলাম। ভেবেছিলাম যে কেউ ধরবে না, একটা মেসেজ রেখে দেব, ঐ রাতে একটা চিৎকার শুনেছিলাম কিন্তু কিছু দেখিনি।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে মহিলা ফোনটা ধরল।

"আলেক্সান্দ্রিয়া হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট থেকে রে বলছি।"

"ইয়ে, না মানে, আমার নাম হেনরি বিনস। আপনি বোধহয় আপনার কার্ডটা আমার দরজার কাছে রেখে গিয়েছিলেন।"

"আপনি কোথায় থাকেন?"

বললাম তাকে।

"আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

ল্যাসির দিকে তাকিয়ে বললাম, "এটা কিন্তু আশা করিনি।"

সাত মিনিট পরে সে আমার দরজায় নক্ করল।

ঘড়িতে তখন তিনটা তেত্রিশ বাজে।

মহিলার চুল পনিটেইল করে বাধা, পরনে একটা স্কিনটাইট জিন্স আর একটা ওয়াশিংটন রেডস্কিন্সের জার্সি। চেহারায় মেকআপের কোন ছোঁয়া নেই। তার কোন দরকারও নেই অবশ্য। আকর্ষণীয় চেহারা, বাদামি চোখ। পুলিশে জয়েন করার পক্ষে আসলে একটু বেশিই সুন্দরি।

"তো, আপনি প্রতিদিনই এই সময়ে জেগে থাকেন নাকি?" রান্নাঘরে টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসতে বসতে সে জিজ্ঞেস করল। বসেই ল্যাসির পিঠে হাত বুলাতে লাগলো রে।

আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, "হ্যা।"

"কেন, রাত জেগে লেখালেখি করেন নাকি?"

"না, স্টক মার্কেটের কাজ করি।"

BanglaBook.org

"এত রাতে?"

"পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তো এখন সকাল।" আমি হেসে জবাব দিলাম।

"তা ঠিক। কোথাকার স্টক মার্কেটে কাজ করেন? টোকিও? লন্ডন?"

"হুম, ওরকমই।" আমি কথা না বাড়িয়ে জবাব দিলাম।

"তা, আপনি কি এই সময়ে কাজ শেষ করেন? নাকি শুরু করবেন?"

"শেষ করব।" কথাটা একেবারে মিথ্যেও নয়। আজকে আমার দিন শেষ হতে আর পনের মিনিট বাকি আছে।

জবাবে একটা হাসি দিল মেয়েটি। কিন্তু দেখেই বোঝা গেল জোর করে হাসছে। "আপনি যখন কাজ করছিলেন তখন আপনার বাসার উল্টোদিকে যে একটা মেয়ে খুন হয়ে গেল সে-ব্যাপারে কিছু জানেন?"

"হ্যা, আমি শুনেছি।"

"কোত্থেকে?"

"কোত্থেকে মানে?"

"কোত্থেকে শুনেছেন আপনি এই ব্যাপারে?"

"ইন্টারনেটে।"

"ওহ্, আপনি তো সবসময় ওখানেই বসে থাকেন বোধহয়...আপনার কাজের জন্যে?"

জোর করে মুখে একটা হাসি ফোটালাম।

এখন বাজে ৩ : ৪৯।

নাহ, যেভাবেই হোক আমাকে এগার মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে, নইলে এই মহিলার সামনেই ঘুমিয়ে পড়ে যাব। আর এই মিথ্যাগুলো বলতেও ইচ্ছে করছে না। যদিও আমি নিজেও জানি না কেন এই মিথ্যাগুলো বলছি!

"আশেপাশে কাউকে দেখেছিলেন বা কিছু শুনেছিলেন?"

আমি মাথা নাড়লাম। "না, দু-রাত আগে আমি কাজ নিয়ে অনেক ব্যস্ত ছিলাম।"

"দু-রাত আগের কথা কে বলল?" ভ্রু উঁচু করে আমার দিকে তাকাল মেয়েটি।

"ইয়ে, আমার মনে হয়, ইন্টারনেটে কোথাও পড়েছিলাম এ-ব্যাপারে,

BanglaBook.org

মেয়েটা দু-রাত আগে খুন হয়েছে। নাকি দু-রাত আগে হয়নি?" পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

দুই সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল সে, "ব্যাপারটা নিয়ে এখনো আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি।"

"গত রাতেও আমি কিছু দেখিনি।"

"তিন রাত আগে কিছু দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন?"

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

"তাকে চিনতেন?"

"কাকে?"

"আপনার বাসার উল্টোদিকে যে মেয়েটা থাকতো। তার বাসায় গিয়েছিলেন কখনও এর আগে?"

"নাহ, আগে কখনও দেখা হয়নি।"

আস্তে করে মাথা ঝাকিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। "ঠিক আছে। যদি কিছু শোনেন বা কিছু মনে পড়ে তাহলে আমার নম্বরে একটা কল দেবেন।"

"আচ্ছা, দেব।"

আমার ফোনটা বেজে উঠলো। না। আমার ফোন নয় ওটা। অন্য কোন ফোন। রিংটোনটা অপরিচিত।

"কলটা ধরবেন না?" বলল সে।

"না, কোন জরুরি কল বলে মনে হচ্ছে না।"

"রাত চারটার সময় এরকম অপ্রয়োজনীয় কল প্রায়ই আসে নাকি?"

মনে আছে, বলেছিলাম কাল ঘুমানোর আগে আমার মনে হচ্ছিল জরুরি কিছু একটা ভুলে গেছি? আসলেই ভুলে গেছিলাম। কিন্তু মুখটা স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করলাম।

যে ফোনটা বাজছে সেটা ঐ মৃত মেয়েটার ফোন। আমার অন্য প্যান্টের পকেটেই রয়ে গেছে ওটা। অথচ ওটার এখন থাকার কথা ঐ গাড়িটার নিচে। আমি আসলেই একটা গাধা।

"মাঝে মাঝেই আসে," জবাব দিলাম।

"কয়টা ফোন ব্যবহার করেন আপনি?"

"একটাই।"

সে দরজাটা খুলে তার প্যান্টের পকেট থেকে নিজের মোবাইলফোনটা

BanglaBook.org

বের করে একটা নম্বরে ডায়াল করল। এ সময় আমার প্যান্টের পকেটে আমার মোবাইলটা চেঁচিয়ে উঠলো আবার।

রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে কলটা কেটে দিল সে। "আশা করি খুব জলদি আবার দেখা হবে, মি. বিনস।" এরপর চলে গেল মেয়েটি।

আমি ল্যাসির দিকে তাকালাম একবার।

"কেমন হল ব্যাপারটা?"

ওর কাছেও কোন জবাব নেই।

BanglaBook.org

৪

ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি সোফায়। কালকে রাতে ফোনটা হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমানোর আগে মনে হয় ঘড়িতে দেখার চেষ্টা করছিলাম কয়টা বাজে। বিছানা পর্যন্ত যেতে পারিনি আর ভাগ্য ভালো যে, সোফাটা কাছাকাছি ছিল। তা-ও পুরোপুরি উঠতে পারিনি, মাথা নিচে আর পা উপরে রেখেই ঘুমিয়ে গেছিলাম। পকেট থেকে সব কিছু বের হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

ল্যাসি কালকে রাতে কই ঘুমিয়েছিল কে জানে, কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যেই তাকে আমার বুকের উপর আবিষ্কার করলাম। আমার মুখটা চেটে দিচ্ছে আলতোভাবে। "থাক, আর আদর করা লাগবে না," বললাম, যদিও ভালোই লাগছিল ব্যাপারটা।

ল্যাসিকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। দাঁড়ালাম না বলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম বলাই ভালো হবে। অমন বেকায়দা ভঙ্গিতে শোবার কারণে মনে হচ্ছে যে আমার মেরুদন্ডটাই বাঁকা হয়ে গেছে।

পাঁচমিনিট ধরে গোসল করলাম, সাধারণত আমি এত সময় নেই না। দুমিনিটেই হয়ে যায়। কিন্তু গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলোও ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। এখন একটু সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি। ফ্রিজ খুললাম, কিন্তু আজকে আর স্যান্ডউইচ খেতে ইচ্ছে করছে না। একটা দইয়ের বক্স আর কয়েকটা ফ্রেঞ্চ ব্রেড বের করে নিলাম। ল্যাসি দুটো জিনিসই আমার সাথে ভাগাভাগি করে খেল।

বাবাকে মেসেজ দেয়ার জন্যে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখি তিনটা মিসকল। তিনটাই একজনের নম্বর থেকে—ডিটেক্টিভ রে।

কাল রাতের ঘটনা থেকে যা বুঝতে পারছি, আমি মনে হয় না তাদের সন্দেহভাজন তালিকায় আছি। কিন্তু হতে কতক্ষণ?

গোলাপি রঙের স্যামসাংটার দিকে তাকালাম। এরকম একটা গাধামি কিভাবে করলাম আমি? আরেকবার নিজেকে গালাগালি দিলাম মনে মনে। ফোনটা তখনই গাড়ির নিচে রেখে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তখন যদি দৌড়

BanglaBook.org

না দিতাম তাহলে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ে যেতাম। সেক্ষেত্রে ওখান থেকে আমার ছাপ কিছুতেই মোছা যেত না।

কি করব আসলেই বুঝতে পারছি না! যদি পুলিশের হাতে স্যামসাংটা না তুলে দেই তাহলে কিছুতেই তারা ধরতে পারবে না, এই খুনটার সাথে কনর সুলিভান কোনভাবে জড়িত।

একটা বেনামি চিঠি পাঠিয়ে দেই। এটা ছাড়া অন্য কোন রাস্তাও নেই মনে হয়। সাথে ফোনটাও দিয়ে দেব একই প্যাকেজে।

কিন্তু তার আগে একটু দৌড়ে আসা যাক। এখন বাজে তিনটা বাইশ।

ল্যাসি সামনের দরজায় গিয়ে আঁচড় কাটছে। একটা হুডি গায়ে চাপিয়ে মুখ পর্যন্ত টেনে দিলাম।

"কিরে, তুইও বাইরে যেতে চাস নাকি?"

মিয়াও।

"ফিরে আসতে হবে কিন্তু।"

মিয়াও।

দরজাটা খুলে দিতেই ব্যাটা দৌড়ে বের হয়ে গেল।

দৌড়ানোর সময় আমার মনে বারবার মেয়েটার মৃতদেহের ছবি ভেসে উঠতে লাগলো। কিন্তু প্রতিবারই জোর করে চোখটা বন্ধ করে ছবিটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। মেয়েটার সময় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার সময় এখনো বাকি আছে।

প্রায় দুই মাইল দৌড়ানোর পর আমার পিঠের মাংসপেশিগুলো একটু শিথিল হয়ে এলো। এখন আর প্রতিবার নিঃশ্বাস নেয়ার সময় ব্যথা লাগছে না। ফেরার পথ ধরলাম। হঠাৎ করে একটা গাছের পেছন থেকে কী যেন লাফ দিয়ে আমার সামনে এসে পড়ল।

"ওরে বাবা!" জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম।

স্ট্রিটলাইটের আলোয় ব্যাটাকে দেখে মনে হল যেন খুব মজা পেয়েছে।

একটু ধাতস্থ হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলাম, "এতক্ষন ধরে এখানেই ঘাপটি মেরে ছিলি নাকি, আমাকে ভয় দেখানোর জন্যে?"

মিয়াও।

হাত তুলে থাপ্পড় মারা দেখালাম ব্যাটাকে। জবাবে সে-ও একটা পা তুলে আমাকে নখগুলো দেখিয়ে দিল। বজ্জাত কোথাকার!

BanglaBook.org

"চল, বাসায় যাই।"

বাসার সামনে এসে অবাক হয়ে গেলাম। আমার দরজার সামনে থেকে দু-জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। একজন ডিটেক্টিভ রে। আজকে তার পরনে একটা খয়েরি রঙের জ্যাকেট। কালকে দেখে বুঝতে পারিনি তার চুল এত লম্বা। প্রায় পিঠ ছাড়িয়ে নিচে নেমে গেছে। তার সঙ্গের ভদ্রলোককে দেখে মনে হল বয়সে রে থেকে দ্বিগুন বড় হবে। আর সাইজে তার তিনগুণ। মাথা কামানো, থুতনিতে সুন্দরভাবে ছাটা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। পেটানো শরীর, পেশিগুলো কিলবিল করছে। পরনে একটা জ্যাকেট।

"ও কি সবসময়ই তোমার সাথে দৌড়াতে যায় নাকি?" ল্যাসিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রে।

"মাঝে মাঝে।"

আস্তে করে মাথা ঝাকিয়ে তার পাশের লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। "এ হচ্ছে আমার পার্টনার, ক্যাল।"

আমি তাদের পাশ কাটিয়ে নিজের দরজার দিকে রওনা দিলাম।

"আপনাকে আমাদের কিছু প্রশ্ন করার আছে," পেছন থেকে ক্যাল বলে উঠলো।

"তাহলে তো আমার সেগুলোর জবাব দেয়া উচিৎ হবে বলেই মনে হয়," বললাম তাকে। "আর এ সপ্তাহের শেষের দিকে আমি ব্যস্তও থাকবো না।"

"এখন হলে কেমন হয়?"

আমি আমার মোবাইলের দিকে তাকালাম। তিনটা আটচল্লিশ বাজে। আর বারো মিনিট।

"আপনি একটু পরপর খালি ঘড়ি দেখেন কেন?"

আমি ভ্রু উচিয়ে রে'র দিকে তাকালাম।

"কালকেও কথা বলার সময় অন্তত আট থেকে নয় বার আপনি আপনার মোবাইলে ঘড়ি দেখেছেন।"

আমি কিছুই বললাম না। ও কি আমার ঘড়ির দিকে তাকানোটা গুণেছিলো নাকি?

"এই রাত তিনটার সময় এতবার ঘড়ি দেখার মানে কি? এক মিনিটের সাথে এর পরের মিনিটের পার্থক্য তো নেই কোন!"

এই এক একটা মিনিটই জীবন, মনে হল চিৎকার করে বলি এটা ওদের

BanglaBook.org

মুখের সামনে। তোমাদের কাছে এই মিনিটগুলো হয়ত সেরকম কোন কিছুই মনে হয় না, কারন হাজার হাজার মিনিট আছে তোমাদের। কিন্তু আমার জীবনটা একটা বালুঘড়ির মত। আস্তে আস্তে মিনিটগুলো শেষ হয়ে যায় এক এক করে।

রেগে গেলে আমার চেহারা লাল হয়ে যায়। জোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে, কোনমতে নিজেকে সামলে নিলাম। একবার মনে হল, বলে দেই আমি হেনরি বিনস আর আমার হেনরি বিনস আছে। কিন্তু বললাম না।

ঘুরে দরজায় চাবি ঢুকালাম। খুলতেই ল্যাসি দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। “এখন কোনভাবেই সম্ভব না। কালকে তিনটা পনেরর দিকে কেমন হয়?”

কোন উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলাম না। যদিও আমার ভয় হচ্ছে উত্তরটা হয়ত হবে–“আমাদের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে।”

কিন্তু সেটা না বললেও একটা উত্তর ঠিকই এলো–“ক্যালি ফ্রেইগ।”

মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠলো। এমন না যে নামটা শুনে কিছু মনে পড়ে গেছে আমার। একদমই সাধারন একটা নাম। তবুও।

আমার এই নীরবতার সুযোগে ডিটেক্টিভ দু-জন ভেতরে ঢুকে গেল। এখন আর ওদের থামানোর কোন উপায় নেই, তাই হাল ছেড়ে দিলাম।

ঠিক এই সময় মনে হল, মোবাইলটা–‘ক্যালি ফ্রেইগের’ মোবাইলটা তো আমার রান্নাঘরে টেবিলের উপর রাখা! ল্যাপটপটার পাশে। ধুর!

“জুতোগুলো অন্তত বাইরে রেখে আসতে পারতেন!” আমি বললাম। কোন অযৌক্তিক অনুরোধ নয় কিন্তু। “শুধু বাইরের ম্যাটটার পাশে রেখে দিলেই হবে।” এটাতে একটু খটকা লাগতে পারে ওদের। কিন্তু ঝুঁকিটুকু নিতেই হবে। দু-জনেই নিচে ঝুঁকে জুতা খুলতে লাগলো। আমিও কোনমতে আমার জুতাটা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

টেবিলটা আরো দশ কদম সামনে। ওটার কাছে যাওয়ার সময় নেই। আমি ওখান থেকেই আমার হুডিটা খুলে টেবিলের উপর ছুঁড়ে মারলাম। একদম ল্যাপটপটার পাশে গিয়ে পড়ল। বিংগো!

“এত হাসির কি আছে?” রে ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

“না-না, কিছু না,” মাথা নেড়ে বললাম। “তা, এই ক্যালি ফ্রেইগটা আবার কে?”

BanglaBook.org

৫

"ক্যালি ফ্রেইগ হচ্ছে সেই মেয়েটার নাম যার উপর তুমি তিন মাস ধরে তোমার জানালা দিয়ে নজর রাখছিলে–আর সে এখন মৃত," ক্যাল জবাব দিল। তার ভাবগতিক সুবিধার ঠেকছে না আমার কাছে।

"আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আমি ঐ মেয়েকে আগে কখনও দেখিনি," মাথা নেড়ে বললাম। আসলে একবার দেখেছি আমি। কিন্তু জীবিত অবস্থায় কখনও দেখিনি।

"তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, গত তিনমাস ধরে আপনার বাসার ঠিক উল্টোদিকে থাকে এমন একটা মেয়েকে আপনি চেনেন না, তাই তো?" রে জিজ্ঞেস করল।

"সে এই এলাকায় মাত্র তিনমাস ধরে থাকে?"

রে আর ক্যাল দু-জনেই আমার প্রশ্ন শুনে বিভ্রান্ত হয়ে গেল, একে অন্যের দিকে একবার তাকাল ওরা। আসলে ওদের দোষ দিয়েও কোন লাভ নেই, কারন মেয়েটা যদি ওখানে ছয় বছর ধরেও থাকতো তা-ও আমার পক্ষে সেটা জানা সম্ভব হত বলে মনে হয় না।

"আমি কখনও তাকে দেখিনি," আবার বললাম তাদেরকে।

"আর ক্লেমেনদের?" ক্যাল বলল। "ওদের দেখেছ?"

"এই ক্লেমেনরা আবার কারা?"

"ঐ বাড়িটা যাদের...গত দশ বছর ধরে তারা ওখানে ছিল।"

"নাহ, কোন ক্লেমেনকেই আমি চিনি না," একটু থেমে উত্তর দিলাম।

"আপনি এই বাসায় কত দিন ধরে আছেন?"

"সাত বছর।"

রে চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকালো। "আর এই সাত বছরে আপনি আপনার বাসার ঠিক উল্টোদিকে যারা থাকে তাদের একবারের জন্যেও দেখেননি?"

"আমি দিনের বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটাই। বুঝতেই তো পারছেন

BanglaBook.org

নইলে আপনাদের সাথে তো আমার আর এই রাত চারটায় কথা হত না, তাই না?"

আসলে তিনটা চুয়ান্ন বাজে এখন। যদি আসলেই রাত চারটা বাজত তাহলে ওনাদেরকে হয়ত একটা ঘুমন্ত পুতুলের সাথে কথা বলতে হত।

"তা, এই ক্যালি ক্রেইগ সম্পর্কে কি কি জানলেন আপনারা?" জিজ্ঞেস করলাম তাদের।

ক্যালকে দেখে মনে হল না সে খুশি হয়েছে আমার প্রশ্নটা শুনে।

রে উত্তর দিল, "মেয়েটার বয়স চব্বিশ। গত প্রায় তিন মাস ধরে ঐ বাসাটায় ছিল সে। ক্লেমেনদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিল। মাসে পনের শ' ডলার। ভাড়াটা একটু বেশিই, কিন্তু বিনিময়ে ক্লেমেনরাও কোন কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনবোধ করেনি। না আছে কোন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, না কোন ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্ট। এমনকি মেয়েটার বাবা-মা সম্পর্কেও কিছু জানে না তারা। ক্রেডিট কার্ড কোম্পানির কাছ থেকেও তেমন কিছু জানা যায়নি।"

আমি তথ্যগুলো হজম করার চেষ্টা করলাম। তাহলে মেয়েটার সাথে প্রেসিডেন্টের দেখা হল কিভাবে? নিজে নিজেই ভাবছিলাম, এ সময় রে আমার কাছে এক গ্লাস পানি চাইল।

মাথা নেড়ে ওকে নিজেই নিয়ে নিতে বললাম।

"কোথা থেকে নেব?" রান্নাঘর থেকে রে জানতে চাইলো।

অগত্যা আমি উঠে রান্নাঘরের দিকে গেলাম তাকে পানি দেয়ার জন্যে।

"মজার ব্যাপার কি জানো?" পেছন থেকে ক্যাল বলতে লাগলো, "ক্যালি ক্রেইগের বাসা থেকে তার ফোনটা উদ্ধার করতে পারিনি আমরা। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার সঙ্গি কালকে তোমার বাসায় দুটো ফোনের আওয়াজ শুনেছে। কিন্তু তুমি নাকি বলেছ তুমি একটা ফোন ব্যবহার কর।"

আমি ফ্রিজ থেকে পানির বোতলটা বের করে একটা গ্লাসে ঢেলে রে'র দিকে এগিয়ে দিলাম।

"আর আপনাদের ধারণা আমি সেই ফোনটা চুরি করেছি?"

জবাবে ক্যাল একটা হাসি দিল।

"দাঁড়ান, এখনই আসছি আমি," বলে বেডরুমের দিকে পা বাড়ালাম।

রুম থেকে যখন ফিরে এলাম তখন বাজে তিনটা সাতান্ন। আর তিন মিনিট আছে ওদের এখান থেকে বিদায় করার জন্যে। এই তিন মিনিট সময়ে

BanglaBook.org

প্রমাণ করতে হবে, আমি খুনটা করিনি।

হাতের আইফোনটা রে'র দিকে বাড়িয়ে দিলাম। "আমি এখনো এটা অ্যালার্মের জন্যে ব্যবহার করি।"

সে আমার কাছ থেকে আইফোনটা নিয়ে অ্যালার্ম অপশনে ঢুকলো। ওখানে তিনটা পঞ্চান্নর সময় অ্যালার্ম দেয়া আছে। চাপ দিতেই অ্যালার্ম টোনটা বেজে উঠলো। কালকে যে আওয়জটা হয়েছিল সেটার সাথে অবশ্য এটার কোন মিল নেই, কিন্তু কাছাকাছি হবে হয়তো।

"এই রাতের বেলা প্রায় চারটার সময় অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছ কেন তুমি?" ক্যালের প্রশ্ন শুনে মনে হল সে বুঝি আমাকে ধমকাচ্ছে।

"টোকিও স্টক মার্কেট চারটার সময় বন্ধ হয়ে যায়। অ্যালার্মটা দিয়ে রেখেছি যাতে করে শেষ মুহূর্তে কিছু বেচাকেনা করতে পারি।" আসলে টোকিও মার্কেট নিয়ে আমার কোন ধারণা নেই। কিন্তু ওটা যেহেতু পৃথিবীর ঐ প্রান্তে, মনে হয় না ওরা কিছু সন্দেহ করবে।

"নতুন ফোনটায় অ্যালার্ম ব্যবহার করেন না কেন?" রে জিজ্ঞেস করল।

"আসলে ঐ ফোনটা আমার জন্যে লাকি," আমি বললাম। "মানে, ঐ ফোনটা যখন ব্যবহার করতাম তখন বেশ কয়েকবার বড় ধরনের লাভ হয়েছিল।"

তিনটা আটান্ন বাজে।

"আমাকে এখন আবার শেয়ার মার্কেটে একটু ঢুকতে হবে। ঠিক আছে তাহলে?" দরজার দিকে মাথা নাড়লাম।

তারা দুজন উঠে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দরজার দিকে রওনা দিল।

"ওহ্, আরেকটা জিনিস," রে বলল।

"ওই বাড়িতে আমরা অনেক বিড়ালের খাবার পেয়েছি, কিন্তু কোন বিড়াল খুঁজে পাইনি।"

আমি ল্যাসির দিকে তাকালাম। একটা চেয়ারের উপর কুঁটলি পাকিয়ে শুয়ে আছে ব্যাটা।

"আর, আপনার বাসা-ভাড়ার চুক্তিনামায় কিন্তু কোন বিড়ালের কথা উল্লেখ নেই, আমি পড়ে দেখেছি ওটা," রে বলল আবার।

"না, মানে...প্রতি মাসে বাড়তি পঞ্চাশ ডলার বাচানোর চেষ্টা করছিলাম আর কি," দায়সারাভাবে বললাম।

BanglaBook.org

"তাই নাকি?" ক্যাল বলল। "ফোন দিয়েই যখন এত ডলার কামাও তুমি, এই সামান্য পঞ্চাশ ডলার এত বেশি হয়ে গেল কেন তোমার কাছে?"

চোখ বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। কিন্তু কিছু বললাম না সাথে সাথে।

"ল্যাসি।"

ব্যাটা লাফ দিয়ে এসে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। আশা করি এটা যেন কাজ করে।

"শুয়ে পড়।"

ল্যাসি পেটের উপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ে লেজ নাড়তে লাগলো।

"এবার উঠে বস।"

উঠে বসল।

"এবার একটু গড়াগড়ি খা।"

ঠিকই পিঠের উপর একটা গড়ান দিল ব্যাটা। সাব্বাশ!

"এবার জোরে একটা লাফ দে।" আমি জানি এটা একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে।

কিছুই করল না ল্যাসি। ডিটেক্টিভদের দিকে মুখ তুলে তাকালাম আমি। "এটা কিছুতেই করানো যাচ্ছে না ওকে দিয়ে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, হে হে।"

দরজাটা খুলে ধরলাম। দু-জন বের হয়ে জুতা পরে চলে গেল।

শেষ পর্যন্ত আমি আর ল্যাসি যখন বিছানায় শুলাম ঠিক তখনি আমার ভুলটা ধরতে পারলাম। লাফিয়ে উঠে রান্নাঘরে গিয়ে দেখি ডিটেক্টিভ রে যে গ্লাসে করে পানি খাচ্ছিল সেটা নেই।

উধাও হয়ে গেছে!

সাথে করে নিয়ে গেছে আমার আঙুলের ছাপটাও।

BanglaBook.org

৬

আমি এক রকম নিশ্চিতই ছিলাম এবার আমি ঘুম ভেঙে গেলে নিজেকে আবিষ্কার করবো হাজতে। সে নিয়ে অনেক দুঃস্বপ্নও দেখেছি রাতভর। কিন্তু না, আমি এখনো নিজের ঘরেই আছি।

তিনটা পচিশ মিনিটেও যখন কেউ আমার দরজায় নক করলো না, তখন আমার মাথায় তিনটা সম্ভাবনা উঁকি দিল। এক, আঙুলের ছাপ মেলাতে অন্তত চব্বিশ ঘন্টারও বেশি সময় লাগে। দুই, আমি কোন প্রকার ছাপই ফেলে আসিনি ঐ বাসায় (কারন বেশিরভাগ সময়ই আমি শার্টের হাতার ভেতরে হাত গুটিয়ে রেখেছিলাম)। আর না-হলে তিন, প্রেসিডেন্টের আঙুলের ছাপের সাথে তারা মিল খুঁজে পেয়েছে আর এখন প্রধান সন্দেহভাজনও সে।

কিন্তু ইন্টারনেট খুলে দেখলাম এই মুহূর্তে একটা কনফারেন্সে ব্যস্ত সে। কোন ধরণের খুনের মামলায় তাকে আসামি করা হয়নি।

তার মানে এক নম্বর কিংবা দুই নম্বর ধারণার কোন একটা সঠিক।

"চল্, একটু দৌড়ে আসা যাক, কি বলিস?"

মিয়াও।

ল্যাসি প্রায় এক মাইল আমার সাথে সাথে দৌড়াল। তারপর কোথায় জানি উধাও হয়ে গেল। আমি একটু আস্তে ধীরে দৌড়ানো শুরু করেছি ঠিক এমন সময় কালো রঙের একটা গাড়ি আমার দশ ফিট সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। একটা ক্রাউন ভিক। কনর সুলিভানের ফোর্ড ফোকাসটার পর এটা আমার দেখা প্রথম গাড়ি।

আমি কান থেকে হেডফোন খুলে দাঁড়িয়ে গেলাম।

গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিট থেকে রে নেমে আমাকে বলল, "আপনাকে একটু আমাদের সাথে আসতে হবে।"

ক্যাল ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে পেছনের দরজাটা খুলে ধরল, "এখনই!"

BanglaBook.org

আমি চুপচাপ পেছনের সিটে উঠে পড়লাম।

ওরা দু-জনেই উঠে পড়লে গাড়িটা চলতে শুরু করল আবার।

এখন বাজে তিনটা তেত্রিশ।

"আপনি কি কখনো আপনার বাসার উল্টো দিকের বাড়িটার ভেতরে ঢুকেছিলেন?"

আমি ক্যালের মুখোমুখি বসে আছি। রে একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে।

"না," আমার মনে হল ওরা আমাকে বাজিয়ে দেখতে চাইছে। কারণ ওরা যদি আমার হাতের ছাপ পেত তাহলে সরাসরি গ্রেফতারই করত। এরকম একটা রুমে বসে জেরা করত না। তা-ও হাতকড়া না পরিয়ে।

"তার মানে আপনি কখনও ভেতরে ঢোকেননি?"

"কখনও না।"

"একবারও না?।"

"না।"

"আপনাকে কেউ একবারের জন্যে ভেতরে দাওয়াতও দেয়নি কিংবা ঐ বাসার ফ্রিজে আপনি কখনও হাতও দেননি?"

আমার পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। "না, কখনও না।"

"কয়টা বাজে এখন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। এই রুমের ভেতরে ফোন নিয়ে ঢোকার অনুমতি নেই।

একটু আগে এক মহিলা আমার ফোনটা জমা রেখে দিয়েছে। ফেরত দিয়ে দেবে অবশ্য। ফোনের ঘড়িতে তখন বাজছিল তিনটা তেতাল্লিশ। এটা প্রায় পাঁচ ছয় মিনিট আগের কথা।

এ সময় দরজাটা খুলে গেল। এক লোক এসে রে'র হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল। ওরা আসলেই এতক্ষন আমাকে বাজিয়ে দেখছিল। রে তার কাগজটা ক্যালের দিকে বাড়িয়ে দিল। ওটা পড়ার পর কেমন যেন হাসি ফুটে উঠলো ক্যালের মুখে।

"বলো তো, ঐ বাসার সব জায়গায় কার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে?" জিজ্ঞেস করল সে।

এবার শেষ আমি।

"গাড়িটার হুডের উপর, পেছনের টায়ারটায়, ফ্রিজের দরজায়, গেস্ট বেডরুমের আলমারির ভেতর আর কাঁচের দরজাটার হাতলে–কোথাও বাদ নেই দেখছি।"

"আমার হাতের ছাপ আপনারা কিভাবে পেলেন?"

"কি বলছিলাম এতক্ষণ, কানে ঢোকেনি? পুরো বাসাজুড়ে তোমার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে।"

"হ্যা, আমার কানে সবকিছুই ঢুকেছে ঠিকমত, কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি হাতের ছাপ যে মিলিয়ে দেখলেন আপনারা সেটা কিভাবে জোগাড় করলেন? আমি তো আগে কখনও গ্রেফতার হইনি। পুলিশের কাছে আমার সম্পর্কে কোন তথ্য থাকার কথা নয়," রে'র দিকে তাকিয়ে বললাম। "আর যদি কোনভাবে এই ছাপ আপনারা গ্লাসটা থেকে পেয়ে থাকেন, যেটা বেআইনিভাবে আমার বাসা থেকে চুরি করেছেন গতকাল, তাহলে আদালতে সেই প্রমাণ কখনও টিকবে না।"

"জানি সেইটা আদালতে টিকবে না," ক্যাল একটা হাসি দিল। "কিন্তু আমরা তোমার হাতের ছাপ নিয়েছি তোমার ফোন থেকে, যেটা একটু আগেই তুমি জমা দিয়েছ। তখন কিন্তু একটা ফর্মও সাইন করেছিলে, তোমার উচিৎ ছিল সেটা ভালো করে পড়ে দেখার।"

ধুর!

"আমি আরেকবার ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি কখনও ঐ বাড়ির ভেতরে গিয়েছিলেন?"

"হ্যা।"

"তিনরাত আগে?"

"হ্যা, কিন্তু মেয়েটা তিনরাত আগে খুন হয়নি, হয়েছে চার রাত আগে।"

"সেটা আপনি কিভাবে জানেন?"

"কারণ আমি তার চিৎকারটা শুনেছিলাম।"

"কনর সুলিভান?" ক্যাল আবার জিজ্ঞেস করল। "মানে, প্রেসিডেন্ট কনর সুলিভান?।"

BanglaBook.org

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

সে রে'র দিকে তাকালো। রে-ও মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

"কসম খেয়ে বলছি, ঐ রাতে আমি একটা চিৎকার শুনেছিলাম আর এরপরেই দেখি সামনের দরজাটা দিয়ে এক লোক বের হয়ে আসছে। ওটা যে কনর সুলিভানই ছিল সে-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"আপনি বলতে চাইছেন, সে একটা ফোর্ড ফোকাস গাড়িতে চড়ে ভেগেছে?" রে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল। "তা, ওনার সিক্রেট সার্ভিস কোথায় ছিল তখন?"

"এটা গিয়ে উনাকেই জিজ্ঞেস করুন না।"

"তুমি মেয়েটাকে কেন খুন করেছ?" ক্যাল জিজ্ঞেস করল।

"কি?"

"তুমি-ক্যালি-ফ্রেইগকে-কেন-খুন-করেছ?!" চিবিয়ে চিবিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল ক্যাল।

"আমি কাউকে খুন করিনি। মেয়েটাকে আমি আগে কখনও দেখিই-নি, সেদিন ওর বাড়িতে ঢোকার আগ পর্যন্ত। সত্যি বলছি।"

"হ্যা, সেটা তুমি আগেও কয়েকবার বলেছ। তখনও আমি তোমাকে বিশ্বাস করিনি, এখনো করছি না। তোমার জানালা দিয়ে ঐ বাড়িটা সরাসরি দেখা যায়। ওটা দিয়ে বাইরে তাকানোর সময় তুমি মেয়েটাকে কখনও দেখোনি এটা হতেই পারে না। আমার ধারণা ঐ জানালা দিয়ে দেখতে দেখতেই তুমি মেয়েটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলে। আর ঐ রাতে সুযোগ বুঝে তুমি গলা টিপে তাকে মেরে ফেলেছ।"

"আমার হেনরি বিনস আছে।"

"আপনার নামই তো হেনরি বিনস," রে বলল।

"হ্যা, আর আমার হেনরি বিনস আছে। এটা একটা মেডিক্যাল কন্ডিশন। আমি দিনে এক ঘন্টা জেগে থাকি আর বাকি তেইশ ঘন্টা ঘুমাই। রাত তিনটা থেকে চারটা–এটুকুই আমার সময়।"

দু-জনেই মাথা নাড়তে লাগলো, যেন আমি পাগলের প্রলাপ বকছি।

"গুগল করে দেখুন না বিশ্বাস না-হলে," আমি রে'কে বললাম। "তা না-হলে চার মিনিট পরে হাতেনাতেই প্রমাণ পেয়ে যাবেন।"

"কি হবে চার মিনিট পরে, গাধার বাচ্চা?" ক্যাল চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

"চার মিনিট পরে আমি এখানেই ঘুমিয়ে যাব। আর পরবর্তি তেইশ ঘন্টা ওভাবেই কাটাব। কোমার মত অনেকটা। এরপর আবার একঘন্টার জন্য জেগে উঠবো। এভাবেই চলতে থাকবে।"

ক্যাল ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলো, যেন আমি এই মুহূর্তে শতাব্দির সেরা কৌতুকটা বললাম। "ব্যাটা বলে কী, ইনগ্রিড? এরকম গাঁজাখুরি গপ্পো আগে শুনেছ কখনও?" রে'কে বলল সে।

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। "এজন্যেই আমার ছাপ ঐ গেস্ট বেডরুমটার আলমারিতে পেয়েছেন আপনারা। সেদিন মেয়েটার ফোন গাড়ির নিচ থেকে উদ্ধার করার পর আর বাসায় ফিরে যাওয়ার সময় ছিল না, তাই ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"সেই ফোনটা, যেটা তুমি একটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিলে?"

"মানে?"

"মানে, তুমি ধরা পড়ে গেছ, গাধা। আমরা জিপিএস ট্র্যাক করে ফোনটা উদ্ধার করেছি।"

আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। দেয়ালটায় একটু হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম।

রে শেষ এক মিনিট ধরে চুপ মেরে আছে মোবাইলে কী যেন দেখছে সে। এবার বলে উঠলো, "ক্যাল, এটা দেখো। আমার মনে হয়, হেনরি বিনস আসলেই কোন-"

BanglaBook.org

৭

মাথাটা ব্যথায় দপদপ করছে।

চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ডানহাতটা উঠিয়ে মাথা ছুঁয়ে দেখি এক জায়গায় গজ কাপড় দিয়ে ব্যান্ডেজ করা। কিন্তু বামহাত দিয়ে আরো ভালোমত জায়গাটা ছুঁয়ে দেখতে গিয়ে দেখি, সেটা ওঠাতেই পারছি না। হাতকড়া দিয়ে বিছানার সাথে লাগিয়ে রাখা হয়েছে।

"এবার কি করেছ?" একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করল আমাকে। "চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে এমন কোন ব্যাংকে ডাকাতি?"

সারা হচ্ছে আলেক্সান্দ্রিয়া জেনারেল হসপিটালের একজন নার্স আর আমার প্রাক্তন প্রেমিকাদের মধ্যে একজন।

আমাদের সম্পর্কটা শুরু হয় যখন আমি তৃতীয় বারের মত মাথায় ব্যথা পেয়ে এখানে ভর্তি হই। তার ডিউটির সময় ছিল সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত তিনটা পর্যন্ত। এরপর সে আমার বাসায় চলে আসতো, আর আমি ঘুমিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত সময়টা...থাক, এসব কথা আপনাদের জানার দরকার নেই, তাই না? কিন্তু আমার আগের চারটা সম্পর্কের মতনই সারার সাথে আমার সম্পর্কটাও টিকলো না, কারণ প্রতিদিন শুধু আধাঘন্টার জন্যে যাকে পাওয়া যায় তার সাথে থাকাটা আসলে কষ্টকর। কিন্তু সম্পর্কটা ভেঙে গেলেও আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বটা কিন্তু অটুট আছে।

"নাহ, ডাকাতি না। খুন।"

একটা হাসি দিল সারা। "আচ্ছা, ভালো খবর হচ্ছে মাথার চোটটা সেরকম গুরুতর কিছু না, কিন্তু তেরটা সেলাই লেগেছে, তাই বেশ অসুবিধে হবে।"

"এই নিয়ে তো তাহলে একশোর ওপর সেলাই হয়ে গেল আমার। এর পরে যদি কখনও সেলাই লাগে তাহলে সেগুলো ফ্রিতেই করে দেয়া উচিৎ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।"

"সে দেখা যাবে," বলে আবার একটু হাসি দিল সে, যদিও সাথে সাথেই তার মুখ থেকে মুছে গেল সেই হাসি, যেন খারাপ কিছু একটা মনে পড়ে

BanglaBook.org

গেছে। "পুলিশ অফিসারদের জানাতে হবে, তুমি জেগে উঠেছো।"

আমি মাথা নাড়লাম।

আমার হাতে আল্‌তো করে একটা চাপ দিয়ে সে বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

রে আর ক্যাল আমার ঘরে এলো একটু পরই।

হাতকড়া পরানো হাতটা নেড়ে তাদের দেখালাম। "এটার মানে কি আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে?"

দু-জনেই মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"সরাসরি কাজের কথা বলি–আপনারা এতক্ষনে নিশ্চয়ই হেনরি বিনস কন্ডিশনটার সম্পর্কে সব কিছুই জেনে গেছেন। আর এটাও দেখেছেন, আপনাদের সামনেই আমি ঘুমিয়ে টলে পড়ে গেছি, আমার মাথাও ফেটে গেছে। এই হাসপাতালে এসে তো বুঝতেই পেরেছেন, জরুরি বিভাগে আমার ভর্তি হওয়াটা নতুন কিছু নয়।"

রে আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"তারপরও এটা আপনারা বিশ্বাস করছেন, আমিই ক্যালি ফ্রেইগকে খুন করেছি? প্রতিদিন যে একঘন্টা সময় পাই, ঐ অতটুকু সময়ের মধ্যেই?"

"ঐ একঘণ্টার মধ্যেই কিন্তু আপনার পক্ষে মেয়েটাকে খুন করা সম্ভব। এই সম্ভাবনাটা কোনভাবেই উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না, মি. বিনস। কারণ, এমন না যে, মেয়েটার বাড়ি আপনার নিজের বাড়ি থেকে খুব দূরে," রে বলল। "তাছাড়া, মেয়েটার পুরো বাড়ি জুড়ে আপনার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। আর আপনি এ পর্যন্ত যে কথাগুলো বলেছেন তার মধ্যে শুধু এই অদ্ভুত অসুখের ব্যাপারটা ছাড়া সবই মিথ্যে।"

আমার মনে চিন্তার ঝড় বইতে লাগলো।

"আমাকে একটা ফোনকল করতে হবে।"

"বাহ্, এত তাড়াতাড়ি আইনজীবির সাথে যোগাযোগ করতে চাও?" ক্যালের গলা শুনে মনে হল, সে মজা পেয়েছে আমার কথাটা শুনে।

"আসলে আমি আমার বাবাকে কল করতে চাই। না-হলে তিনি অনেক দুশ্চিন্তা করবেন।"

রে তার নিজের মোবাইলটা আমার হাতে গুজে দিয়ে ক্যালকে নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেল।

BanglaBook.org

বাবা যখন ফোনটা ওঠালেন, তার গলা শুনেই বোঝা গেল তিনি আসলেও দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন এতক্ষণ। আমার বাসায় তাস খেলতে এসে যখন দেখেন আমি নেই তখন আমার ফোনে কল করেছিলেন তিনি। সেটাও বন্ধ পাওয়াতে এরইমধ্যে হাসপাতালের দিকে রওনা হয়ে গেছেন।

"গাড়িটা ঘুরিয়ে আমার বাসায় ফিরে যান আবার।"

তিনি যখন আমার বাসায় পৌছালেন তখন তাকে বললাম কি করতে হবে।

ফোনটা কেটে দেয়ার আগে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাসার আশেপাশে কোন বিড়ালকে বসে থাকতে দেখেছেন কিনা।

না। কোন বিড়াল দেখা যায়নি।

বাবা যখন হাসপাতালে এসে পৌছালেন তখন একজন নার্স–সারা না, অন্য একজন–আমার মাথার ব্যান্ডেজ বদলায় দিচ্ছিল। বাবার পরনে একটা আর্মি জ্যাকেট আর প্যান্ট। গালে কয়েকদিনের শেভ না করা দাড়ি।

আমি তাকে ক্যাল আর রে'র সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। দু-জনেই এতক্ষণ আমার রুমে বসে উসখুস করছিল। আমি তাদের বলেছি বাবা এমন একটা প্রমাণ সাথে করে নিয়ে আসবেন, সেটা দিয়ে আমি প্রমাণ করতে পারব আমি নির্দোষ।

"এনেছেন জিনিসটা?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

তিনি তার পকেট থেকে গোলাপি রঙের স্যামসাং গ্যালাক্সি এস ফোর'টা বের করে আমার হাতে দিলেন। চার্জ নেই বলে ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছে।

"এটা আবার কি?" রে জানতে চাইলো।

"এটাই সেই ফোন যেটার কথা আমি বলেছিলাম। ঐ গাড়িটার নিচে খুঁজে পেয়েছিলাম। এবার প্রমাণ হল তো? আমি মিথ্যে কথা বলিনি।"

'কিন্তু আমরা তো ক্যালি ফ্রেইগের ফোনটা এরমধ্যেই উদ্ধার করেছি," ক্যাল বলল।

"হতে পারে, তার দুটো ফোন ছিল," রে শ্রাগ করে বলল।

আমি ফোনটা উঁচিয়ে ধরলাম, "এটার মালিক ক্যালি ফ্রেইগ না।"

BanglaBook.org

"তাহলে এটা কার ফোন?" রে অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

"প্রেসিডেন্টের।"

"প্রেসিডেন্ট?! মানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট?" বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যা।"

ক্যাল হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়েই যাচ্ছিল প্রায়। "এটাই তোমার প্রমাণ?" হাসির মাঝখানেই জিজ্ঞেস করল সে।

আমি ফোনটা রে'র হাতে দিয়ে বললাম, "এটা আসলেই তার ফোন।"

"প্রেসিডেন্টের কি নিজের কাছে মোবাইল রাখার অনুমতি আছে?" রে সন্দেহের সুরে জানতে চাইলো।

"অবশ্যই না," জবাব দিল ক্যাল।

"হ্যা, অনুমতি আছে।"

রে আর ক্যাল দু-জনেই ঘুরে আমার বাবার দিকে তাকালো।

"ওবামা এই সংশোধনিটা করেছিলেন। কারন তার নিজের ব্ল্যাকবেরি ফোনটা সবসময়ই নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি।"

"আসলেই?" এবার আমি বললাম। এ-ব্যাপারে কোন ধারণাই ছিল না আমার।

"হ্যা, তবে তারা কিছুটা মডিফাই করে দিয়েছিল ফোনটা নিরাপত্তার খাতিরে। তবে শেষ পর্যন্ত ওবামা তার ফোনটা নিজের কাছেই রাখার অনুমতি পেয়েছিলেন। আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কনর সুলিভানও তার মোবাইলফোন নিজের কাছে রাখেন," বাবা জানালেন আমাদেরকে।

"কিন্তু এটার রঙ তো গোলাপি! এটা কোনভাবেই প্রেসিডেন্টের ফোন হতে পারে না," ক্যাল বলল।

"ফোনটার রঙ কিন্তু গোলাপি নয়, শুধু বাইরের কেসিংটা গোলাপি। আর এটা কোন সাধারন গোলাপি কেসিং না, একটু ভালোমত দেখুন," আমি বললাম।

রে ফোনটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। "হুম, এটার উল্টোদিকে একটা ফিতা আঁকানো। এটা একটা সুজান বি. কোমেন কেসিং।"

BanglaBook.org

"ফার্স্ট লেডি," বাবা বললেন।

ফার্স্ট লেডির দুই বছর আগে স্তন ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল অসুখটা তখন। চিকিৎসার পর এখন সে কিছুটা সুস্থ।

ক্যাল একদম চুপ মেরে গেল।

রে নার্সদের ডাকার জন্যে যে বাটন আছে সেটা চাপ দিল। কিছুক্ষণ পর একজন নার্স ভেতরে ঢুকতেই রে তাকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে কারো কাছে স্যামসাংয়ের চার্জার হবে?"

"দেখতে হবে," এই বলে নার্স বের হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এসে একটা চার্জার দিয়ে গেল সে।

রে সাথে সাথে ফোনটা চার্জে লাগিয়ে পাওয়ার বাটনটা চেপে দিল। প্রায় দশ সেকেন্ড পর স্ক্রিনটা জ্বলে উঠলো।

"এটা লক্ করা," সবাইকে দেখিয়ে বলল রে।

"ওয়াশিংটন মনুমেন্ট," আমার বাবা বলে উঠলেন।

'কি?" ক্যাল জিজ্ঞেস করল।

"স্ক্রিন সেভার হিসেবে যে ছবিটা দেয়া আছে সেটার পেছনে ওয়াশিংটন মনুমেন্ট দেখা যাচ্ছে।"

আমার বাসা থেকে মনুমেন্টটা মাত্র ছয় মাইল দূরে। আমি আশা করছি, জায়গাটা কনর সুলিভানের খুব প্রিয়।

বাবার দিকে তাকালাম, কিন্তু তিনি মাথা নাড়লেন। প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে অনেক কিছু জানলেও এই ব্যাপারটা তার জানা নেই।

"যদি লকই করা থাকে তাহলে আর কি বালটা হবে?" ক্যাল বলল। "এটা বরং হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাই, সেখানে আমাদের টেকনিশিয়ানরা খুলে ফেলতে পারবে লকটা। একমাত্র তখনই আমরা জানতে পারব, এটা প্রেসিডেন্টের ফোন নাকি অন্য কারোর।"

"কয়টা অক্ষর লাগবে এটা খুলতে?" বাবা জিজ্ঞেস করল।

"চারটা," রে বলল জবাবে।

বাবা কী যেন একটা চিন্তা করলেন। "১৩ আর ৪৪ দিয়ে দেখুন তো," অবশেষে বললেন তিনি।

রে নম্বরগুলো টিপে দিতে দিতে বাবা ব্যাখা করতে লাগলেন :

"১৩ নম্বর জার্সি পরে প্রেসিডেন্ট তার ভার্সিটি ফুটবল দলে খেলতেন। আর তিনি হচ্ছেন আমেরিকার চুয়াল্লিশতম প্রেসিডেন্ট।"

BanglaBook.org

"না, কাজ করছে না," মাথা নেড়ে বলল রে।

"নম্বরগুলো উল্টিয়ে দেখুন তো," আমি বললাম তাকে।

"কি?"

"আগে ৪৪ এরপর ১৩।"

"চার-চার-এক-তিন," রে জোরে জোরে বলতে লাগল নম্বরগুলো টেপার সময়। তারপরই মুখটা হা হয়ে গেল তার। "হলি শিট!"

ক্যাল ছোঁ মেরে ফোনটা রে'র হাত থেকে নিয়ে নিল। স্ক্রিনের দিকে একবার দেখে চুপচাপ আবার ফোনটা রে'কে ফেরত দিয়ে দিল সে। রে আমাকে আর বাবাকে দু-জনকেই দেখাল স্ক্রিনে কি দেখা যাচ্ছে।

ওয়াশিংটন মনুমেন্টের জায়গায় এখন প্রেসিডেন্টের নিজের একটা ছবি ভেসে উঠেছে। তিনি তার বিখ্যাত ওভাল অফিসে বসে কাজ করছেন। ইন্টারনেটে এই ছবিটা লিক হয়ে গেলে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

রে কন্ট্যাক্ট লিস্টগুলো পড়তে লাগলো জোরে জোরে, "ভাইস প্রেসিডেন্ট, অর্থ সচিব, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, সিআইএ'র প্রধান–বাপ্‌রে। আর এই ছবিটা দেখো, প্রেসিডেন্টের একটা সেল্‌ফি। তার কুকুরেরও একটা ছবি আছে এখানে।"

এবার সে সরাসরি আমার দিকে তাকালো, "তার মানে আপনি সত্যি কথাই বলেছেন!"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"এবার কি আমার হাতকড়াটা খুলবেন দয়া করে, যাতে আমি বাসায় যেতে পারি?"

রে'র দিকে তাকিয়ে ক্যাল মাথা নেড়ে অনুমতি দিলে সে এসে হাতকড়াটা খুলে দিল।

"কটা বাজে এখন?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

BanglaBook.org

৮

চোখ বোজা অবস্থাতেই বুঝতে পারলাম ল্যাসি আমার মুখটা চেটে দিচ্ছে।

কিন্তু চোখ খুলে দেখি ল্যাসি না। আমার বাবার একশ ষাট পাউন্ড ওজনের ব্রিটিশ কুকুরটা।

মারডক।

না জানি কতক্ষন ধরে ব্যাটা আমার মুখ চেটে যাচ্ছে। শুধু তাই না, ব্যাটা মনে হয় এতক্ষণ আমার উপরই ঘুমিয়ে ছিল। কোমর থেকে নিচের অংশে কিছুই অনুভব করতে পারলাম না। মনে হচ্ছে যেন প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছি।

অক্ষত অবস্থাতে কি আর কোন দিন জেগে উঠতে পারবো না?

মারডককে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এরপর মাথার ব্যান্ডেজটা পাল্টে নতুন আরেকটা ব্যান্ডেজ লাগিয়ে যখন রান্নাঘরের টেবিলে গিয়ে বাবার পাশে বসলাম তখন বাজে তিনটা ছত্রিশ।

"এরকম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছ কেন তুমি?"

"আপনার গর্দভ কুকুরটা আমার পায়ের উপর ঘুমিয়ে ছিল।'

মারডক এসে বাবার কোলে মাথা তুলে দিল। "না-না, তুই গর্দভ না," বাবা ওটাকে আদর করতে করতে বললেন।

আসলেও ওটা গর্দভ না। কারন গর্দভ হতে হলে মাথায় একটু হলেও বুদ্ধি থাকতে হবে।

ফ্রিজটা খুলে দেখি ইসাবেল আবার নতুন করে স্যান্ডউইচ বানিয়ে রেখে গেছে। দুটো স্যান্ডউইচ আর একটা স্ট্রবেরি প্রোটিন শেক বের করে নিলাম। একটা টিনজাত মাছের ক্যান খুলে দরজার বাইরে রেখে দিলাম। বলা যায় না, যদি ল্যাসি ফিরে আসে।

স্যান্ডউইচগুলো খাওয়া শেষ করে ল্যাপটপের উপর ঝাপিয়ে পড়লাম।

বাবা তাসগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, "প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে কোন খবরই বের হয়নি। ও ব্যাপারে গুগল করে কিছুই খুঁজে পাবে না।"

BanglaBook.org

ল্যাপটপটা বন্ধ করে পাশে সরিয়ে রাখলাম।

"কতটুকু জানেন আপনি?"

"তুমি ঘুমিয়ে পড়ার পর ঐ মহিলা ডিটেক্টিভটা আমাকে সব কিছুই খুলে বলেছে," হেসে জবাব দিলেন তিনি। "দেখতে কিন্তু খারাপ না মেয়েটা।"

জবাবে আমিও হাসলাম, "আসলেও খারাপ না।"

আমি জানি তিনি আমার মুখ থেকে আবার সব কিছু শুনতে চাচ্ছেন। তাই গোড়া থেকে সবকিছুই তাকে খুলে বললাম। কিছুই বাদ দিলাম না।

"তো, বিড়ালটাকে তুমি বাসায় নিয়ে এসেছ?" একটা হাসি দিয়ে তিনি বললেন। "কিন্তু আমি তো জানতাম, বিড়াল তোমার পছন্দ না।"

"বিড়ালটাকে ওখানে রেখে আসতে কেমনজানি মায়া লাগছিল। তাছাড়া ও ব্যাটা নিজেকে একটা কুকুর বলে মনে করে। তাই অতটা সমস্যা হয়নি।"

আরো কিছুক্ষণ তাস খেলে তিনটা আটান্নর সময় একবার আলিঙ্গন করে তাকে বিদায় জনালাম। যাওয়ার আগে মারডক আরো একবার আমার মুখটা চেটে দিয়ে গেল।

গত কয়েকদিনের মধ্যে এই প্রথম একটু শান্তিতে ঘুমাতে গেলাম আমি।

3:08

পরদিন যখন রে'র নম্বরে ফোন করলাম তখন বাজে তিনটা আট।

দু-বার রিং হওয়ার পরে সে ফোন তুলেই বলল, "প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তিনি নাকি ফোনটা দু-দিন আগে হারিয়ে ফেলেছেন।"

"আর আপনারা এই কথা বিশ্বাস করেছেন?" আমি ফোনেই চিৎকার করে বললাম।

"অফিশিয়ালভাবে এটা জানানোও হয়েছে একটা রিপোর্টের মাধ্যমে। হোয়াইট হাউজে আমার একজন বন্ধু আছে, সে ঐ রিপোর্টটার একটা কপি আমাকে ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"ওটা তো সাজানোও হতে পারে?"

"হুম, তা পারে। কিন্তু সেটা প্রমাণ করা খুবই কঠিন হবে।"

"অন্তত ফোনটা থেকে আপনারা প্রেসিডেন্টের হাতের ছাপ তো পেয়েছেন?"

BanglaBook.org

"না, কোন ছাপ পাওয়া যায়নি। মনে হয় ওটা সে আগেই মুছে দিয়েছে। ঐ বাড়িটাতেও তার কোন আঙুলের ছাপও খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

"আর গাড়িটা? কোন ট্রাফিক ক্যামেরাতেই কি ফোর্ড ফোকাসটার কোন ছবি খুঁজে পাওয়া যায়নি?"

"না।"

"তাহলে আমাদের এখন কি করা উচিত?"

"আমাদের?!"

"না, মানে...আপনাদের। আপনারা এখন কি করবেন?"

"আসলে, কিছুই করার নেই। কারণ শুধুমাত্র ঐ ফোনটাকে কোনভাবেই প্রমাণ হিসেবে চালানো যাবে না। আর এই মুহূর্তে অন্য কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তাছাড়া ফোনটাও সিক্রেট সার্ভিসের লোক এসে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে।"

"সিরিয়াসলি?!"

"হ্যা," রে বলল। "শুধু তাই না, আমাদের পুলিশ ক্যাপ্টেনের সাথেও তারা যাওয়ার সময় কিছু কথা বলে গেছে। ক্যাপ্টেন আমাকে পুরোপুরি ধুয়ে দিয়েছেন এরপর। কেন আমি ওনাকে না জানিয়ে হোয়াইট হাউজে যোগাযোগ করেছি! যদি আমাদের কাছে এমন কোন ভিডিও-ও থাকতো যেটাতে প্রেসিডেন্ট মেয়েটার গলা টিপে ধরেছে তা-ও নাকি আমরা তার বালটাও ছিড়তে পারতাম না।"

"ক্যালের কি খবর? ও আপনার হয়ে কিছু বলেনি?"

"না।"

আমার মনে হচ্ছিল এই ব্যাপারে রে হয়ত আরো কিছু বলবে। কিন্তু সে আর কিছুই বলল না।

"তার মানে প্রেসিডেন্ট এভাবে পার পেয়ে যাবেন?"

"খুনের সাথে তার যোগসূত্রের দুটো প্রমাণ ছিল। আপনি আর ঐ ফোনটা। কিন্তু ফোনটা তো ইতিমধ্যেই হাতছাড়া হয়ে গেছে।"

"অন্য কোন না কোন সূত্র তো অবশ্যই আছে। আপনি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত, ক্যালি ফ্রেইগ কখনো হোয়াইট হাউজে চাকরি করেনি?"

"ক্যালি চার মাস আগে ওহাইও থেকে পাস করার পর এখানে এসেছিল। সে যদি ওহাইও'তে কোনভাবে প্রেসিডেন্টের সাথে তার দেখা করে থাকেও সেটা প্রমাণ করার কোন উপায় নেই।"

BanglaBook.org

"মেয়েটার পরিবার আর বন্ধুবান্ধবের কাছে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়।"

"এই পর্যন্ত না কোন পরিবারের সদস্যকে খুঁজে পাওয়া গেছে, না পাওয়া গেছে কোন বন্ধুকে।"

"কিন্তু ফোনের কল রেকর্ডটা তো আপনাদের কাছে আছে?"

"তা আছে, কিন্তু সেখানে দেখা গেছে কেবলমাত্র একটা নম্বরের সাথেই সে যোগাযোগ রাখতো। সেটাও এখন বন্ধ।"

"এই ব্যাপারটাতে খটকা লাগছে।"

"আসলেই। হয়ত এই নম্বরেই সে প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করতো। কিন্তু ফোন কোম্পানিও সেই নম্বরের ব্যাপারে বেশি কিছু জানাতে পারেনি। যদি আমরা আরো আগের তথ্য জানতে চাই, তাহলে ওয়ারেন্ট লাগবে। কিন্তু এরমধ্যেই যেরকম ঝাড়ি খেয়েছি বসের কাছ থেকে, ওরকম কিছু করার ইচ্ছে নেই আপাতত।"

"তার মানে প্রেসিডেন্ট বেঁচে যাবে?"

"অন্তত এখনকার জন্য সেটাই মনে হচ্ছে," একটু থেমে জবাব দিল রে।

আমি কলটা কেটে দিলাম।

তিন মিনিট পরে আলেক্সান্দ্রিয়ার রাস্তা ধরে দৌড়াতে লাগলাম। চেষ্টা করলাম ক্যালি ফ্রেইগ, কনর সুলিভান কিংবা হোয়াইট হাউজের ব্যাপারে সব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে। কিন্তু পারলাম না। ঘুরেফিরে ঐ একই জিনিস মাথায় ঘুরতে লাগলো।

আমি সহজে মেজাজ খারাপ করি না। কারণ রাগ পুষে রাখার মত সময় আমার কাছে নেই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভেতরে ভেতরে ফুসতে লাগলাম।

হঠাৎ করে একটা গাড়ি এসে আমার সামনে থেমে গেল। কয়েকজন লোক লাফিয়ে বের হয়ে আসলো দ্রুত।

আমি বামদিকে ঘুরে দৌড়ানো শুরু করলাম।

রে কি বলছিল আমার মনে পড়ে গেল–আমিই একমাত্র প্রমাণ যেটা প্রেসিডেন্টকে কেসটার সাথে জড়িয়ে রেখেছে।

যদি আমি না থাকি তাহলে আর কোনও প্রমাণও থাকবে না!

যে গাড়িটা আমাকে তাড়া করছে সেটা এখনো আমার থেকে দশ গজ দূরে। সোয়া মাইল দৌড়ানোর পরে আমি পটোম্যাক ব্রিজে পৌছে গেলাম। এখন দেখি অন্য দিক থেকেও একটা গাড়ি আসছে, পেছনেরটা তো

BanglaBook.org

আছেই। কিছুক্ষনের মধ্যেই দুটো গাড়ি আমার সামনে এসে থেমে যেতেই চারজন লোক লাফিয়ে নেমে এলো। কিছুই করার নেই আমার। ব্রিজ থেকে নিচে ঝাঁপ দিলাম।

পানি অনেক ঠাণ্ডা, কিন্তু এটা নদীর পানি না। একটা ড্রেইন পাইপের মুখে আমি। জানি নোংরা, কিন্তু কিছু করার নেই।

উপর থেকে পাইপের মুখটা দেখা যায় না। আমি আগেও একবার লাফ দিয়েছিলাম বলেই এটার কথা জানি। পাইপটা চার ফিটের মত চওড়া। আমি কোনোমতে মাথা নিচু করে বসে থাকলাম। ঘড়িতে বাজে এখন তিনটা ছেচল্লিশ।

দুই মিনিট পরে গাড়ির টায়ারের আওয়াজ শুনলাম। আমাকে যারা তাড়া করছিল তারা চলে যাচ্ছে।

যখন বাসার দিকে দৌড়ানো শুরু করলাম তখন আমার মাথায় দুটো চিন্তা। বাসায় পৌছাতে পারব তো সময়মত? আর হারামিগুলো যদি এখনো ঘাপটি মেরে থাকে?

আমি সাবধানে দৌড়াতে লাগলাম। যখন আমার বাসা থেকে এক মাইল দূরে তখন আর চার মিনিট বাকি। আমি উসাইন বোল্ট না যে এই সময়ের মধ্যে বাসায় পৌছাতে পারব।

আগামি তেইশ ঘন্টা নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারবো এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে তাড়াতাড়ি।

এমন একটা জায়গাই চিনি আমি।

একটা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টের ডাস্টবিনের ভেতর ঢুকে গেলাম। অর্ধেকও ভরেনি এখনো। তার মানে ময়লা ওঠানোর গাড়ি আসতে আরো অন্তত দু-দিন বাকি। ভালোমত কয়েকটা ব্যাগ দিয়ে নিজেকে ঢেকে দিলাম। ঘুমিয়ে পড়তে এক মিনিটও লাগলো না।

BanglaBook.org

৯

হঠাৎ হঠাৎ এমন হয় যে, আমি এক-দুই মিনিট আগেই ঘুম থেকে উঠে যাই। দুইটা আটান্ন কিংবা উনষাট। এমনকি একবার দুটো সাতান্নতেও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কেমন যেন অজানা একটা ভালো লাগায় মন ভরে ওঠে তখন। মনে হয় প্রতিটা মিনিট আমার জন্য এক একটা উপহার। মনে হতে থাকে এই বাড়তি সময় কিভাবে কাজে লাগাবে। একটু বেশি সময় ধরে গোসল করব? নাকি যে বইটা পড়ছিলাম সেটার কয়েক পাতা বেশি পড়ব? আবার ইউটিউবে ভিডিও-ও দেখা যায়।

আজকে দুইটা আটান্নর সময় ঘুম ভেঙে গেল। দুই মিনিট বাড়তি।

এরমধ্যে এক মিনিট গেল ডাস্টবিন থেকে বের হতে। আরো এক মিনিট ধরে নিজেকে পরিষ্কার করলাম। নুডলস, রুটির টুকরোগুলো চুল থেকে ঝেড়ে ফেললাম। দেখে যতটা খারাপই মনে হোক না কেন আমার অবস্থা, আমি কিন্তু খুশিই। কারণ এর থেকে ঢের বেশি খারাপ অবস্থায় থাকতে পারতাম আমি এখন। কালকের ঐ লোকগুলো আমাকে হয়ত এতক্ষনে খুনই করে ফেলতো কিংবা আমাকে ডাস্টবিনের ভেতর দেখে কেউ লাশ মনে করে ৯১১-এ কল করতে পারতো। কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি। বরং ভালোই হয়েছে ঘুমটা।

আমি আমার বাসার দিকে রওনা দিলাম। আরো দুই ব্লক দূরে ওটা। কিন্তু বলা যায় না কালকের গুন্ডাগুলো হয়ত আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাই খুব সাবধানে দেখেশুনে যখন বাসায় ঢুকলাম তখন বাজে তিনটা ছয়।

জানালার পর্দার পেছন থেকে বাইরে উঁকি দিলাম। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। কিন্তু কালকের লোকগুলো যারাই হোক না কেন মনে হয় না আমার পিছু এত সহজে ছেড়ে দেবে তারা। দরজাটা ভালোমত লক করে দিলাম। পরনের কাপড়গুলো একটা ব্যাগে ভরে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে গোসল করতে ঢুকে গেলাম বাথরুমে।

BanglaBook.org

ফ্রেশ হয়ে যখন কম্পিউটারটার সামনে বসলাম তখন বাজে তিনটা সতের।

প্রেসিডেন্টের গ্রেফতারের ব্যাপারে কোন খবর নেই। এই যাত্রায় ছাড়া পেয়ে গেছে সে। আর আমি যদি বেঁচে থাকতে চাই আমারও উচিত হবে না ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামানো।

আমার স্টকগুলো চেক করলাম–বেশিরভাগেরই দর পড়ে গেছে। প্রায় চল্লিশ হাজার ডলার ক্ষতি হয়েছে শেষ দু-দিনে। বাকি শেয়ারগুলো সময় থাকতেই বিক্রি করে দিলাম।

এরপর *গেম অব থ্রোন্স* দেখার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু পর্দায় কি হচ্ছে তাতে কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারলাম না। আমার মাথায় এখনো কালকের কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনটা বিয়াল্লিশের সময় হাল ছেড়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। জীবনে এই প্রথম বোধহয় নিজে থেকেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

3:06

এর পরের কয়েকদিন খুবই একঘেয়েমির মধ্যে দিয়ে গেল। যেহেতু আমি ঠিক করেছি বাইরে আর বের হবনা দৌড়ানোর জন্যে তাই বাসার ট্রেডমিলটাতেই দৌড়াই এখন। ট্রেডমিলটা বেশ আধুনিক। দৌড়ানোর সময় সামনের স্ক্রিনে নিজের পছন্দের জায়গাটা ঠিক করে নেয়া যায়। পরশুদিনই কিনেছি। হোম ডেলিভারি দিয়ে গেছে বাসায়। ইসাবেল ছিল ডেলিভারি নেয়ার সময় এখানে।

বাইরে যাওয়ার কোন দরকারই নাই এখন, তাই না?

ট্রেডমিলে দৌড়ানোর পঞ্চম দিন। স্ক্রিনটাতে ওয়াশিংটন ডিসি সেট করে নিয়েছি। কিন্তু যখন সেটাতে হোয়াইট হাউজের ছবি ভেসে উঠলো সাথে সাথে বন্ধ করে দিলাম।

২.৪৩ মাইল দৌড়েছি। ঠিক এই সময় একটা মৃদু আওয়াজ শুনলাম। দরজার দিকে চোখ চলে গেল। কিন্তু সেটার ছিটকানিটা ঠিকমতই লাগানো। আবার দৌড়ানো শুরু করলাম। কিন্তু একটু পরই শুনলাম শব্দটা।

ট্রেডমিল থেকে নেমে পা টিপে টিপে দরজার সামনে গেলাম। পিপহোল দিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম আমি। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

আমি কি উল্টাপাল্টা শব্দ কল্পনা করছি নাকি?

ঘুরে ট্রেডমিলটার দিকে এগোতেই আবার হল আওয়াজটা। আবার বাইরে তাকালাম পিপহোল দিয়ে। এবারও কিছু দেখলাম না।

খুব সাবধানে আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে দিলাম।

মিয়াও।

"ল্যাসিইইইইইই!"

ব্যাটা লাফিয়ে আমার কোলে উঠে গেল।

ওকে ভালোমত আদর করতে গিয়েই চমকে গেলাম। "কিরে, একি অবস্থা হয়েছে তোর?" পুরো রক্তাক্ত ল্যাসির শরীর। পেটের কাছে কেটে গেছে, কানে কামড়ের দাগ। আর একটা চোখ ফুলে বন্ধই হয়ে গেছে প্রায়। কিন্তু ব্যাটার মুখ দেখে মনে হল যেন বলতে চাইছে–*ঐ পাঁচজনের অবস্থা আরো খারাপ করে দিয়েছি আমি, হে হে।*

সাবধানে টেবিলটার উপর রেখে একটা পাতলা কাপড় দিয়ে ওর গাটা মুছে দিলাম। গায়ে হাত দেয়ার সাথেই বেচারা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু সহ্য করে গেল শেষ পর্যন্ত।

ওকে দেখে এতোই খুশি হয়ে গিয়েছিলাম যে, তখন খেয়ালই করিনি ব্যাটার গা থেকে একটা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। "কীসের সাথে মারামারি করেছিস রে তুই, কোন বেজির সাথে?"

মিয়াও।

ওর লেজটার কাছে দেখি দুটো গাছের কাঁটা বিঁধে আছে। সাবধানে কাঁটা দুটো বের করে দিলাম।

"কাঁটাগাছের সাথে মারামারি করতে গেছিলি কেন আবার?"

মিয়াও।

আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। আলতো করে আদর করে দিলাম ওকে। কিন্তু এতেও কেমন জানি কেঁপে উঠলো ওটা।

একটা টুনা মাছের ক্যান খুলে খাইয়ে দিলাম ওকে। এরপর সাবধানে গরম পানি দিয়ে গোসল করিয়ে গা থেকে শুকনো রক্তগুলো মুছে দিলাম। চোখটা খুলে রাখতেও অসুবিধা হচ্ছিল ওর। "আর একটু সহ্য কর, ঠিক হয়ে যাবি।"

এরপর নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম ওকে। একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল ব্যাটা।

BanglaBook.org

3:01

"ল্যাসি...এই ল্যাসি।"

চোখটা আস্তে করে খুলে গেল একবার, কিন্তু নড়ল না একটুও।

এখন বাজে তিনটা তিন।

আস্তে করে ঘুরিয়ে দিলাম ওকে। পেটের কাটা জায়গাটা ফুলে লাল হয়ে গেছে বেচারার। হাত দিতেই চমকে উঠলো।

"ঠিক আছিস?"

কোন আওয়াজই করল না। নাহ, ঠিক নেই বেচারা।

"আহারে! দাঁড়া, তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।"

মিয়াও।

চোখে পানি চলে আসল আমার কেন জানি। একটা বিড়ালের এতটা খারাপ লাগার কি আছে? নিজেকেই বললাম। তাড়াতাড়ি ফোনটা নিয়ে আশেপাশের জরুরি পশু ডাক্তারের ঠিকানাটা খুঁজে বের করলাম। বেশি দূরে নয় জায়গাটা। দৌড়াতে গিয়ে একবার দেখেছি আগে।

কোন ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকলেও একটা ভেসপা আছে আমার। যদিও খুব কমই ব্যবহার করি সেটা।

ল্যাসিকে কোলে নিয়ে আর পিঠে একটা ব্যাগ নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম। ঐ রাতের পর এই প্রথম বাসা থেকে বের হলাম আমি। চারদিকে ভালোমত নজর বুলালাম একবার। নাহ কেউ নেই।

ল্যাসিকে ব্যাগে ভরে নিয়ে ভেসপাতে উঠে পড়লাম।

"দশ মিনিট লাগবে রে।"

কিন্তু সাত মিনিটেই পৌছে গেলাম আমি। ওকে কোলে করে নিয়ে আলেক্সান্দ্রিয়া পশু হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ঢুকে গেলাম।

এই সময়ে ওখানে কেউ নেই আমরা ছাড়া। কিছু কাগজপত্রে সই করার পরে ডাক্তারের সাথে দেখা করলাম।

এখন বাজে তিনটা বিশ।

"তো, সমস্যাটা কি?" পশু ডাক্তার জিজ্ঞেস করল। কথা শুনে মনে হল লোকটা অস্ট্রেলিয়ান।

BanglaBook.org

"প্রায় এক সপ্তাহের মত উধাও ছিল ও, কাল রাতে এরকম মার খেয়ে ফিরে এসেছে। আমার মনে হয় একটা বেজি আর কাঁটা গাছের সাথে লেগে গিয়েছিল ওর।"

"তাই নাকি?" ডাক্তার হেসে জিজ্ঞেস করল ওকে। "আয়, দেখি কি হয়েছে তোর।"

ল্যাসি ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো। "ঠিক আছে, কিছু করবে না তোকে," আশ্বস্ত করলাম আমি ওকে।

ডাক্তার ওকে ঘুরিয়ে দিয়ে পেটের কাছের ক্ষতটা ঠিকমতো পরীক্ষা করতে লাগলো। "বেশ ভাগ্যবানই বলতে হবে আপনার বিড়ালটাকে। পেটের এই জায়গাটা বেশ নাজুক। ক্ষতটা আরো গভীর হলেই খারাপ কিছু একটা হয়ে যেতে পারত।"

ল্যাসির পেটে একটা চাপ দিলো সে। আমি ভেবেছিলাম ব্যথায় ককিয়ে উঠবে ওটা। কিন্তু আমার ধারণা মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়ে চুপই থাকলো। তবে আরেকটু উপরে পাঁজরের কাছে যখন চাপ দিলো ডাক্তার, আস্তে করে ডেকে উঠলো ল্যাসি। ডাকটা শুনেই মনে হল ওর খুব ব্যথা করছে।

আমার পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। মনে হচ্ছে ডাক্তার বোধহয় এখনই বলবে, ভেতরে রক্তক্ষরণ হয়েছে ওর। আর বাঁচানো যাবে না ওকে। কিন্তু আরো একটু দেখার পর ডাক্তার বলল, পাঁজরের কাছটায় একটু ছিলে গেছে, আর পেটের কাঁটাটাই ভোগাচ্ছে ওকে। কিন্তু গুরুতর কিছু হয়নি। একটা প্রেসক্রিপশনে কিছু ব্যথার ওষুধ আর একটা মলমের নাম লিখে দিলেন তিনি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

"শুনেছিস, সে-রকম কিছুই হয়নি তোর। খালি একটু কেটে ছিলে গেছে।"

মিয়াও।

"দু-দিনের মধ্যেই আবার দৌড়া দৌড়ি করতে পারবে ও।"

"ধন্যবাদ, ডাক্তারসাহেব।"

এ সময় এক সপ্তাহ আগের একটা জিনিস মনে পড়ে গেল আমার।

"আচ্ছা, ওকে দেখার সময় দেখলাম ওর কাঁধের কাছটা একটু ফুলে আছে, সেটা কি খেয়াল করেছেন?" ডাক্তারকে বললাম আমি।

BanglaBook.org

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে না করে দিলে আমি তার হাতটা নিয়ে ল্যাসির ডান কাঁধের ফোলা জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম।

আমি অপেক্ষা করছিলাম, উনি হয়ত বলে উঠবেন, এটা ক্যান্সারের লক্ষণ।

"মাইক্রোচিপ।"

"কি?"

"একটা মাইক্রোচিপ। মাঝে মাঝে এটা ঘাড়ের পেছনেও লাগায়।"

আমাকে বিভ্রান্ত অবস্থায় দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি ওর গায়ে মাইক্রোচিপ লাগিয়ে দেননি?"

"নাহ। আমি ওকে কিছুদিন আগে রাস্তায় খুঁজে পাই। কোন নেম ট্যাগ ছিল না ওর।"

"যাই হোক, ওর আগের মালিক বোধহয় এটা লাগানোর ব্যবস্থা করেছিল।"

আমার মাথায় চিন্তার ঝড় বইতে লাগলো।

"আপনি কি একটু দেখতে পারবেন, ওর আসল মালিকের নাম কি? দেখা যাবে না এটা? তাহলে হয়ত ওকে ফেরত দিয়ে আসতে পারতাম।"

"অবশ্যই, কেন পারবো না?" এই বলে ডাক্তার একটা স্ক্যানার বের করে কম্পিউটারের সাথে লাগিয়ে স্ক্যানারটা ল্যাসির কাঁধের উপর ধরলো। সাথে সাথে ব্লিপ করে উঠলো সেটা। একটা ছোট কার্ডের উল্টোদিকে মালিকের নাম আর ফোন নম্বরটা লিখে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

নামটা পড়ে খুব কষ্ট করে মুখটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম।

3:00

BanglaBook.org

যখন আমরা বাসায় ফিরে আসলাম তখন বাজে তিনটা ছেচল্লিশ।

একটা আঙুরের ভেতর ছোট দুটো ব্যথার ওষুধ পুরে ল্যাসিকে খাইয়ে দিয়ে মলমটা ওর কাটা জায়গাটাগুলোতে লাগিয়ে দিলাম। এরপর ওকে আর ল্যাপটপটা সাথে নিয়ে বিছানায় উঠে গেলাম আমি।

ডাক্তার আমাকে যে কার্ডটা দিয়েছে সেটা বের করলাম।

জেসিকা রেনয়। নিচে রিচমন্ডের একটা ঠিকানা লেখা।

'জেসিকা রেনয় আর কনর সুলিভান' লিখে গুগলে সার্চ দিলাম। সাথে সাথে বেশ কয়েকটা লিঙ্ক চলে আসলো।

একটা ছবিতে ক্লিক করলাম।

বিংগো!

জেসিকা আর তৎকালীন ভার্জিনিয়ার গভর্নর কনর সুলিভানের একটা ছবি ভেসে উঠলো।

জেসিকা রেনয়ই আমাদের ক্যালি ফ্রেইগ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১০

আসলে জোড়া খুন হয়েছে। বারো রাত আগে মারা গেছে ক্যালি ফ্রেইগ, কিন্তু একই সাথে খুন হয়েছে জেসিকা রেনয়ও। কারণ দু-জন একই মানুষ।

এখন বাজে তিনটা সাত।

আমি আর ল্যাসি দু-জনেই আমার বিছানায়। ওকে আরেকবার পেইনকিলার খাইয়ে দেয়ার পর ব্যাটা এখন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। ওর পেটের ক্ষতটা এই একদিনেই বেশ ভালো হয়ে গেছে। আর সে যে এখন কিছুটা ভালো বোধ করছে এটা সে আমার মুখ কয়েকবার চেটে বুঝিয়ে দিয়েছে একটু আগে।

গত দুই মিনিট ধরে আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে জেসিকা রেনয় আর কনর সুলিভানের ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছি। নিচে লেখা আছে জেসিকা রেনয় কনর সুলিভানের গভর্নর ক্যাম্পেইনের সময় তার অফিসেই ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করত। এটা প্রায় ছয় বছর আগে তোলা ছবি।

পাশেই আরেকটা ছবিতে প্রায় পনেরজন মানুষ একই ধরণের সাদা টিশার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। টিশার্টের সামনের দিকে লেখা : THE MAN WITH THE PLAN।

দেখে হাসিই পেল। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় কনর সুলিভানের এই শ্লোগান বদলে হয়ে গিয়েছিল "I Have a plan for this great Nation।" কিন্তু যতটাই ব্যঙ্গ করি না কেন, তাকে কিছুটা কৃতিত্ব অবশ্যই দিতে হবে। কারণ সে আসার পরপরই অর্থনৈতিক দিক থেকে আমেরিকা আগের থেকেও শক্তিশালি হয়ে উঠেছে। আর বেকারত্বের হার গত এক যুগের মধ্যে সবচাইতে কম এখন। মধ্যপ্রাচ্য থেকেও সব সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে।

পনেরজনের মধ্যে জেসিকা রেনয় আর প্রেসিডেন্ট একদম সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে। জেসিকার আত্মবিশ্বাসি ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে মোটেও বিচলিত নয় সে এত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষের পাশাপাশি দাঁড়াতে

BanglaBook.org

পেরে। যদিও তখন কেবল সদ্য হাইস্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে সে।

প্রেসিডেন্টের একটা হাত জেসিকার কাঁধের উপর। কিন্তু সেটা দেখে অস্বাভাবিক কিছু মনে হল না। অন্য ১৩জন ভলান্টিয়ারের মধ্যে যে কেউ জেসিকার জায়গায় দাঁড়াতে পারত।

বাকি ৪৫ মিনিট আমি জেসিকা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে নিতে কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু খুব কম তথ্যই খুঁজে পেলাম।

3:06

পরের দিন ঘুম থেকে ওঠার প্রায় দশ মিনিট পরে মোবাইলটা হাতে নিলাম। রে'কে কল দিতে গিয়েও কি মনে করে যেন আর দিলাম না। ওর সাথে কথা বলার আগে জেসিকার সম্পর্কে আরো তথ্য দরকার আমার।

নেটে একটা ওয়েবসাইটে ঢুকলাম যেখানে এন্ট্রি দিলে ওরা ঐ ব্যক্তির অতীত সম্পর্কে সব তথ্য খুঁজে বের করে দেবে। ওখানে জেসিকার নাম আর ওর ছয় বছর আগের ঠিকানাটা দিয়ে দিলাম। এরপর ক্রেডিট কার্ড থেকে ২০০ ডলার ট্রান্সফার করে দিতে হল ওদের অ্যাকাউন্টে।

"তাহলে আমাদের এখন একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে, কি বলিস?" ল্যাসিকে বললাম। সে এখন চেটে চেটে তার নাস্তা খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। প্রায় ভালো হয়ে গেছে।

মিয়াও।

"অবশ্যই এটাতে তোর কিছু আসে যায়! কারণ এই মেয়েটাই তোর আগের মালিক ছিল!"

মিয়াও।

"হ্যা, আমি জানি আমার সাথে তুই খুব ভালোই আছিস। তাও।"

মিয়াও

"ক্যান্ডি খাবি? কোন ক্যান্ডি?"

মিয়াও।

"কিটক্যাট ক্যান্ডি না, ব্যাটা।"

মিয়াও।

"হ্যা, নামের শেষে ক্যাট আছে ঠিকই। আচ্ছা, দেখি।"

BanglaBook.org

আরো কিছুক্ষন এই ব্যাপারে যুক্তিতর্ক করে আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম আর সে গেল বারান্দার কোণায় তার কাজ সারতে।

বাইরে বেশ বাতাস। নাহ, আজ অবশ্যই বাইরে দৌড়াতে যাবো। গুন্ডাগুলো জাহান্নামের চুলোয় যাক।

টেবিলের উপর একটা বাদামি রঙের প্যাকেজ রাখা। অ্যামাজন থেকে কালকেই ডেলিভারি দিয়ে গেছে। খোলা হয়নি এখনো।

খুলে ভেতরের জিনিসটা বের করলাম। একটা ইলেক্ট্রিক টেসার। সবচেয়ে শক্তিশালি মডেলের।

ল্যাসিকে ওটা দেখিয়ে শাসালাম, "এরপর যদি কার্পেট নষ্ট করেছিস তো একেবারে ৪০০০ ভোল্টের শক খাবি।"

একটা হুডি গায়ে চাপিয়ে আর দৌড়ানোর জুতোটা পরে দরজা খুললাম। ল্যাসি তার মাথা একটু বের করল শুধু, তারপর বাইরে একবার নজর বুলিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো চুপচাপ। আমি আগের ঘটনা ভুলতে পারলেও ও বেচারা এখনো শকের মধ্যেই রয়ে গেছে।

"তোকেও একটা টেসার কিনে দিতে হবে।"

মিয়াও।

"না, ছুরি দেয়া যাবে না।"

মিয়াও।

"আচ্ছা, বাইরে থেকে এসে এ ব্যাপারে কথা বলব তোর সাথে।"

গত এক সপ্তাহ ট্রেডমিলে দৌড়ানোর পর এখন মুক্ত বাতাসে দৌড়াতে পেরে অন্যরকম ভালো লাগছে। বুক ভরে শ্বাস নিলাম।

এবার পালানোর পথগুলো আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি। বলা যায় না, যদি হঠাৎ দরকার পড়ে।

চারদিকে নজর রেখে দৌড়াতে লাগলাম। কেউ নেই। টেসারটা আমার ডানপকেটের সাথে ঝোলানো।

আমি চেষ্টা করছি মেয়েটা সম্পর্কে না ভাবতে, কিন্তু কোনভাবেই মাথা থেকে তাকে বের করতে পারছি না। না, আমি জেসিকা রেনয় বা ক্যালি ফ্রেইগের কথা বলছি না। ডিটেক্টিভ রে'র কথা বলছি। ওর ঐ আকর্ষণীয় চাহনি, লম্বা চুল, কিছুই ভোলার মত নয়। আর আমাকে জেরা করার সময় ওর মুখে যে হাসিটা ফুটে উঠেছিল না! একদম বুকের ভেতরে গিয়ে লেগেছে।

BanglaBook.org

ওর সম্পর্কেই ভাবছি এমন সময় সামনে একজোড়া হেডলাইট দেখতে পেলাম।

পালাতে হবে!

আমি ডানদিকের রাস্তাটায় ঢুকে পড়লাম। আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি কোন দিক দিয়ে পালাবো।

রাস্তায় পানি জমে ছিল। লাফ দিয়ে সেটুকু পার হয়ে সামার পার্কে ঢুকে পড়লাম।

আমার বামদিকে টেনিস কোর্টগুলো। দুটো কোর্টের চারদিকে প্রায় আঠারো ফিট লম্বা নেটের বেড়া দেয়া। বেড়াগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। একটু পরেই বেড়াটা ডিঙাতে শুরু করলাম। পেছনে ঘুরে দেখি তিনজন লোক আমার পিছু নিয়ে কোর্টে ঢুকে পড়েছে। তিনজনের পরনেই কালো রঙের স্যুট। এখনো গোলাগুলি শুরু করেনি কেন কে জানে!

কোনমতে বেড়াটার একদম উপরে উঠে লাফিয়ে অন্যপাশে নেমে পড়লাম।

লোকগুলোও বেড়া বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল। ওরা যখন একদম উপরে তখন কাজটা করলাম।

"কি খবর?" কোন উত্তর এলো না।

টেসারটা নেটের বেড়ার গায়ে লাগিয়ে বাটনটা টিপে দিলাম।

তিনজনই ঝাঁকি খেয়ে তিনটা কাটা বস্তার মত পড়ে গেল বেড়া থেকে।

আমি দৌড়ানোর জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম।

"যেখানে আছো সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো।"

বন্দুকের নলটা আমার বুকের দিকে তাক্ করা।

"টেসারটা ফেলে দাও হাত থেকে।"

তা-ই করলাম।

"তোমরা ঠিক আছো?" অন্য তিনজনকে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

"শূয়োরের বাচ্চাটা কারেন্ট লাগায় দিসে বেড়াটার গায়ে।"

লোকটা মাটি থেকে টেসারটা তুলে নিয়ে আমার গায়ে চেপে ধরল।

এরপর সবকিছু অন্ধকার।

BanglaBook.org

একটা গাড়ির ভেতরে আমি এখন।

“ঠিক আছেন আপনি?”

সবকিছু ঘোলা ঘোলা দেখছি। “কটা বাজে এখন?” জিজ্ঞেস করলাম।

“তিনটা পঁয়ত্রিশ। চিন্তা করবেন না, চারটা বাজার আগেই আপনি আপনার বাসায় ফিরে যাবেন।”

এবার গলাটা শুনে চমকে উঠলাম। কিন্তু চেহারাটা এখনো স্পষ্ট দেখতে পারছি না।

“হেনরি বিনস,” আবার বলে উঠলো গলাটা।

এবার দৃষ্টি একটু পরিস্কার হয়ে আসলো।

“মি. প্রেসিডেন্ট!”

গাড়ির মৃদু আলোতে কনর সুলিভানের চেহারাটা একদম ঐ রাতের মতোই লাগছে।

তার পরনে এখন একটা জিন্সের প্যান্ট আর ডে'টন ইউনিভার্সিটির একটা সোয়েটার। দেখতে একদমই সাধারণ লাগছে তাকে। কিন্তু মোটেও সাধারণ কেউ নয় তিনি। এই মুহূর্তে তার চেয়ে ক্ষমতাধর লোক খুব কমই আছে এই পৃথিবীতে।

“আমার লোকদের পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনার কোন ক্ষতি করতে চায়নি ওরা।”

বুকের উপর লাল হয়ে জায়গাটাতে একবার হাত বুলিয়ে মাথা নাড়লাম।

“আমি জানি আপনার কাছে সময়ের মূল্য অন্যরকম, তাই সরাসরি কাজের কথায় আসি। আপনাকে জানালাটা দিয়ে সেদিন দেখেই বুঝেছিলাম যে কোন না কোন ঝামেলা পাকাবেন।”

তার সাথে চোখাচোখি হতেই আরেকবার সেই রাতের কথা মনে পড়ে গেল। *আর ঝামেলা পাকায় যারা তাদের শেষ পরিণতি হয় ক্যালি ফ্রেইগের মত*, মনে মনে বললাম।

“আমি মেয়েটাকে খুন করিনি,” ঠান্ডা গলায় বললো সে।

এর চেয়ে যদি বলতো, সে আকাশে উড়তে পারে সেটা হয়ত আরো বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হতো আমার কাছে।

BanglaBook.org

আমি আস্তে করে হেসে উঠলাম।

"আপনাকে দোষ দিচ্ছি না আমি," মাথা নাড়তে নাড়তে বললো। "আপনার জায়গায় আমি হলেও ভাবতাম, খুনটা আমিই করেছি। সেই রাতে মেয়েটার চিৎকার, এরপরেই আমাকে দরজা দিয়ে বের হতে দেখা, তার পর আমার মোবাইলফোনটাও পেয়েছেন আপনি। এতক্ষনে নিশ্চয়ই এটাও খুঁজে বের করেছেন, মেয়েটার নাম জেসিকা রেনয়, আমার সাথে তার আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল।"

আমি খুব কষ্ট করে মুখটা স্বাভাবিক রাখলাম। আমার বাড়ির দিকে নিশ্চয়ই নজর রেখেছিল ওরা।

"জেসিকা রেনয়ের সাথে আমার পরিচয় হয় আজ থেকে ছয় বছর আগে। আমার ইলেকশন ক্যাম্পেইনে ভলান্টিয়ার হিসেবে যোগ দিয়েছিল মেয়েটা। প্রথম যখন রুমে ঢোকে মেয়েটা, আঠার থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সি সব পুরুষ মানুষের মাথা ঘুরে গিয়েছিল ওর দিকে।"

"আর ওর সাথে শুতে কত দিন লেগেছিল আপনার?"

"বেশিদিন না। ক্যাম্পেইনের একমাসের মাথাতেই হবে। একটা হোটেলে উঠেছিলাম আমরা সবাই। এক রাতে মেয়েটা নিজে থেকেই আমার রুমে চলে আসে। আমিও না করতে পারিনি।"

"আপনাকে দেখে অবশ্য মনে হয় না আপনি এরকম প্লেবয়," আমি বললাম।

"গর্ব করার মত কিছু নয় এটা," অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিলো সে। কিছুটা দুঃখিত বলে মনে হল তাকে।

"আর ছয় বছর ধরে আপনি এই সম্পর্কটা চালিয়ে গেছেন।"

"না, ঐ একবারই ঘটেছিল।"

আমাকে নিশ্চয়ই খুব বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে।

"মেয়েটা ঐ রাতের ঘটনা গোপনে ভিডিও করেছিল। পরের দিন আমার কাছে এসে দশ লাখ ডলার দাবি করে সে।"

আমি ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকালাম।

"টাকাটা দিয়ে দিয়েছিলাম তাকে। এরপরের দিনই টাকাটা নিয়ে উধাও হয়ে যায় সে।"

"ও চাইতেই টাকাটা দিয়ে দিয়েছিলেন?"

BanglaBook.org

"এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। ভিডিওটা ছড়িয়ে গেলে আমি শেষ হয়ে যেতাম। সে হাসিমুখে টাকাটা নিয়ে চলে গিয়েছিল। এরপর ছয় বছর আর তার কোন খবর আমার জানা ছিল না। এক মাস আগে একটা ইমেইল পাই ওর কাছ থেকে। আরো টাকা দাবি করে সে।"

"এবারও দিয়েছিলেন টাকাটা?"

"হ্যা, দুই সপ্তাহ আগে।"

ওর মুখ দেখে মনে হল না মিথ্যা কথা বলছে। কিন্তু ক্যালি ফ্রেইগ/জেসিকা রেনয় যদি তাকে ব্ল্যাকমেইল করেই থাকে তাহলে সেটা তো মেয়েটাকে খুন করার পেছনে এক নম্বর কারন হিসেবেই বিবেচিত হবে।

"আমি জানি আপনি ভাবছেন, মেয়েটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়ার কথাটাই আমি চিন্তা করব। কারণ আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় হুমকি হল সে। আর সত্যি কথা বলতে চিন্তাটা যে আমার মাথায় একদমই উঁকি দেয়নি তা নয়। কিন্তু ছয় বছর আগে সে যখন টাকাটা নিয়ে গায়েব হয়ে গেল তখন আমি ভাবতেই পারিনি সে আবার আমার কাছে টাকা চাইবে। ততদিনে আমি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছি, তাই ভিডিওটা ছড়িয়ে গেলেও পরিস্থিতি সামাল দেয়া আমার জন্যে কষ্টকর হতো না।"

"আচ্ছা, ধরে নিলাম সত্যি কথাই বলছেন, কিন্তু ঐ রাতের ঘটনাটার কি ব্যাখ্যা দেবেন আপনি? আমাকে শুরু থেকে খুলে বলবেন কি? হোয়াইট হাউজ থেকে ঐ গাড়িটা নিয়ে কিভাবে বের হলেন সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে?"

"আহ্! প্রায় তিন বছর পরে নিজে ড্রাইভ করেছিলাম সে রাতে," হেসে উত্তর দিল সে।

কোন প্রতিক্রিয়া দেখালাম না। আমি একজন সম্ভাব্য খুনির সামনে বসে আছি। আর সে গাড়ি চালিয়ে মজা পাক না পাক তাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না।

"আমার লোকদের বলেছিলাম আমি নিজে একবার ড্রাইভ করতে বের হতে চাই। কিন্তু এটার কোন অফিশিয়াল রেকর্ড থাকবে না। রেড, যে তোমাকে টেসার দিয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিল, সে-ই সবকিছুর বন্দোবস্ত করে। কিন্তু তার শর্ত ছিল, সে-ও আমার সাথে আসবে। লুকিয়ে আমাকে বের করে গাড়িতে তুলে দেয় সে। কিন্তু পাঁচ মাইল যাওয়ার পর আমি গাড়ি থামিয়ে তাকে নেমে যেতে বলি। সিক্রেট সার্ভিসের অন্য কেউ হলে হয়ত

BanglaBook.org

আমাকে একা ছেড়ে দিত না কিন্তু রেড আর আমি একে অন্যকে কলেজের সময় থেকে চিনি। একসাথে ফুটবলও খেলেছি আমরা। ভাইয়ের মতনই দেখি আমি ওকে। কিছু না বলে নেমে গিয়েছিল সে। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম, এক ঘন্টা পরই ওকে পিক করব। তারপরই টাকাটা নিয়ে জেসিকার বাসায় যাই। আমি জানতামও না ও নিজের নাম বদলে ক্যালি ক্রেইগ রেখেছে এখন।

"আমি ওকে টাকাটা দিয়ে দেই। এবার বিশ লাখ চেয়েছিল সে। টাকাটা নেয়ার পর সে আমাকে চুমু খাওয়ার জন্যে এগিয়ে আসে কিন্তু আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেই, আর তখনই চিৎকার করে ওঠে ও। মুখটা চেপে ধরে চুপ করতে বলি ওকে, এরপরই সেখান থেকে বের হয়ে যাই।"

"আপনার ফোনটা?"

"আমি ভেবেছিলাম এবার টাকা লেনদেন করার সময় গোপনে পুরো কথোপকথনটা রেকর্ড করে রাখব। কিন্তু জেসিকা অনেক চালাক মেয়ে, ও ধরে ফেলেছিল ব্যাপারটা। ফোনটাও রেখে দিয়েছিল ও।"

"তো, আপনি বলতে চাচ্ছেন এরপর আপনি চলে গেলেন আর অন্য কেউ এসে ওকে গলা টিপে মেরে রেখে গেছে?"

"হ্যা। কাজটা যে-ই করে থাকুক, সাথে করে বিশ লাখ ডলারও নিয়ে গেছে।"

তিনটা পঞ্চাশের সময় প্রেসিডেন্ট আমাকে আমার বাসা থেকে পাঁচ ব্লক দূরে নামিয়ে দিলেন।

"তো, আপনি খুন না করলে কে খুন করল মেয়েটাকে?" দরজা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলাম।

মাথাটা এদিক ওদিক নাড়লেন কেবল তিনি। এই প্রশ্নটার উত্তর নেই তার কাছেও।

BanglaBook.org

১১

ক্লেমেনরা তাদের আগের বাসায় ফেরত এসেছে কিনা তা বুঝতে পারছি না এ মুহূর্তে। কিন্তু সেটা আরেকটু পরেই বোঝা যাবে।

পাশের বাগান থেকে একটা ভারি পাথর হাতে তুলে নিলাম। ভালোই ওজন হবে পাথরটার, মনে হচ্ছে কাজে দেবে। আমার প্ল্যান হল ভারি পাথরটা দিয়ে আঘাত করে কাঁচের দরজাটার বাইরে যে তালাটা লাগানো আছে সেটা ভেঙে ফেলা। বারি দেয়ার জন্যে পাথরটা মাথার উপর তুললাম।

মিয়াও।

নিচের দিকে তাকালাম। আমার এই অভিযানে ল্যাসিকে সাথে করে নিয়ে এসেছি এই আশায়, ও হয়ত গন্ধ শুকে এমন কিছু খুঁজে পাবে যা পুলিশি তল্লাশির সময় ধরা পড়েনি।

"আমি জানি, এই প্ল্যানটা ফালতু, কিন্তু এর থেকে ভালো কিছু আছে তোর কাছে?"

মিয়াও।

"সত্যি?"

মিয়াও।

"তা, আগে বলিসনি কেন?"

ব্যাটা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো থেকে আমাকে বাগানের একদম পেছন দিকে একটা ফুলের টবের সামনে নিয়ে গেল। মাটিগুলো কেমন যেন আলগা হয়ে আছে। আমি মাটির ভেতরে হাত ঢোকাতেই জিনিসটা আমার ঠেকল। একটা চাবি!

BanglaBook.org

"সাব্বাশ, ওয়াটসন!"

মিয়াও।

"না, তুই না, আমি শার্লোক!"

দশ সেকেন্ডের ভেতরে আমরা ভেতরে ঢুকে গেলাম।

এখন বাজে তিনটা দশ।

টিভি রিমোটটা এখনো আগের জায়াগাতেই আছে। এর মানে ক্লেমেনরা এখনো সপরিবারে ফ্লোরিডাতে ছুটি কাটাতেই ব্যস্ত। পুলিশের লোকজনও মনে হয় তল্লাশির পর সব কিছু আবার আগের জায়গায় ঠিকমতো রেখে দিয়েছে।

ফ্রিজ থেকে দুটো পনিরের টুকরো বের করে মুখে পুরে দিলাম। কয়েকটা পশু-খাবারের ব্যাগও রাখা আছে। ওখান থেকে দুটো বের করে ল্যাসিকে দিলাম। ব্যাটা একেবারে গিলে ফেলল খাবারগুলো।

"কিরে, তুই তো ঠিকমতো চাবালিও না।"

মিয়াও।

"না, এখন আরো দিলে তোর ক্ষিধে নষ্ট হয়ে যাবে।"

মিয়াও।

'আচ্ছা, তুই কোন কিছু খুঁজে পেলে তোকে আরো দুটো দেব, যাহ!"

মিয়াও।

"সাতটা?! না তিনটা।"

মিয়াও।

"চারটা, এর থেকে একটাও বেশি না।"

মিয়াও।

"আচ্ছা যা, পাঁচটা।"

ব্যাটা লাফ দিয়ে টেবিলটা থেকে নেমে অন্য ঘরগুলোর দিকে হাটা দিল।

প্রেসিডেন্ট যদিও ঐ রাতের ঘটনাগুলোর ব্যাখা দিয়েছে, কিন্তু আমি এখনো এটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না, সে খুনটার সাথে জড়িত নয়। তবে সে আমাকে কিছুটা হলেও বিভ্রান্ত করে দিয়েছে এটা স্বীকার করতেই হবে। না-হলে আমাকে এ মুহূর্তে এখানে পাওয়া যেত না।

যদি প্রেসিডেন্ট আসলেও খুনটা না করে থাকে, তাহলে তো অন্য কেউ একজন নিশ্চয়ই জানতো তিনি ঐ রাতে এই বাসায় আসবেন। আমি আশায় আছি, সেই ব্যক্তি হয়ত ভুল করে কোন সূত্র পেছনে ফেলে রেখে গেছে, যেটা আমার চোখে পড়বে।

BanglaBook.org

লিভিং রুমের দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলো দেখতে দেখতেই পাঁচ মিনিট চলে গেল। ক্লেমেনদের বয়স ষাট-পয়ষট্টি হবে। একটা ছেলে আর একটা

মেয়ে আছে তাদের। আর চারজন নাতি নাতনির ছবিও দেখা যাচ্ছে। এখানে আর কিছু না পেয়ে মাস্টার বেডরুমটাতে চলে এলাম। এখানেও সব আগের মতোই আছে। জেসিকা যে এখানে গত তিনমাস ধরে থাকতো তার কোন চিহ্নই নেই।

ক্লোজেটের কাপড়গুলো দেখে মনে হচ্ছে সেগুলোও ক্লেমেনদের। আচ্ছা, ওরা মেয়েটাকে বাসা ভাড়া দেয়ার সময় কি এমন দেখেছিল যে নির্দ্বিধায় ভাড়া দিয়ে দিল, তা-ও তাদের সব জিনিসপত্র ভেতরে থাকা অবস্থাতেই। অবশ্য রে এটা বলেছিল, ভাড়াটা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশিই পাচ্ছিল তারা। তবুও, মেয়েটা নিশ্চয়ই প্রেসিডেন্টের উপর যে জাদু চালিয়েছিল তার কিছুটা ঝলক এই বুড়ো বুড়িকেও দেখিয়েছিল।

ক্লোজেটের নিচের তিনটা ড্রয়ার জেসিকার। তার কাপড়চোপড়গুলো উল্টেপাল্টে দেখলাম। একটা ড্রয়ারে তার শার্ট আর জিন্সের প্যান্টগুলো ভাজ করে রাখা। আমি জিন্সের পকেটগুলোতে হাত ঢুকিয়ে দেখতে লাগলাম। পাঁচ নম্বর প্যান্টটার পকেটে একটা কাগজের টুকরা খুঁজে পেলাম। একটা রশিদ, ভাজ করা।

রশিদের উপরে লেখা 'বেস্ট পন শপ।' এটা একটা পুরনো জিনিসপত্র বেচাকেনার দোকানের। জেসিকা তাদের কাছে ১২০০ ডলারে কিছু বিক্রি করেছিল।

মিয়াও।

"দেরি করে ফেলেছিস তুই, আমি পেয়েছি এটা আগে।"

মিয়াও।

"আচ্ছা, আচ্ছা।"

ওকে আরো দুইটা স্লাইস দিলাম।

মিয়াও।

"হুম, ওয়েলকাম।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাসায় ফিরে গেলাম আমরা।

BanglaBook.org

3:00

"এটা এখানেই, বামদিকে কোথাও।"

“ঐ নিয়ন সাইনটার নিচের দোকানটাই না?” বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

‘বেস্ট পন শপ’ দোকানটা ওয়াশিংটন ডিসির সবচেয়ে ঘিঞ্জি এলাকাগুলোর একটায়। আমার বাসা থেকে এখানে আসতে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিটের মত লেগেছে। আমি গাড়িতেই খেয়ে নিয়েছি। পেছনের সিটে ল্যাসি আর মারডক বসা। বাবা যখন মাঝ রাতের দিকে আমার বাসায় ঢোকেন তখন নাকি ল্যাসি জেগেই ছিল। মারডক আর ল্যাসির প্রথম মোলাকাতটা অবশ্য সুবিধার ছিল না, কারণ মারডক আগে কখনও বিড়াল দেখেনি। তাই ঢুকেই ল্যাসিকে তাড়া করতে শুরু করে ও। ওদের দু-জনের হুটোপুটিতে নিচের তলা থেকে লোক উঠে এসেছিল। বাবা তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার নিচে পাঠিয়ে দেন। ঐ সময় হঠাৎ করেই নাকি মারডক চুপ করে যায়। বাবা ঢুকে দৃশ্যটা দেখে অবাক না-হয়ে পারেন না। দেখেন, ল্যাসি তার খাবারের প্যাকেটগুলোর একটা মারডকের সামনে ফেলে দিয়েছে আর গর্দভটা সেটা থেকে খাচ্ছে। এরপরেই দু-জনে বন্ধু হয়ে যায়।

দুইঘন্টা পরে আমি যখন ঘুম থেকে উঠি, তখন লিভিং রুমে গিয়ে দেখি দু-জনই ঘুম। মারডকের বড় একটা থাবা ল্যাসির উপর রাখা।

“ভুলে যাস না, তুই আমার সাথে থাকিস,” পেছনে ঘুরে বললাম। ল্যাসি এখন মারডকের পেটের উপর আরামসে হেলান দিয়ে বসে আছে।

মিয়াও।

“না, একসাথে দু-জন বেস্টফ্রেন্ড থাকা চলবে না তোর।”

“তুমি ঠিক আছো?” বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে দোকানটার দিকে ইঙ্গিত করলাম।

“তুমি কি নিশ্চিত, ওটা এখন খোলা?”

“রশিদে লেখা আছে, দোকানটা চব্বিশ ঘন্টাই খোলা থাকে।”

দোকানের বাইরে কয়েকটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের দেখে বেশি সুবিধার মনে হল না।

“আমি সাথে আসব তোমার?” ওদের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

“না, আপনি গাড়িতেই থাকেন।”

আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। এমন ভাব দেখালাম যেন আমার পকেটে কোন কিছু নেই। লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে দোকানের দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

BanglaBook.org

কাউন্টারের পেছনে লম্বাচুলো এক লোক দাঁড়িয়ে। চুলগুলো আবার উচু করে ঝুঁটি করে রাখা হয়েছে। জায়গাটার সাথে তাকে একেবারে মানিয়ে গেছে।

"কি করতে পারি আপনার জন্যে?" আমাকে সামনে আগাতে দেখে জিজ্ঞেস করল সে।

আমি পকেট থেকে রশিদটা বের করে তার হাতে দিলাম, "আমার গার্লফ্রেন্ড এই জিনিসটা এখানে বিক্রি করে দিয়েছিল। আমি সেটা আবার কিনতে চাচ্ছি এখন।"

আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে রশিদটার দিকে মনোযোগ দিল সে। কাগজটার এক কোণায় একটা কোড লেখা।

আমার কোন ধারণাই নেই জিনিসটা কি। যেকোন কিছু হতে পারে। আমি শুধু আশায় আছি যে জিনিসটা কোন না কোনভাবে খুনির সাথে জড়িত। যে জেসিকাকে শুধু খুনই করেনি, বিশ লাখ ডলারও চুরি করে নিয়ে গেছে।

"আমাকে একটু দেখতে দিন," এই বলে সে কাউন্টারের নিচের তাকে দেখতে লাগলো।

"আপনার ভাগ্য ভালো বলতে হবে, জিনিসটা এখনও এখানেই আছে," এই বলে সে একটা ঘড়ি বের করে কাউন্টারের উপর রাখল।

ঘড়িটা রূপালি, সাথে চামড়ার বেল্ট। দেখেই বোঝা যায় জিনিসটা দামি।

"সুন্দর ঘড়ি," লোকটা বলল।

আমি মাথা নাড়লাম।

"এটাই চাইছিলেন আপনি?"

"হ্যা, এটাই। যে মেয়ে এটা বিক্রি করেছিল তার কিছু কথা মনে আছে আপনার?"

"আমি তখন এখানে ছিলাম না। জন ডিউটিতে ছিল সে-সময়। আর সে-ই আমাকে বলেছিল, এক সুন্দরি এসে নাকি এই ঘড়িটার জন্যে দশ হাজার ডলার দাম হাঁকে। কি মনে হয় আপনার, সেই মেয়েটার কথাই তো বলছিলেন আগে?"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। কিন্তু মনে মনে জেসিকার ব্যাপারটা নিয়ে

BanglaBook.org

ভাবতে লাগলাম। সে দশ হাজার ডলার দাম চেয়ে শেষে ১২০০ ডলারেই বিক্রি করে দেয় ঘড়িটা। টাকাগুলো নিশ্চয়ই খুব দরকার ছিল তার।

"আমাকে কত দিতে হবে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আপনি কত দিতে চান?"

"তিন হাজার।"

সে একটা হাসি দিয়ে বলল যে ঘড়িটার দাম নাকি এর প্রায় তিনগুণ।

"সাড়ে তিন হাজার।"

আবার হাসি দিল সে।

"চার।"

এবার হাসিটা একটু কম।

"সাড়ে চার।"

মুখ দেখে মনে হল, প্রায় রাজি হয়ে যাবে।

"পাঁচ।"

"আচ্ছা।"

আমি নোটগুলো তাকে দিয়ে দিলাম। সে ঘড়িটা প্যাকেটে ভরে আমার দিকে এগিয়ে দিল। ঠিক এই সময় আমার মনে হল ঘড়িটা হয়ত ক্লেমেন বুড়োটারও হতে হবে। পকেটে ঘড়িটা রেখে দোকান থকে বেরিয়ে সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়লাম।

"পেয়েছ জিনিসটা?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যা," বলে ল্যাসির দিকে তাকালাম। "তোকে নিয়ে গেলে পারতাম। আরো ভালো দামাদামি করতে পারতি তুই। ঐ ব্যাটা আমাকে ছিলে দিয়েছে।"

মিয়াও।

"না, তুই গেলে পঞ্চাশ ডলারে এটা উদ্ধার করে আনতে পারতি না।"

বাবা দেখতে চাইলো ঘড়িটা কিন্তু বাইরের লোকগুলো এখনো আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"তাড়াতাড়ি চলেন এখন এখান থেকে। পরে দেখাচ্ছি।" ঘড়িতে বাজে তিনটা তেপ্পান্ন।

পাঁচ মিনিট পরে অন্য এক এলাকায় রাস্তার পাশে বাবা গাড়িটা থামালে তাকে দেখালাম ঘড়িটা।

BanglaBook.org

"বাহ, সুন্দর ঘড়ি," তিনি বললেন। কিন্তু তখন আমি ব্যস্ত ঘড়িটার পেছন দিকে খোদাই করা লেখাগুলো পড়তে।

" 'আদরের রিস্কিকে, তোমার স্বপ্নগুলো যেন সত্যি হয়। বাবা ও মা,' " জোরে জোরে পড়লাম আমি।

শুনে বাবার ভ্রুগুলো কপালে উঠে গেল।

"কি?"

"আমার মনে হয় আমি জানি ঘড়িটা কার।"

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

তিনি বললেন, রিস্কি আসলে লোকটার ডাক নাম। আসল নামটাও বললেন, "রিকি সুলিভান।"

প্রেসিডেন্টের ছেলে!

BanglaBook.org

১২

কয়েক বছর আগে একবার যখন আমি গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবা চেষ্টা করেছিলেন আমাকে ঐ অবস্থাতেই আমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেয়ার। কিন্তু খুব সহজ ছিল না কাজটা। উপরে উঠতে উঠতে দু-বার আমাকে সুদ্ধই পড়ে গিয়েছিলেন। আর আমার নিচেরতলার প্রতিবেশি পুলিশে ফোন দিয়েছিল এই ভেবে, তিনি আমার মৃতদেহ লুকিয়ে রাখছেন ওখানে! এরপর থেকে আমি কখনও গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়লে বাবা আমাকে ওখানেই রেখে দেন। আর গাড়ির সিটটা নিচু করে দিয়ে আমার গায়ে একটা কম্বল দিয়ে দেন যাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারি। আমার মনে হয় প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় এসে একবার করে দেখেও যান।

তিনটার একটু পর ঘুম থেকে উঠে আমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি বাবা, ল্যাসি আর মারডক তিনজনই আমার বিছানায় শুয়ে আছে জড়াজড়ি করে। ল্যাসি আর মারডক আমাকে দেখেই উঠে এলো।

"কিরে, কাল ঠিকমতো মজা করেছিস তো দুজন মিলে?" দুজনকেই আদর করে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে দু-জনেই চেটে দিল আমাকে একবার করে।

"মজা করবে না আবার? দুজনের ভাব দেখলে মনে হয় যেন ছোটকালে হারিয়ে যাওয়া দুই ভাই," বাবা ওদের হয়ে জবাব দিলেন।

"আপনি কি থাকবেন আজকে?" জিজ্ঞেস করলাম বাবাকে।

"নাহ, চলে যাব। কাল কিছু জরুরি কাজ পড়ে গেছে।"

"বুধবার আসবেন তো আবার?"

"অবশ্যই। ঘড়িটা নিয়ে কি করবে কি ঠিক করেছ?"

"এখনো জানি না। একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখি। প্রেসিডেন্টের ছেলে যদি কোনভাবে এর সাথে জড়িত থাকে তাহলে অবশ্যই এর শেষ দেখে ছাড়ব আমি।"

কাল রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগেই বাবা আমাকে রিকি সুলিভান সম্পর্কে

BanglaBook.org

যা যা জানেন সব খুলে বলেন। প্রেসিডেন্টের এই একমাত্র ছেলের স্বভাব চরিত্র হলিউডের কোন নায়কের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কনর সুলিভান যখন গভর্নর ছিল তখনও বেশ কয়েকবার উশৃঙ্খল জীবন-যাপনের খবরে এসেছিল রিকি। যদিও কখনও গ্রেফতার হয়নি সে। দুইটা জিনিস খুব পছন্দ তার–দামি গাড়ি আর সুন্দরি নারী। আর তার বাবা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই দুটো জিনিসের প্রতি তার আকর্ষন আরো বেড়েছে বলতে হবে। সঙ্গত কারণেই তাকে তুলনা করা হয় ইংল্যান্ডের প্রিন্স হ্যারির সাথে। আর দু-জন আসলেও বন্ধু ছিল। তবে গত এক বছর ধরে বড় ধরণের কোন খবরে আসেনি সে। জর্জটাউন ল কলেজে তার দ্বিতীয় বছর নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা এখন তার।

"আরেকটা জিনিস কালকে বলতে ভুলে গেছি তোমাকে, প্রেসিডেন্টের ছেলে সম্পর্কে। তার একটু জুয়ার নেশা আছে," বাবা বললেন।

আমি মাথা নাড়লাম।

"দুই বছর আগে খবরে আসে জুয়ায় প্রায় আশি হাজার ডলার হেরে গলা পর্যন্ত ধার-দেনায় ডুবে আছে সে। আর তুমি বলছিলে, মেয়েটার বাসা থেকে নাকি বিশ লাখ ডলারও হারিয়ে গেছে।"

ব্যাপারটা আমার মাথায়ও ঘুরছিল, "আমার মনে হয় আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন তাতে যুক্তি আছে।"

"যাই হোক, আমার এখন যাওয়া উচিত," এই বলে উঠে দরজার দিকে এগোতে শুরু করলেন তিনি। মারডকও পিছু নিল তার, যদিও ব্যাটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আছে।

"ল্যাসি তোর বন্ধুকে বিদায় জানা এখন," এই বলে কোলে তুলে নিলাম ওকে।

মিয়াও।

"না, ও থাকবে না।"

মিয়াও।

"কারন তোদের একা ছেড়ে দিলে বাসাটার অবস্থা বারোটা বাজিয়ে দিবি লাফালাফি করে।"

মিয়াও।

"আর ও দু-দিন পরেই আবার আসবে। তখন যত খুশি মজা করিস।"

BanglaBook.org

মিয়াও।

"পিজা? আচ্ছা, সেটা দেখা যাবে!"

বাবা মারডকের কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। একটু পর নিচ থেকেও মারডকের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আজকে ওকে গাড়িতে তুলতে বেশ কষ্ট হবে বাবার।

আমি আর ল্যাসি খেতে বসব ঠিক এই সময়ে কে যেন আমার দরজায় নক করল।

এখন বাজে তিনটা এগার।

দরজার লুকিং গ্লাস দিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম। ভেবেছিলাম বাবাই হয়ত ফেরত এসেছেন কিছু নিতে।

দরজাটা খুলে দিলাম।

"আপনার সমস্যাটা কি, মি বিনস?!"

"আপনাকেও শুভেচ্ছা ডিটেক্টিভ রে!"

ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল সে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে রেগে আছে। কালো রঙের একটা টিশার্ট আর একটা জিন্সে অসাধারণ লাগছে তাকে। রেগে যাওয়াতে আরো বেশিই যেন সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

"এফবিআই'র কাছে যাওয়ার কি দরকার ছিল আপনার?" ঐ একই স্বরে জিজ্ঞেস করল সে।

"এফবিআই?"

সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন কিছু চুরি করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছি আমি।

"আমি জানি না আপনি কি বলছেন?"

"সত্যিই জানেন না?" ভ্রুজোড়া কপালে উঠিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"না।"

"কাল সকালে," বলে একটু থামলো রে, "কাল সকালে ওরা প্রেসিডেন্টকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করবে।"

BanglaBook.org

3:00

"কি?!"

"ক্যালি ফ্রেইগের আসল নাম ক্যালি ফ্রেইগ না।"

আমি এমন ভাব ধরলাম যেন খুব অবাক হয়ে গেছি কথাটা শুনে। চোখ বড় বড় করে মুখ হা-করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছি।

"অজ্ঞাত পরিচয়ের কে যেন এফবিআই'কে ফোন করে বলেছে নাম বদলে ফেলার আগে ক্যালির আসল নাম ছিল জেসিকা রেনয়। আর সে নাকি প্রেসিডেন্টের গভর্নর নির্বাচনের সময় ভার্জিনিয়ায় তার সাথে কাজ করত। এটাও বলেছেম, প্রেসিডেন্টকে ঐ রাতে জেসিকার বাসা থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছে সে।"

আমার দিকে এমনভাবে তাকালো রে যেন সব দোষ আমার।

"সেটা আর যে-ই হোক না কেন, আমি না," নিশ্চিত করলাম তাকে। "কিন্তু এফবিআই যা বলেছে আমার কাছে কিন্তু মনে হচ্ছে আরো তথ্য আছে ওদের কাছে।"

"আসলেও আছে," বলে জোরে একবার শ্বাস নিল রে।

"কনর সুলিভান যখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেয়, রুটিন কিছু চেক আপের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাকে। এরমধ্যে একটা হল তার ডিএনএ স্যাম্পল সংগ্রহ করা। পুলিশের ডাটাবেজে এটা নেই অবশ্য। কিন্তু এফবিআই'র কাছে ঠিকই আছে। তারা জেসিকার বিছানায় পাওয়া কিছু চুলের সাথে মিলিয়ে দেখে সেটা। একশ ভাগ মিল পাওয়া গেছে রেজাল্ট।"

এবার আমাকে আর বিস্ময় গোপন করতে হল না।

"একটা সৌজন্য ফোন অবশ্য দিয়েছিল তারা আমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে। কারণ খুনের তদন্তের দায় তো আসলে আমাদের হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টেরই।"

"আপনাদের ক্যাপ্টেন কি বললেন জবাবে?"

"কি আর বলবে সে? ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গ্রেফতারের সুযোগটা হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে তার। আমাকে আর ক্যালকে ডেকে যখন সব খুলে বললেন তিনি, অবস্থা বিশেষ সুবিধার মনে হচ্ছিল না।"

BanglaBook.org

"ক্যালের চেহারাটা নিশ্চয়ই দেখার মত হয়েছিল?" ও ব্যাটা তো শুরু থেকে আমাকে দোষি মনে করে আসছিল।

"সে এখনো ভাবছে এসব গাঁজাখুরি গপ্পো ছাড়া আর কিছু না। এটা প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য ডেমোক্রেটদের একটা চাল মাত্র।"

"গাধা!"

দু-জনেই চুপ করে গেলাম কিছু সময়ের জন্যে। তার মাথায়ও নিশ্চয়ই একই জিনিস ঘুরছে আমার মতো। প্রেসিডেন্টের গ্রেফতার হওয়ার ঘটনাটা নাইন ইলেভেনের পরে এ যাবত কালের সবচেয়ে বড় খবর হতে যাচ্ছে। মিডিয়া লুফে নিবে এটা।

"তার সাথে আমার কথা হয়েছে," বললাম।

"কার সাথে?"

"প্রেসিডেন্টের।"

"তাই, না? কনর সুলিভানের সাথে কথা হয়েছে আপনার! এটাও বিশ্বাস করতে বলেন আমাকে!"

"আসলেও হয়েছে। দুই রাত আগে।"

"খুলে বলুন তো সব, কিচ্ছু বাদ দিবেন না।"

সব কিছুই শুরু থেকে আবার বললাম তাকে। একদম শুরু থেকে। "তো, ল্যাসি আসলে আমার নিজের বিড়াল না। মানে এখন আমার, কিন্তু আগে ওর মালিক ছিল জেসিকা রেনয়," এটুকু বলে থামলাম।

এরপরের দশ মিনিটে গত কয়েক রাতের ঘটনা খুলে বললাম তাকে।

"তো জেসিকা আসলে প্রেসিডেন্টকে ব্ল্যাকমেইল করছিল?"

"তাই তো বললেন তিনি।"

"আর ঐ ভিডিও টেপটা কোথাও ফাঁস হয়ে যায়নি?"

"আমার তো মনে হয়, যদি ওরকম রগরগে একটা ভিডিও ফাঁস হয়ে যেত তাহলে মঙ্গল গ্রহের লোকজনও জানতো ওটার কথা।"

"তো প্রেসিডেন্ট ঘটনার রাতে জেসিকার বাসায় যাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। এরপর তিনি ব্ল্যাকমেইলের টাকাগুলো জেসিকাকে দিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যান। আর পরে অন্য কেউ এসে মেয়েটাকে মেরে টাকাগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়?" রে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

BanglaBook.org

এই অন্য কেউটা প্রেসিডেন্টের ছেলেও হতে পারে। মনে মনে বললাম। মেয়েটার সাথে যে প্রেসিডেন্টের ছেলের যোগাযোগ ছিল এর প্রমাণ তো পেয়েছি আমি। কিন্তু মুখে এসব কিছু বললাম না।

"হয়ত এসবই গাঁজাখুরি কাহিনী, প্রেসিডেন্টই আসল খুনি," বললাম তাকে।

"আপনার কি আসলেও মনে হয়, প্রেসিডেন্টই খুনটা করেছে? সত্যি কথাটা বলুন।"

প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা হওয়ার রাতটার কথা আবার চিন্তা করলাম। ওনাকে দেখে মনে হচ্ছিল সত্যি কথাই বলছিলেন।

"নাহ, সে সত্যি কথাই বলছিল।"

জবাবে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে ।

আমার কি হল জানি না। হঠাৎ করে রে'র হাতটা ধরে ফেললাম। সে আমার হাতের দিকে একবার তাকিয়ে আমার চোখের দিকে তাকালো। ঐ বাদামি চোখজোড়া কি চিন্তা করছে আমি জানি না। কিন্তু জানতে চাই।

"এক কাপ কফি খেয়ে যান?"

"এই রাত সাড়ে তিনটায়?" হেসে ফেলল সে। "এখন আমার ঘুমানো উচিৎ, কালকের দিনটায় যা হবে না!"

ল্যাসি লাফ দিয়ে টেবিল থেকে নেমে এসে রে'র পায়ে মুখ ঘষতে লাগলো। রে ঝুঁকে ল্যাসিকে আদর করে দরজার দিকে হাটা দিল।

"আপনি কি নির্বাচনে ওনাকেই ভোট দিয়েছিলেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

জবাব না দিয়ে আমার দিকে দুষ্টু একটা হাসি দিল শুধু সে।

"কফিটা পাওনা রইল।"

BanglaBook.org

১৩

চোখ খোলার দশ সেকেন্ডের মধ্যে ল্যাপটপ চালু করে ইন্টারনেটে বসে গেলাম।

'প্রেসিডেন্ট গ্রেফতার!'

'খুনের দায়ে প্রেসিডেন্ট গ্রেফতার!'

'প্রেসিডেন্ট সুলিভান একজন খুনি?!'

'মার্ডারগেট!'

এ তো শুধু কয়েকটা শিরোনামের নমুনা। পুরো ইন্টারনেট ছেয়ে গেছে প্রেসিডেন্টের গ্রেফতারের খবরে।

একটা ভিডিওতে ক্লিক করে দেখলাম প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতার করে গাড়িতে ওঠানো হচ্ছে। অন্তত পনেরজন এফবিআই এজেন্ট তাকে ঘিরে রেখেছে। আরেক জায়গায় দেখলাম এফবিআই প্রধান সংবাদ সম্মেলন করে প্রেসিডেন্টের গ্রেফতার হওয়ার কথাটা জানাচ্ছে। তাকে দেখে স্বভাবতই খুব খুশি মনে হল, কারণ বর্তমান সরকারের ঘোরবিরোধি সে। বার বার এটাও বলছে, "কেউই আইনের উর্ধে নয়! স্বয়ং প্রেসিডেন্টও।"

টিভির টকশোগুলোও জমে উঠেছে এই খবর নিয়ে। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির পর এটাই সবচেয়ে বড় ধরণের কেলেঙ্কারি মিডিয়ার মতে। আর সচরাচর তো কোনও প্রেসিডেন্ট খুনের দায়ে গ্রেফতারও হন না। সিনেট হাউজ জরুরি বৈঠক ডেকেছে। হোয়াইট হাউস থেকেও জরুরি বিবৃতি এসেছে এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের জন্যে যে, "একজন সাধারণ নাগরিক জেসিকা রেনয়ের খুনের অভিযোগের প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতার করা হয়েছে।" মোদ্দা কথা, প্রেসিডেন্ট এখনও পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি, কিন্তু পায়ের নিচের মাটিটা বেশ নড়বড়ে এখন তার।

"তোর কি মনে হয় রে? প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করবে ওরা?"

BanglaBook.org

জবাবে ল্যাসি মাথাটা এক দিকে কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। দেখে মনে হল যেন ভেবে দেখছে ব্যাপারটা মনে মনে।

মিয়াও।

"কি?! ওকে শূলে চড়ানো উচিৎ?"

মিয়াও।

"হাতদুটো কেটে ফেলবে?"

মিয়াও।

"বুঝতে পারছি, আজ থেকে তোর *গেম অব থ্রোন্স* দেখা বন্ধ।"

ফ্রিজ থেকে কিছু খাবার বের করে নিয়ে এসে আবার ল্যাপটপের সামনে বসে গেলাম। 'রিকি সুলিভান' লিখে গুগলে সার্চ দিলাম।

বাবা আমাকে রিকি সুলিভান সম্পর্কে যা যা জানিয়েছিলেন তার বেশি খুব কমই আছে ইন্টারনেটে। রিকি সুলিভান সম্পর্কে সর্বশেষ আপডেটটা দেখলাম বার ঘন্টা আগের। ছুটি কাটাতে ব্যস্ত সে এখন।

আপডেটটা পুরোপুরি পড়ে বাবাকে ফোন দিলাম, "গাড়ি নিয়ে এখানে এসে পড়েন এখনই। লাস ভেগাস যাচ্ছি আমরা।"

3:00

গাড়িতে করে আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে লাস ভেগাস যেতে প্রায় চৌত্রিশ ঘন্টার মত সময় লাগার কথা।

আমার যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি আমরা কলোরাডো পার হচ্ছি।

"ঘুম ভাঙলো তাহলে," বাবা রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন।

হালকা মাথা নেড়ে জবাব দিয়ে পেছনে তাকালাম।

"কিরে, কি খবর তোদের?"

ল্যাসি আবারো মারডকের পেটের উপর বসে আছে। ব্যাটা লাফ দিয়ে একবার আমার কোলে এসে আমার মুখটা সুন্দরমত চেটে দিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে গেল। মারডকও মনে হল বেশ খুশি ব্যাপারটা নিয়ে।

"একঘন্টার জন্যে গাড়ি চালাবে নাকি?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"অবশ্যই।"

একটু পরেই আমরা জায়গা অদলবদল করে নিলাম। তিন মাইল যেতে না যেতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

BanglaBook.org

গাড়ি চালানো অবস্থাতেই ফোনটা বের করে ইন্টারনেট চালু করলাম। কিছুক্ষনের মধ্যেই যা খুঁজছিলাম তা পেয়ে গেলাম। কনর সুলিভানের একটা ভিডিও, তার হোয়াইট হাউজের অফিসে। সংবাদ সম্মেলনে জাতির উদ্দেশে কথা বলছেন তিনি।

"প্রিয় দেশবাসি, এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সামনে এসেছি একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, বরং একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে," এই বলে কিছুক্ষণ থামলেন তিনি। "আমাকে একটি ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িত করার প্রচেষ্টা চলছে। আমার বিরুদ্ধে ভুল অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু এই দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে, আমি এ-ও জানি, শেষ পর্যন্ত আমি নির্দোষ প্রমাণিত হব। বরং এই বিষয়ে আমি গর্বিত যে আমাকে তদন্তের খাতিরে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরেকবার প্রমাণিত হল, এ দেশে কেউই আইনের উর্ধে নয়। আশা করি আপনারা খুব তাড়াতাড়ি সত্যটা জানতে পারবেন। ঈশ্বর আমাদের জাতির মঙ্গল করুন।"

খারাপ বলেনি কিন্তু। খুব বেশিক্ষন মনে হয় না হাজতে থাকবে সে। একদিন পুরো হওয়ার আগেই জামিন হয়ে যাবে তার।

আমার দেখার বিষয় এটা ছিল না। আমি খেয়াল করছিলাম সংবাদ সম্মেলনের সময় তার পেছনে কে কে আছেন। তার স্ত্রীকে দেখতে পেলাম। কিন্তু ছেলেকে কোথাও দেখলাম না। যাক, এটাই দরকার আমার।

ফোনটা রেখে দিয়ে পুরোপুরি রাস্তায় মনোনিবেশ করলাম এরপর। পাহাড় আগেও দেখেছি আমি কিন্তু এরকম চাঁদের আলোতে বরফাচ্ছন্ন পাহাড়ের চূড়া দেখিনি কখনও। স্বর্গীয় দৃশ্য।

তিনটা আটান্নর সময় গাড়িটা রাস্তার পাশে রেখে বাবাকে ডেকে তুললাম। বাবা ড্রাইভিং সিটে বসলেন আর আমি আগের জায়গায় ফিরে গেলাম।

পরের বার একেবারে লাস ভেগাসের ঝলমলে আলোয় ঘুম ভাঙবে আমার।

BanglaBook.org

১৪

লাস ভেগাসে ১২২টা ক্যাসিনো, ৮৭৪টা নাইটক্লাব, দু-হাজারের ওপরে রেস্টুরেন্ট আর প্রায় পঞ্চাশটার ওপরে স্ট্রিপ ক্লাব আছে। কোনকিছুই রাত চারটার আগে বন্ধ হয় না। আর রিকি সুলিভান এ মুহূর্তে এর যেকোন একটাতে থাকতে পারে। তা-ও যদি এই পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের হাত থেকে বাঁচতে আত্মগোপনে না গিয়ে থাকে সে।

প্রায় ছয়ঘন্টা আর তিনশো ডলার খরচ করার পর বাবা অবশেষে রিকি আর তার কিছু বন্ধুকে একটা নাইটক্লাবে খুঁজে পান।

তিনটা ছয়ে বাবা ঐ নাইটক্লাবের সামনে গাড়িটা পার্ক করে রাখার সাথে সাথে লাফিয়ে নেমে গেলাম গাড়ি থেকে। প্রায় বিশ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেলাম আমি।

ঢুকেই চোখটা ধাধিয়ে গেল লাল নীল আলোয়। জোরে জোরে ডিস্কো গান বাজছে স্পিকারে। ঘামের গুমোট একটা গন্ধ। নানা বয়সি ছেলে মেয়েতে ভর্তি জায়গাটা। আমি ভিড় ঠেলে কোনমতে সামনে এগুতে লাগলাম। পুরো শরীরে ঠিক ছয় ইঞ্চি কাপড় পরা এক মেয়ে এগিয়ে এসে আমার কানে কানে কিছু কথা বলল। যত তাড়াতাড়ি পারলাম সরে যেতে চাইলাম তার কাছ থেকে। কিন্তু আমার হাতটা ধরে ড্যান্সফ্লোরের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল সে। ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিলাম হাতটা।

একবার ভালোমত তাকালাম তার দিকে। একেবারে খারাপ না দেখতে, ফিগারও সেই রকম। কিন্তু পরমুহূর্তেই ডিটেক্টিভ রে'র কথা মনে হতে ঝেড়ে ফেললাম মাথা থেকে মেয়েটাকে। রে'র সাথে কারোরই তুলনা চলে না।

অবশেষে যখন বারের কাছে পৌছুলাম তখন বাজে তিনটা চৌত্রিশ।

"রিকি সুলিভান কোথায়?" চেচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম বারের পেছনে যে লোকটা বসে আছে তাকে।

সে পাত্তাই দিল না আমাকে। এই একই প্রশ্ন হয়ত আরো অনেকেই করেছে আজকে তাকে। একশো ডলারের নোট বের করে বারের উপর

BanglaBook.org

রাখলাম। নোটটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে মাথা দিয়ে ডানদিকে একবার ইঙ্গিত করল শুধু। এরপর অন্য এক কাস্টমারের কাছে চলে গেল সে।

ভিড় ঠেলে ভিআইপি টেবিলে পৌছুতে আরো চার মিনিট চলে গেল আমার। ঐ দিকে একটা মোটা দড়ি দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছে। দুজন গাট্টাগোট্টা বডিগার্ড পাহারা দিচ্ছে সামনে। সুন্দর করে সাজানো দশটা টেবিলে বসে থাকা লোকজনের মধ্যে অনেক সেলেব্রিটিকেও দেখতে পেলাম। তিনজন ফুটবল তারকা, দু-জন গায়ক, একজন নামকরা কমেডিয়ান, একজন সুপারমডেল আর প্রেসিডেন্টের ছেলেও আছে তাদের মধ্যে।

তারই বয়সি আরো দুজন ছেলের সাথে বসে আছে সে, আর তাদের ঘিরে রেখেছে আটজন সুন্দরি মেয়ে। একটা দামি সোফায় তারা সবাই। তাদের সামনে অন্তত কয়েক হাজার ডলারের মদের বোতল আর অন্য জিনিসপত্র রাখা। কালো স্যুট আর সানগ্লাস পরা অবস্থায় তিনজনকে দেখতে পেলাম রিকির পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। সিক্রেট সার্ভিসের লোক হবে।

তাদেরকে দেখে খুবই সাবধান বলে মনে হল। গত আটচল্লিশ ঘন্টায় বোধহয় অনেক লোককে আটকাতে হয়েছে তাদের।

আমি আরো সামনে এগোতেই ক্লাবের বডিগার্ড দু-জন আমাকে আটকে দিল। একজন আমার হাত দেখতে চাইলো। ভিআইপি জোনে ঢোকার জন্য বিশেষ অনুমতি হিসেবে কব্জিতে সবুজ রঙের একটা ব্যান্ড লাগাতে হয় ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিনে।

এই মুহূর্তে আমার হাতেও আছে একটা।

এটা ড্যান্সফ্লোর থেকে দুইশ ডলার দিয়ে এক মেয়ের কাছ থেকে কিনেছি। সুন্দরমত আমার হাতে লেগেও যায় ব্যান্ডটা।

দড়িটা সরিয়ে আমাকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো।

আরো চারটা টেবিল পার হয়ে রিকি যে-ই টেবিলটা আছে তার কাছে গেলাম। সাথে সাথে সিক্রেট সার্ভিসের দু-জন এসে আমার পথ আটকে দাঁড়ালো।

"কি খবর?" জিজ্ঞেস করলাম আমি, যেন কতদিনের চেনা আমার।

কিছুই বলল না ওরা।

"আমি শুধু রিকির সাথে দুই মিনিট কথা বলতে চাই।"

BanglaBook.org

একে অন্যের দিকে একবার তাকালো দু-জন।

“ভাগো এখান থেকে।”

“রিকি,” এই বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। ফিরেও তাকালো না ছেলেটা।

সিক্রেট সার্ভিসের একজন আমাকে ধাক্কাতে শুরু করল।

আমি পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে ছুড়ে মারলাম। রিকির পাশে যে মেয়েটা বসে আছে একদম তার কোলে গিয়ে পড়ল ওটা।

ঘড়িটা হাতে নিতে নিতে আমার দিকে একবার তাকালো রিকি।

“আসতে দাও ওকে,” সিক্রেট সার্ভিসের লোকটাকে বলল সে। এই মুহূর্তে ব্যাটা আমার হাতটা পেছনের দিকে মুড়িয়ে পিঠের সাথে ঠেস দিয়ে রেখেছে শক্ত করে।

“বললাম, ছেলেটাকে আসতে দাও এখানে!,” এবার আগের চেয়ে আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলো রিকি।

আমি সিক্রেট সার্ভিসের লোকটার কাছ থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রিকির টেবিলের দিকে এগোতে লাগলাম। এরইমধ্যে তার টেবিলের অন্য সবাইকে চলে যেতে বলেছে সে। শুধু আমি রিকি আর ঘড়িটা এখন টেবিলে।

ওর থেকে দুই ফুট দূরে বসে পড়লাম। সামনে রাখা ভদকার বোতল থেকে একটু ভদকা একটা গ্লাসে ঢেলে নিয়ে চুমুক দিলাম।

“তুমি এটা কোথায় পেয়েছ?”

মুখ তুলে রিকির দিকে তাকালাম। রিকি সুলিভানের চোখটা অবিকল তার মায়ের মত। আর বাকি সব দিক থেকেই বাবার সাথে মিল। যদিও গত কয়েক বছরে কয়েক কেজি ওজন কমেছে ওর তবুও মোটার দিকেই দেহিক গড়ন।

“এটা আমি পেয়েছি একটা দোকান থেকে, যেখানে জেসিকা এটা বিক্রি করে দিয়েছিল,” বললাম তাকে।

জবাবে নাক দিয়ে একটা আওয়াজ করল শুধু সে।

“কখন নিয়েছিল জেসিকা এটা?”

জবাব দেয়ার আগে আরেকবার গ্লাসে ভদকা ঢেলে নিয়ে লম্বা একটা চুমুক দিল সে, “প্রায় দু-মাস আগে।”

“তুমি জানতে সে এটা নিয়ে গেছে?”

BanglaBook.org

“জানতাম। কিন্তু তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করিনি। ভেবেছিলাম, মেয়েটার কিছু টাকার দরকার ছিল খুব। আর সে শুধু এই একটা জিনিসই নেয়নি।”

“ওর সাথে তোমার কোথায় দেখা হয়েছিল?”

“ক্যাম্পাসে একটা কফিশপে। বলেছিল, আমার সাথে কোন্ একটা ক্লাসে যেন আছে সে। দেখেই বুঝেছিলাম মিথ্যা কথা বলছে, কিন্তু পাত্তা দেইনি,” কাঁধটা ঝাকিয়ে উত্তর দিল রিকি। “আমার দেখা সব চেয়ে সুন্দর ফিগারের মেয়ে ছিল সে, আর চেহারাটাও দারুণ।”

এরপর রিকি আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি কে। কিন্তু এড়িয়ে গেলাম প্রশ্নটা।

“তুমিই কি খুন করেছ মেয়েটাকে?”

চোখটা বড় বড় হয়ে গেল রিকির। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না। পানি গড়াতে লাগলো দুই গাল বেয়ে।

“না!” নাক টানতে টানতে বলল সে। “জেসিকাই একমাত্র মেয়ে যাকে মন থেকে ভালোবেসেছিলাম আমি।”

“মেয়েটার সাথে যে তোমার বাবার যোগাযোগ ছিল এটা জানতে?”

“না, অতীত নিয়ে কোন কথাই বলত না মেয়েটা,” মাথা ঝাকাতে ঝাকাতে বলল। “আমার সাথে বিছানায় সময় কাটাতেই পছন্দ করত সে। অন্তত প্রথম দিকে এরকমই ছিল ব্যাপারটা। আমিও ভেবেছিলাম প্রেসিডেন্টের ছেলের সাথে ওঠা বসা আছে তার এটুকুতেই খুশি সে। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল আসলেও আমাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে,” এই বলে বোকার মত একটা হাসি দিল সে, যেন সে নিজেও বিশ্বাস করতে পারেনি অমন একটা মেয়ে ভালোবাসবে তাকে।

“কখনও ওর বাসায় গিয়েছিলে?”

“না, আমি জানতামও না সে কোথায় থাকে। “ডেভ আর জেরি,” এই বলে সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট দু-জনের দিকে ইঙ্গিত করল সে। “ওরাই আমাদের দেখা সাক্ষাতের সব ব্যবস্থা করে দিত।”

“তোমাদের সম্পর্কটা ছিল কতদিনের?”

“তিন মাস হবে।”

“তুমি ওকে কি নামে চিনতে? ক্যালি না জেসিকা?”

BanglaBook.org

"প্রথম প্রথম তো ক্যালিই বলতাম। কিন্তু ছয় সপ্তাহ পরে একদিন সে আমাকে বলে তাকে জেসি বলে ডাকতে।"

জেসি?

"আর সে তোমাকে তার অতীত জীবনের কথা কিছুই বলেনি? এই যেমন সে তোমার বাবার নির্বাচনের ক্যাম্পেইনের সময় একজন ভলান্টিয়ার ছিল?"

"না, একবারও না।"

"তাহলে কি নিয়ে কথা হত তোমাদের মাঝে?"

"তেমন কিছু না। এই সিনেমা, গান, বই, এসব নিয়েই। সে কোন ক্লাব পছন্দ করত, কোন দলকে সাপোর্ট করত এইসব টুকিটাকি বিষয়। আর সে তাস খেলতে পছন্দ করত অনেক। ঘন্টার পর ঘন্টা তাস খেলতাম আমরা।"

"সে কি তোমার বাবার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেছিল?"

"প্রথম প্রথম কিছু জিজ্ঞেস করেছিল। বাবা হিসেবে সে কেমন? আমাকে কেমন সময় দিত? কিন্তু রাজনীতি খুব অপছন্দ ছিল তার। তাই আর বেশি আলোচনা হয়নি।"

"সে যে খুন হয়েছে এটা জানলে কিভাবে তুমি?"

"জেরি এসে আমার আগের ফোনটা নিয়ে যায়। বলে, ক্যালি নাকি খুন হয়েছে তার নিজের বাসাতেই। কিছুক্ষণ পরে একটা নতুন ফোন নিয়ে ফিরে আসে সে।"

এতক্ষনে জেসিকার কললিস্টের ফোন নম্বরটা বন্ধ থাকার রহস্য বুঝতে পারলাম। ওটা প্রেসিডেন্টের ফোন নম্বর ছিল না, ছিল রিকির।

"তোমার কি মনে হয়? জেসির টাকার এত দরকার ছিল কেন যে সে তোমার ঘড়িটা পর্যন্ত বেচে দেয়?" জিজ্ঞেস করলাম।

"জানি না। সে কোন চাকরি করত না। কিন্তু মাস শেষে ভাড়ার টাকা যেন কিভাবে পেয়ে যেত। আমিও জিজ্ঞেস করিনি কখনও কোন কিছু এ ব্যাপারে। জানি, জিজ্ঞেস করাটা উচিত ছিল।"

"তুমি পছন্দ করতে ওকে অনেক, তাই না?"

কিছুই বলল না রিকি। চোখ দেখেই যা দেখার বুঝে নিলাম। আসলেও ভালোবাসতো ও মেয়েটাকে।

"তোমার কি মনে হয়? তোমার বাবাই খুন করেছে ওকে?"

এবারও কোন উত্তর পেলাম না। তা-ও যা যা জানার দরকার তার প্রায়

BanglaBook.org

সবই জেনে নিয়েছি। আর আজকের মত আমার সময়ও শেষ প্রায়। আস্তে করে একবার রিকির হাতে চাপ দিয়ে উঠে পড়লাম।

এরপরের বার যখন ঘুম ভাঙল তখন চোখ খুলে দেখি গাড়িটা আমার বিল্ডিংয়ের পার্কিংলটে রাখা। গাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা বাসার দিকে রওনা দিলাম। কিন্তু আসার পথে দেখি অপরিচিত একটা গাড়ি আমার বাসার উল্টাদিকে পার্ক করে রাখা। এটাও মনে হল কেউ বোধহয় নজর রাখছে আমার উপর।

বাবা আর মারডক বের হয়ে গেলে আমি আর ল্যাসি ল্যাপটপের সামনে বসে পড়লাম।

ইমেইল অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে দেখি, যে কোম্পানিকে জেসিকা রেনয়ের অতীত সম্পর্কে তথ্য বের করার জন্য টাকা দিয়েছিলাম তারা একটা ইমেইল পাঠিয়েছে। ইমেইল খুলে দেখি খুব কম তথ্যই খুঁজে পেয়েছে ওরা। একটা ক্রেডিট কার্ডের সিরিয়াল, একটা ফোন নম্বর আর ওরিগনের একটা ঠিকানা। কিন্তু সব কিছুই ভুয়া। যেমনটা ছিল ক্যালি ফ্রেইগের ক্ষেত্রে। অবাক হলাম না।

তাহলে এজন্যেই টাকাটা প্রয়োজন ছিল জেসিকার–আগের পরিচয় মুছে ফেলার জন্যে। আগেও করেছে সে এই কাজ। দু-বার।

আমি এই পর্যন্ত জেসিকা নামের চারজনকে দেখেছি আমার জীবনে। কিন্তু এদের মধ্যে কেউই নিজের ডাকনাম জেসি বলে পরিচিতি দেয়নি। জেস বলেছিল একজন। কিন্তু জেসিকার ডাক নাম হিসেবে কেন জানি জেসি মানায় না।

ভার্জিনিয়ার হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে যে ওয়েবসাইটে সেখানে গিয়ে 'জেসি' লিখে সার্চ দিলাম। কোন ফলাফল আসলো না।

ভুলও হতে পারে আমার।

রিকি মেয়েটা সম্পর্কে কি বলেছিল মনে করার চেষ্টা করলাম। মেয়েটা ফুটবল পছন্দ করত। আর তার পছন্দের দল ছিল টাইগার্স।

মেরিল্যান্ড টাইগার্স!

BanglaBook.org

এবার মেরিল্যান্ডের হারানো বিজ্ঞপ্তির ওয়েবসাইটে ঢুকে সার্চ দিলাম। দুইটা ফলাফল ভেসে উঠলো সামনে।

এর মধ্যে একটা বার বছরের এক ছেলের।

আরেকটা ষোল বছরের একটা মেয়ের। নাম জেসি ক্যালোম্যাটিক্স। ছবিটা বেশ পুরনো। কিন্তু চিনতে অসুবিধে হল না।

এটাই জেসিকা রেনয়। আমাদের ক্যালি ফ্রেইগ।

আরো দুবার গুগল করার পর সব কিছু বুঝতে পারলাম। রিকি যা বলেছিল মনে পড়ে গেল আবার–*সে জানতে চাইতো প্রেসিডেন্ট বাবা হিসেবে কেমন ছিল।*

আমাকে সেদিন গাড়িতে কনর সুলিভান মিথ্যা কথা বলেছিল।

মেয়েটা তাকে ব্ল্যাকমেইল করছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা ঐ ভিডিওর জন্যে নয় মোটেও। আর তারা একসাথে কোন রাতও কাটায়নি।

বরং জেসিকা তাকে ব্ল্যাকমেইল করছিল কারণ কনর সুলিভান হচ্ছে তার আসল বাবা।

BanglaBook.org

১৫

আরো তিনদিন (আসলে তিনঘন্টা) লাগলো আমার সবকিছু গুছিয়ে আনতে। তিনঘন্টার প্ল্যানিং আর কিছু ফোনকল।

পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম।

গাড়িটা এখনও আছে বাইরে। নজর রাখছে।

এখন বাজে তিনটা তিন। ঠিক তিনটা চারের সময় সাইরেন শুনতে পেলাম বাইরে।

"এসে গেছে ওরা," ল্যাসির দিকে তাকিয়ে বললাম।

মিয়াও।

"না, তোকে নেয়া যাবে না এবার। যা করার আমাকে একাই করতে হবে।"

মিয়াও।

"হ্যা। জানি, ব্যাপারটা বিপজ্জনক হবে আমার জন্যে।"

মিয়াও।

"না, তোর ভালো নাম ডেঞ্জার না।"

মিয়াও।

"কারণ আমি তোর ভালো নাম ডেঞ্জার রাখিনি তো বাবা!"

মিয়াও।

"পিস্তল! নাহ, এটাও না।"

মিয়াও ।

"না, পিস্তল শুনতে যতটাই ভালো হোক না কেন। আচ্ছা, রজার কেমন হয়?"

মিয়াও।

"কি? আরে, ল্যাসি টিম্বারলেক বিনস শুনতেও ভালো লাগে না অতটা।"

মিয়াও।

"মারডক কি ভাবলো তাতে আমার কিছু যায় আসে না।"

BanglaBook.org

মিয়াও।

"আচ্ছা, যাহ্! ডেঞ্জারই তোর ভালো নাম এখন থেকে।"

মিয়াও।

অ্যাম্বুলেন্সটা আমার বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

"থাক, তাহলে ল্যাসি ডেঞ্জার বিনস। আমাকে কাজে যেতে হবে এখন। সাবধানে থাকবি, কোনকিছু নষ্ট করবি না আর বাইরেও যাবি না।"

তিন মিনিট পরেই অ্যাম্বুলেন্সটা রাস্তা ধরে তীরবেগে ছুটতে লাগলো।

"হাই," সারা বলে উঠলো প্যাসেঞ্জার সিট থেকে।

"আবারো ধন্যবাদ তোমাদের," বললাম আমি।

জবাবে সারার বয়ফ্রেন্ড ক্লে আর তার বন্ধু জেক–যারা একটু আগে আমাকে স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলেছিল, দু-জনেই মাথা নাড়ল। "আজকে রোগিও ছিল না খুব একটা।"

"কেউ কি পিছু নিয়েছে আমাদের?"

"হ্যা, আমাদের থেকে অন্তত আরো দুইটা সিগনাল পেছনে ওরা," সারা বলল।

এক মিনিট পরে সামার পার্কের সামনে অ্যাম্বুলেন্সটা একটু থেমে গেল। আমি দেরি না করে নেমে এক দৌড় দিলাম।

জানালায় একবার নক করতেই সে লাফিয়ে উঠলো।

"আপনি তো আমাকে ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিলেন!" গাড়ি থেকে বের হতে হতে বলল রে।

"আপনি কতক্ষন ধরে বসে আছেন এখানে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"সেই তিনটা থেকে, যেমনটা আপনি বলেছিলেন," এই বলে একটু থামলো,, "দয়া করে একটু খুলে বলবেন আমাকে ব্যাপারটা?"

আমি চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। "এখন না, পরে। আগে সে আসুক।"

"কে?"

কিছু বললাম না।

BanglaBook.org

দশ সেকেন্ড পরে রাস্তার মাথায় একটা গাড়ির হেডলাইট দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ পরে সেটা আমাদের কাছে এসে থেমে গেল।

দরজা খুলে গেলে ভেতর থেকে একজন বলে উঠলো, "উঠে পড়ুন।"

রে'র ভ্রুদুটো কপালে উঠে গেল। "ওটা কি প্রেসিডেন্টের গাড়ি নাকি?"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। এরপর দু-জনেই গাড়িটার পেছনের সিটে উঠে বসে দরজা লাগিয়ে দিলাম।

গতবার কনর সুলিভান যে পোশাক পরে ছিল আজকেও সেই একই পোশাক তার পরনে। জিন্সের প্যান্ট আর একটা জার্সি।

"ইনি হচ্ছেন ডিটেক্টিভ রে," পরিচয় করিয়ে দিলাম।

"আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো, মি. প্রেসিডেন্ট," রে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

"আমারও," বলে তার হাতটাও বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করলো কনর সুলিভান।

"এবার খুলে বলুন সব আমাকে," আমার দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলো সে।

আমি আগে কিছুই জানাইনি তাকে। খালি তার প্রাইভেট নম্বরে ফোন করে একটা মেসেজ দিয়ে রেখেছিলাম আজকে তিনটা পনেরর সময় সামার পার্কে আমার সাথে দেখা করার জন্যে। এই নম্বরটা গত বারই আমাকে দিয়েছিলেন তিনি।

তার হাতে একটা কাগজের টুকরো দিয়ে বললাম, "আপনার ড্রাইভারকে বলুন এই ঠিকানায় যেতে।"

সে একবার কাগজের লেখাটা পড়ল, কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল না কী ভাবছে। একটা বোতামে চাপ দিতেই ড্রাইভার আর আমাদের মাঝে যে পার্টিশনটা ছিল সেটা নেমে গেল। কাগজটা সেদিক দিয়ে বাড়িয়ে দিলো সে।

"কি খবর, রেড?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

জবাবে মাথাটা আস্তে করে একবার শুধু ঝাকালো সে।

পার্টিশনটা আবার উঠে গেল আর গাড়ি চলতে শুরু করল।

রে আর প্রেসিডেন্ট–দু-জনের দৃষ্টিই আমার দিকে। নাহ, এবার কিছু বলতেই হবে, নইলে আর ধৈর্য থাকবে না ওদের।

"আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন আমাকে," প্রেসিডেন্টের চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি আক্রমন করলাম।

BanglaBook.org

বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হল না তার।

"কোন ভিডিও নেই, সব আপনার বানানো কথা।"

এবারও কোন প্রতিক্রিয়া নেই তার মধ্যে।

"জেসিকা কখনই রাতের বেলা আপনার সাথে শুতে আপনার রুমে যায়নি।"

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম সে হয়ত এখনই ফুসে উঠবে, আমাকে গাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলবে। কিন্তু অমন কিছুই করলো না।

"সে ছিল আপনার নিজের মেয়ে।"

রে আমার পায়ে আস্তে করে একটা চিমটি কাটলো। তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে ভেতরে ভেতরে কৌতুহলে ফেটে যাচ্ছে সে।

"হ্যা, জেসিকা আমার মেয়ে," অবশেষে মুখ খুললো প্রেসিডেন্ট।

"কি?" রে'কে দেখে মনে হল যেন ভুত দেখেছে সে। "জেসিকা আপনার নিজের মেয়ে?" চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল এবার।

"আমি এখনই সব খুলে বলছি," বললাম তাকে।

"আপনি কিভাবে জানলেন একথা?" সুলিভান জিজ্ঞেস করল আমাকে।

"আপনার ছেলের মাধ্যমে।"

একবার জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

"আপনার ছেলেকে জেসিকা বলেছিল তাকে জেসি নামে ডাকলেই সে খুশি হবে।"

"জেসি? আমি তো জানতাম ওর নাম ছিল জেসিকা," রে সবকিছু মেলানোর চেষ্টা করতে লাগলো নিজে নিজে।

"মেয়েটা দু-বার নিজের পরিচয় পালটে ফেলেছিল," রে'কে বললাম আমি। "তার আসল নাম ছিল জেসি।"

এরপর আমি ঐ দোকানটা থেকে শুরু করে সব কিছু খুলে বললাম। কিভাবে ঘড়িটা পেলাম, রিকি সুলিভানের সাথে লাস ভেগাসে কি কি কথাবার্তা হয়েছে, কিভাবে মেরিল্যান্ডের ওয়েবসাইট থেকে জেসি নামের দু-জন হারিয়ে যাওয়া মানুষের ছবি খুঁজে পাই। এরপর কিভাবে সবকিছু মিলালাম আমি তা-ও বললাম।

"আপনার ছেলের ধারণা আপনি জেসিকে খুন করেছেন," প্রেসিডেন্টের দিকে ঘুরে বললাম কথাটা।

BanglaBook.org

"আসল সত্যটা থেকে এটা জানা অনেক ভালো ওর জন্যে, তাই না," এই বলে সিটের সাথে হেলান দিয়ে বসলো। "সে যে তার সৎ বোনের সাথে তিনমাস ধরে বিছানায় যাচ্ছিল এটা না জানাই ভালো তার জন্য।"

"দু-জনেই থামুন," রে বলল অধৈর্যভাবে। "আমি এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।"

"আপনিই খুলে বলুন না কেন সবকিছু। একদম শুরু থেকে, আর আশা করি এবার মিথ্যা কিছু বলবেন না," প্রেসিডেন্টকে বললাম আমি।

"ঠিক আছে, বলছি। কিন্তু তার আগে আমাকে এটা বলুন, আমরা এখন গাড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছি?"

"ঠিকানাটা দেখে চিনতে পারেননি?"

"এটুকু বুঝতে পেরেছি, ঠিকানাটা মেরিল্যান্ডের। কেন, আমার কি চেনার কথা নাকি ঠিকানাটা?" গলা শুনে আসলেও অবাক মনে হল তাকে।

"হ্যা, ওখানে যে থাকে তার সাথে আপনার বিয়ে হয়েছিল।"

306

এরপরে আমরা যে কাহিনি শুনলাম তা থেকে জানতে পারলাম কনর সুলিভান কিভাবে প্রেসিডেন্ট হলেন। কাহিনিটা শুনে মনে হবে একজন সাধারণ লোকের কাহিনি। যে কিনা এক সময় ভুল করে বিয়ে করেছিল এক ভুল মহিলাকে।

কিম্বারলি এ. বেলসের জন্ম নেভাডায়। সে ওহাইও'র এক ছোট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করত। ডে'টন ইউনিভার্সিটি। সেখানেই ভার্সিটির বাস্কেটবল টিমের এক খেলোয়াড়ের সাথে প্রেম হয় তার। গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর সেই ছেলের সাথেই ভার্জিনিয়ায় চলে যায়। একটা সন্তান হয় তাদের। আর এর কিছুদিন পরেই আমেরিকার প্রেসিডেন্টের স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা লাভ করে সে।

আর কিম্বারলি এস. বেলসের বেড়ে ওঠা ভার্জিনিয়াতে। সেখানে পল ক্যালোম্যাটিক্সের সাথে পরিচয় হয় তার বাইশ বছর বয়সে। একটা মেয়েও হয় তাদের। এরপর তারা মেরিল্যান্ডে চলে যায়। সেখানে ষোল বছর সুখে সংসার করে। কিন্তু পরে ডিভোর্স হয়ে যায় তাদের।

BanglaBook.org

দুটো বিয়েই হয়েছিল একই জায়গায়। উত্তর ভার্জিনিয়ার একটা ছোট গির্জায়। কনর সুলিভানের সাথে কিম্বারলি এ. বেলসের বিয়ে হয়েছিল শনিবারে। আর পল ক্যালোম্যাটিক্সের সাথে কিম্বারলি এস. বেলসের বিয়েটা হয়েছিল রবিবারে।

কিন্তু একটা ছোট সমস্যা হয়েছিল তখন। কেউ বলতে পারবে না, আসল ভুলটা কার ছিল। বিয়ে নিবন্ধনের কাগজপত্রে ছিল ভুলটা। সেখানে ভুল করে কনর সুলিভানের স্ত্রীর জায়গায় নাম এসেছিল কিম্বারলি এস. বেলসের আর পল ক্যালোম্যাটিক্সের ক্ষেত্রে নাম এসেছিল কিম্বারলি এ. বেলসের। একটা 'এ' আর 'এস'-এর মধ্যে ভুল হয়েছিল শুধু।

আপনাদের হয়ত মনে হতে পারে, একটা ছোট অক্ষরের ভুলে তেমন কী আসে যায়। আসলেও শুরুতে সেরকম কোন সমস্যা হয়নি। শুধুমাত্র ট্যাক্সের কাগজপত্র জমা দিতে গিয়ে ভুলটা বের হয়। প্রথমে কনর সুলিভান বুঝতে পারছিল না, তাদের পরিবারকে এত টাকা দিতে হচ্ছিল কেন ট্যাক্স হিসেবে। প্রায় দু-সপ্তাহ পরে সে বুঝতে পারে তার স্কুল টিচার স্ত্রীর নামে যে ট্যাক্সের রশিদ আসছে সেটা আসলে এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের ট্যাক্সের রশিদ। আর সেই মহিলার কামাই তার স্ত্রীর তুলনায় প্রায় তিনগুণ।

সে বুঝতে পারে, ভুলটা আসলে বিয়ের নিবন্ধনের সময় হয়েছে।

"আমি সেই মহিলার সাথে দেখা করতে চাই, যার সাথে নিজের অজান্তেই আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল," হেসে কথাটা বলল প্রেসিডেন্ট। "শুধু তাই না, ঐ লোকটার সাথেও দেখা করতে চাই আমি।"

আমি একবার রে'র দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, তার মাথায় কি চলছে এ মুহূর্তে।

"ট্যাক্স অফিস থেকে যে ঠিকানাটা পেয়েছিলাম সেটা আমার বাসা থেকে মাত্র আধঘন্টার দুরত্বে ছিল। আর একদিন কি এক কাজে যেন ওদিকে গিয়েছিলাম আমি। হঠাৎই সিদ্ধান্ত নেই ঐ বাসাটায় যাব আমি। কোনকিছু না ভেবেই দরজায় নক করি। আর দরজা খোলামাত্র বুঝে যাই ফেঁসে গেছি আমি," মাথা নাড়তে নাড়তে স্মৃতিচারণ করতে লাগলো প্রেসিডেন্ট।

আমি অবশ্য মহিলার ছবি দেখেছি ইন্টারনেটে। যখন সুলিভান গভর্নরের পদে দাঁড়ান প্রথমবারের জন্যে তখন একজন সাংবাদিক খুঁজে বের করেছিল এই ঘটনা। সে ঐ মহিলাকে খুঁজে বের করে তার কিছু ছবিও তুলে নেয়। মাঝারি গড়নের মহিলা, বাদামি চোখ, সুন্দরি।

BanglaBook.org

“আপনাদের সম্পর্ক কি সেই দিনই শুরু হয়?”

“না। সেদিন আমরা শুধু কিছুক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করেছিলাম আর একে অন্যকে এটা বলেছিলাম, একদিন আমরা দুই পরিবার একই সাথে বসে কোথাও ডিনার করব।”

“কিন্তু সেটা আর পরে হয়ে ওঠেনি কখনও, তাই না?” রে জিজ্ঞেস করল।

“না। আসলে তার সাথে আমার আর দেখাই হয়নি পরের তিন বছর। তারপর আমি একদিন মেরিল্যান্ডে কি এক মিটিঙের জন্যে যাই, সেখানেই তার সাথে আবার দেখা হয় আমার। সে নাকি তার স্বামীর সাথে ওখানেই বাসা নিয়েছে কয়েকদিন ধরে। তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম স্বামীর সাথে ঠিক বনিবনা হচ্ছিল না তার। কারণ সে সারাদিন তার কাজ নিয়েই পড়ে থাকতো। এরপর থেকে আমরা প্রতি মাসে দুবার করে দেখা করা শুরু করলাম।”

“তাহলে আপনাদের সম্পর্কটা শুরু হল কখন?”

“সেই বছরেরই ডিসেম্বরে। কিম, আমার স্ত্রী, এক সপ্তাহের জন্য শহরের বাইরে গিয়েছিল। আরেক কিম আবার তখনই আমাকে কল দিয়েছিল যে, সে ভার্জিনিয়াতে তার পরিবারের লোকজনের সাথে দেখে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। আমি তাকে বাসায় আসতে বলি আর আমাদের মধ্যে...” বলে চুপ করে গেল সে। “বুঝতেই পারছেন কি হয়েছিল।”

“কতদিন টিকেছিল আপনাদের সম্পর্কটা?”

“এই ছ'মাসের মত হবে। আমার স্ত্রী যখন আমাকে বলল সে প্রেগন্যান্ট তখনই আমি সব কিছু বন্ধ করে দেই।”

“এটা নিয়ে সে কিছু বলেনি?”

“না। এরপরে তার সাথে আমার আর কথাই হয় নি কখনও।”

“তাহলে এসবের মধ্যে জেসি কিভাবে আসলো?”

“আসলে জেসি যখন আমার সাথে দেখা করে ততদিনে সে তার নাম বদলে ফেলেছিল। সে যদি এসে বলত তার আসল নাম জেসি ক্যালোম্যাটিক্স তাহলে মনে হয় না তাকে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজে নিতাম আমি। তো, সে আমার অফিসে চাকরি নেয় জেসিকা রেনয় নামে। তিন মাস খুব ভালোমত কাজও করে। এরপর এক রাতে এসে হঠাৎ করে আমাকে তার আসল

BanglaBook.org

পরিচয় খুলে বলে। বলে যে, এক রাতে মদ্যপ অবস্থায় তার মা আমার সম্পর্কে সব কিছু বলে দিয়েছে তাকে। তার মা নাকি বলেছিল, আমার সাথে তার সম্পর্ক ছিল। আর সেটা শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়িয়েছিল। এরপর আমাকে ছোট একটা প্যাকেট আর একটা কাগজ দেখায় সে। প্যাকেটে ছিল আমার কিছু চুল, সেটা নাকি একরাতে আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন কেটে নেয় সে। কাগজটা ছিল আসলে একটা ডিএনএ টেস্টের রেজাল্ট। সে বলে আমি নাকি তার আসল বাবা। এরপরই সে দশ লক্ষ টাকা ডলার দাবি করে।"

"সে চাইলো আর আপনি দিয়ে দিলেন?"

"হ্যা, দিয়েছিলাম। টাকাটা নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল সে পরদিনই। এরপরে আমার সাথে আর যোগাযোগ করেনি। তিনমাস আগ পর্যন্ত।"

"তিনমাস আগে কি বলল সে?"

"একটা ইমেইল পাঠিয়েছিল। আমি সেই আগের ইমেইল এড্রেসটাই ব্যবহার করি এখনও। ইমেইলে দেখি, একটা ছবি পাঠিয়েছে জেসিকা। আমার ছেলের সাথে তার নিজের ছবি।"

"এটাতে নিশ্চয়ই আপনার টনক নড়ে উঠেছিল?"

"অবশ্যই।"

"আর এবার সে আপনার কাছে বিশ লাখ ডলার চায়? আপনার ছেলের সাথে সম্পর্কটা বন্ধ করার জন্যে?"

"হ্যা।"

"আপনি সেই রাতে টাকাটা তার বাসায় পৌছে দিতেই গিয়েছিলেন তার দেয়া ঐ ঠিকানাতে?"

"হ্যা, কিন্তু সে টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানায়।"

"কি?"

"সে বলে, তার টাকা লাগবে না। সে নাকি আমার ছেলেকে আসলেও ভালোবেসে ফেলেছে, কোনভাবেই তাকে ছাড়তে পারবে না।"

"আর তখনই আপনি তাকে খুন করেন?"

"না!"

আমার নিজেরও অবশ্য মনে হচ্ছিল না, খুনটা সে করেছে, তবুও আমি তার প্রতিক্রিয়াটা দেখতে চাচ্ছিলাম।

BanglaBook.org

"তাহলে সে চিৎকার করে উঠেছিল কেন?"

"আমি তাকে জোরে একটা থাপ্পড় দেই। বলি যে, সে যা করছে তা কেবল একজন বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব। এটা বলেও হুমকি দেই, সে যদি আমার ছেলের সাথে মেলামেশা বন্ধ না করে তাহলে তাকে একেবারে উধাও করে দেব আমি। এই বলে টাকাটা সেখানে রেখে বের হয়ে যাই আমি। আর তখনই জানালায় আপনার সাথে চোখাচোখি হয় আমার," এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থেমে গেল প্রেসিডেন্ট।

এই সময়ে গাড়িটাও আস্তে করে থেমে যায়। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখি আমরা একটা ছোট বাসার সামনে।

ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে তিনটা চৌত্রিশ।

আমার হাতে আছে ছাব্বিশ মিনিট। আর এই ছাব্বিশ মিনিটের মধ্যেই একটা খুনের স্বীকারোক্তি আদায় করতে হবে আমাকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১৬

“পরিচিত লাগছে নাকি জায়াগাটা?” প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা দুলিয়ে না করে দিলো সে।

এই ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিল, কিম বেলস তার বিশ বছর আগের ঠিকানাতে এখনও থাকবে কি না। কিন্তু বলা তো যায় না।

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। রেডকে বললামম গাড়িটা দুই ব্লক দূরে পার্ক করে রাখতে। সে গাড়ি নিয়ে চুপচাপ চলে গেল। আমরা পাথর দিয়ে বাঁধানো সিঁড়িটা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। আমি সবার সামনে, মাঝখানে ডিটেক্টিভ রে আর একদম পেছনে কনর সুলিভান।

“আপনার কি আসলেও মনে হয় সে জেসির খুনের ঘটনার সাথে কোনভাবে জড়িত? প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলো আমাকে। “সে তার নিজের মেয়েকে খুন করবে?”

জবাবে শুধু কাঁধ ঝাকালাম আমি। “দেখা যাক।”

কলিংবেলে চাপ দিলাম।

এক মিনিট হয়ে গেল কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেলাম না।

আবার চাপ দিলাম।

ভেতরে আলো জ্বলে উঠলো। পায়ের আওয়াজ শুনলাম। একটু পরেই দরজাটা খুলে গেলে।

“কি চাই?” যে মহিলা দরজা খুলে দিল তাকে দেখেই চিনতে পারিলাম। কিন্তু আগের ছবির সাথে খুব যে মিল আছে তা নয় কিন্তু। ইন্টারনেটের ছবিটার থেকে এখন প্রায় দ্বিগুণ মোটা সে। কিন্তু চোখজোড়া একই রকম বাদামি আছে। মেয়ের সাথেও চেহারায় মিল আছে তার।

জেসিকাকে খুন করার পক্ষে শারীরিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালি তিনি।

আমি রে'কে নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালাম।

মহিলার চোখদুটো বড় হয়ে গেল। “কনর?!”

“কিম,” এটুকু বলেই মাথাটা কেবল একটু নাড়ল প্রেসিডেন্ট।

BanglaBook.org

"আমরা কি ভেতরে আসতে পারি?" একবার আশেপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"আসুন, বাইরে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?" এই বলে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো সে। আমরা তার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকলাম।

লিভিং রুমে গিয়ে বসলাম সবাই।

আমি আমার পরিচয় দিলে আস্তে করে আমার সাথে একবার হাত মেলালেন তিনি। রে তার পুলিশের ব্যাজটা দেখাল। লক্ষ্য করলাম, সাথে সাথে মহিলা জমে গেলেন।

"তো, কি ব্যাপারে এখানে এসেছেন আপনারা?" মহিলা জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু জোর নেই তার গলায়।

"জেসির ব্যাপারে কথা বলতে," প্রেসিডেন্ট উত্তর দিলো। সাথে সাথে যেন মনে হল ঘরের পরিবেশটা আরো গুমোট হয়ে গেল যেন।

"জেসি?"

আমি তার চেহারা দেখে বোঝার চেষ্টা করলাম, তার মনে কি চলছে। মনে হচ্ছে তার শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। ঘনঘন চোখের পাতা পড়ছে আর ঠোঁটটা একবার ভিজিয়ে নিলেন। হয়ত অপরাধবোধ থেকে এমন হচ্ছে তার। কিংবা বলা যায় না, বদহজমও হতে পারে।

"আজ প্রায় আট বছর ধরে তার সাথে কোন যোগাযোগ নেই আমার," চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বললেন মহিলা।

আমরা তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

সুলিভানকে দেখে মনে হল না সে বিশ্বাস করেছে এ কথা। "ফালতু কথা," বলল সে।

মহিলা কোন জবাব দিলেন না।

সুলিভানকে দেখে মনে হল তার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। এই মহিলাই তাকে এরকম একটা গ্যাঁড়াকলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, এই মহিলার জন্যেই আজ তার এই অবস্থা। তার রাগ করাটাই স্বাভাবিক। মনে হচ্ছে যেকোন মুহূর্তে মহিলার উপর চড়াও হবে সে। আর আমি বাধা না দিলে হয়ত সেটা করেও বসবে।

"এমন একটা কাজ কিভাবে করলে তুমি? নিজের মেয়েকে খুন করার আগে একবারও হাত কাঁপলো না তোমার?" চিৎকার করে মহিলাকে বলল প্রেসিডেন্ট।

BanglaBook.org

"খুন? কাকে? জেসিকে?"

"তুমিই জেসিকে খুন করেছ আর আমাকে ফাঁসিয়েছ এই মামলায়।"

কিম একবার আমার দিকে তাকালেন আরেকবার রে'র দিকে, "জেসি...জেসি মারা গেছে?"

এবার সুলিভান আমার দিকে তাকালো। তারপর আবার মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, "তার মানে তুমি বলতে চাও, তুমি জেসিকে খুন করোনি?"

"না! আমি জানতামও না...আর আমি কিভাবে খুন করব ওকে? যদিও মানুষ হিসেবে খুবই খারাপ ছিল মেয়েটা। মাথায় ছিট ছিল। কিন্তু হাজার হলেও তো ওর মা আমি। ও আসলেও মারা গেছে? ওহ্...কখন? কিভাবে?"

আমি জানতাম খুনটা এই মহিলা করেননি কিন্তু এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল, তিনি এটাও জানেন না তার মেয়ে মারা গেছে।

"আপনি আসলেও জানেন না, সে মারা গেছে?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"না।"

"সত্যি? গত বিশ মিনিটের মধ্যে এই প্রথম রে কথা বলল। "প্রেসিডেন্টের গ্রেফতারের ব্যাপারে কিছু জানেন আপনি?"

"হ্যা, এরকম কিছু একটা শুনেছিলাম," এই বলে সুলিভানের দিকে তাকালেন তিনি একবার। "কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইনি কথাটা। পেপারে এ নিয়ে একটা আর্টিকেলও পড়া শুরু করেছিলাম, কিন্তু পুরোটা পড়ে শেষ করতে পারিনি।"

তার চোখের দিকে একবার তাকালাম। বুঝতে পারলাম, এখনও সুলিভানকে মনেপ্রানে ভালোবাসেন মহিলা।

"কিন্তু ষোল বছর বয়সের পরে অন্তত একবার আপনার সাথে দেখা হয়েছিল জেসির?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"হ্যা, শুধু একবার," স্বীকার করলেন তিনি। "দু-বছর আগে একবার এসে জিজ্ঞেস করে, আমার কাছে কোন টাকা পয়সা আছে কিনা। অন্য কোন কথা না, এতদিন পরে দেখা হল এটা নিয়ে কোন বিকার দেখলাম না। শুধু টাকার কথাই জিজ্ঞেস করেছিল।"

"দিয়েছিলেন নাকি টাকা?"

মাথা নেড়ে না করে দিলেন মহিলা। "না। ঐ মেয়েটার জন্য আমার

BanglaBook.org

জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। বার বছর বয়সেই মাদকের পাল্লায় পড়ে, আর তের বছর বয়সে ছেলেদের সাথে বিছানায় যাওয়া শুরু করে। ওর জন্য আমার বিয়েটাও ভেঙে যায়। কাড়ি কাড়ি টাকা ঢালি আমি ওর পেছনে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে। আমার বাসাটা পর্যন্ত মর্টগেজ রাখতে হয়। ঐ মিথ্যোবাদি হারামিটাকে আমি আর একটা পয়সাও দেইনি। ও যেদিন বাসা ছেড়ে পালিয়েছিল, হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম আমি।"

"তাহলে হারানো বিজ্ঞপ্তির তালিকা থেকে তার নাম বাদ দেননি কেন?"

"কখনও মাথায় আসেনি এটা।"

"তুমি অন্তত আমাকে বলতে পারতে," সুলিভান বলল তাকে।

"কি বলব?"

"জেসি আমার মেয়ে ছিল।"

"তোমার মেয়ে?!"

"হ্যা।"

"জেসি তোমার মেয়ে হতে যাবে কেন?"

"ও আমাকে যে ডিএনএ টেস্টের রেজাল্ট দেখিয়েছিল ওটাতে তো সেরকমই উল্লেখ ছিল।"

জবাবে কিম নাক দিয়ে ঘোৎ করে একটা শব্দ করলেন। "জেসি একটা চরম মিথ্যেবাদি মেয়ে ছিল। চরম মিথ্যেবাদি। মাত্র সাত বছর বয়স থেকে কম্পিউটারে তার নিজের রিপোর্ট কার্ড নকল করা শুরু করে। একদম হুবহু নকল করত সে। এমনকি ওর স্কুলের টিচাররাও কোন খুত বের করতে পারেনি। এগার বছর বয়সে একটা ষাট হাজার ডলারের চেক জাল করে সে। আর স্কুলের সবার জন্যে নকল আইডি কার্ড করে দিত।"

এবার বোঝা গেল তার নকল পরিচয়ের রহস্য।

"কিন্তু যে কোম্পানি টেস্টটা করেছিল তাদেরকেও কল করেছিলাম আমি। যদিও আমাকে তারা খুব বেশি তথ্য দিতে পারেনি, তবে এটুকু জেনেছিলাম, তাদের ফাইলে জেসি ক্যালোমেটিক্স নামে একটা মেয়ের নাম আছে।"

"ওটা বোধহয় এজন্যে ছিল, জেসি একবার আসলেও পরীক্ষা করে দেখেছিল তার আসল বাবা কে। পল নাকি তুমি।"

"তাহলে পলই ওর বাবা?"

BanglaBook.org

"হ্যা।"

"ওফ্! "

সুলিভানের রাগ করার পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কারণ জেসি তার নিজের মেয়ে এই তথ্যের ভিত্তিতেই সে তাকে প্রায় তিরিশ লাখ ডলার দিয়েছে।

তবে তার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল একটা ব্যাপারে তার বুক থেকে পাথর নেমে গেছে। রিকির ব্যাপারটা। আসলে তার ছেলে আর সৎ মেয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না, কারণ জেসি আসলে তার মেয়েই নয়।

"এজন্যেই সে আপনাকে ছবিটা পাঠায়," আমি প্রেসিডেন্টকে বললাম। "কারণ এই বার যদি সে আবার বলত আপনিই তার বাবা তাহলে হয়ত আপনি আরো ভালো করে যাচাই করে দেখতেন ব্যাপারটা। তাই আপনার ছেলের সাথে সম্পর্কে জড়ায় সে। সে জানতো তাহলে আপনি মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য হবেন।"

"তোমার ছেলের সাথে ওর সম্পর্ক ছিল?" কিম জিজ্ঞেস করলেন।

পরের দশ মিনিটে সুলিভান তাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলল। কিভাবে জেসির সাথে প্রথম দেখা হয় তার, কিভাবে তাকে ব্ল্যাকমেইল করে টাকা আদায় করে। কিভাবে তাকে বাসায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

আমার ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকালাম একবার। তিনটা পঞ্চাশ বাজে।

আর দশ মিনিট।

সুলিভান আমার দিকে তাকালো, "তাহলে আরেকটা কানাগলিতে এসে পড়লাম আমরা?"

বাইরের রাস্তায় এই সময় একটা হেডলাইটের আলো জ্বলে উঠলো।

উজ্জ্বল হতে হতে বাসার সামনে এসে নিভে গেল ওটা।

আমি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সবাইকে চুপ করতে বললাম।

দশ সেকেন্ড পরে কেউ একজন দরজায় নক করল।

"বিনস," একটা কণ্ঠ ভেসে আসলো। "বিনস, আমি এসে গেছি। দরজা খোল।"

আমি আস্তে করে দরজাটা খুলে দিলাম।

BanglaBook.org

১৭

পল ক্যালোমেটিক্সের পরনে সেই একই পোশাক যে পোশাকে আমি তাকে প্রথম দেখেছিলাম। তার কপাল কুঁচকে আছে দুশ্চিন্তায়। আর ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িটা এখনও সুন্দরভাবে ছাটা। মুখ অবশ্য হা-হয়ে আছে তার এখন।

"কি খবর, পল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কি তামাশা শুরু করেছ তুমি এখানে, বিনস?" জিজ্ঞেস করল সে উত্তর না দিয়ে। এরপর একবার তার প্রাক্তন স্ত্রী, তার ডিটেক্টিভ পার্টনার আর প্রেসিডেন্টের ওপর নজর বুলিয়ে শেষে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধন করল সে।

"কিম? রে? এসব কী হচ্ছে এখানে?"

"তুমিই আমাকে বল, ক্যাল। জেসির ব্যাপারে কিছু জানাওনি কেন তুমি আমাকে?" রে জিজ্ঞেস করল চড়া সুরে।

প্রেসিডেন্ট যখন তার বিয়ের নিবন্ধন উল্টাপাল্টা হওয়ার ঘটনাটা শোনাচ্ছিলো আমাদের তখন একবার পল ক্যালোমেটিক্স নামটা বলেছিলো। এরপরই রে পুরো চুপ মেরে যায়। আমি তখনই বুঝেছিলাম, সে ধাঁধার টুকরোগুলো এক করার চেষ্টা করছে।

ক্যাল? তার পার্টনার, একজন খুনি?

ক্যাল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকালো। দৌড় দেয়ার কথা চিন্তা করলো হয়তো। কিন্তু কী মনে করে দিল না। একবার শয়তানি একটা হাসি দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে এলো শুধু।

"আমার পেছনে যাদের লাগিয়ে রেখেছিলে তুমি, তারা কি এখনও হাসপাতালে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি জানি না তুমি এসব কী বলছ।"

"আলবৎ জানো। দু-জন অফ-ডিউটি পুলিশ অফিসারকে তুমি আমার উপর নজর রাখার জন্যে লাগিয়ে রেখেছিলে। যাতে করে আমি তোমার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে না পারি।" কিন্তু এটা ক্যালের জানা ছিলো না, কিম ঠিকানা বদলে এখন এই বাসাটায় থাকে। না-হলে গাধার মত এখানে এসে ধরা দিত না সে।

"আমি এখনও জানি না তুমি এসব কী বলছ।"

"তুমি দেরি করে ফেলেছ আসতে," আমি ক্যালকে এই ঠিকানাটা মেসেজ করি রে'র গাড়ির জানালায় টোকা মারার আগে। তাকে বলি তিনটা পঁয়তাল্লিশে সময় আমার সাথে এখানে দেখা করতে। একা।

"তুমি এটা কেন করেছ, ক্যাল?" রে জিজ্ঞেস করল।

"কি করেছি?"

"মেয়েটাকে মেরেছ কেন?"

"ছি! তুমিও এই পাগলটার কথা বিশ্বাস করে বসে আছো? আমি জানতামই না ওটা জেসি, যতক্ষন না প্রেসিডেন্টের সাথে ওর ছবিটা দেখি আমি। আর জেনেও বা কী লাভ হত? উনি তো মেরেই ফেলেছেন মেয়েটাকে," প্রেসিডেন্টের দিকে ইশারা করলো সে।

"আপনি যদি না বলেন তবে আমিই সবাইকে বলতে বাধ্য হব, কি ঘটেছিল ঐ রাতে," বললাম তাকে।

"আমি মেয়েটার কোন ক্ষতি করিনি।"

একটা জিনিস খেয়াল করলাম, ক্যাল 'মেয়েটা' বলছে বারবার, যেন ওর নিজের মেয়ে নয়।

ঘড়ির দিকে একবার তাকাল। তিনটা চুয়ান্ন। আর ছয় মিনিট।

"জেসি যে আপনার বিরুদ্ধে ধর্ষনের অভিযোগ এনেছিল তারপর কি হয়েছিল?" বোমাটা ফাটালাম এবার।

ইন্টারনেটে এই খবরটা পেয়েছিলাম আমি। 'জেসি ক্যালোমেটিক্স' লিখে গুগলে যখন সার্চ দেই তখন এক কোণে ভেসে ওঠে খবরটা। বারো বছর বয়সে জেসি তার বাবা, তৎকালীন মেরিল্যান্ড পুলিশ বাহিনীর একজন সদস্য পল ক্যালোমেটিক্সের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনে। যদিও পরে বেকসুর খালাস পেয়ে যায় সে। তবুও তখন বেশ বড়সড় খবর হয়েছিল এটা।

"আর কি কি মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল মেয়েটা আপনার বিরুদ্ধে?"

ক্যালের চেহারাটা লাল হয়ে যাচ্ছে।

"আপনার কষ্টার্জিত কত টাকা তার পেছনে নষ্ট করেছিলেন? তার মাদকাসক্তি দূর করার জন্য?"

"আমি দুঃখিত।"

প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালো ক্যাল।

BanglaBook.org

"আমি দুঃখিত," আবার বললো সুলিভান।

ক্যাল নাক দিয়ে শুধু আওয়াজ করল একবার। এরপরই সব বাধ ভেঙে পড়ল তার।

"সব তোর দোষ!" প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সে। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে এখন। "তুই যদি কিমের সাথে না শুতি তাহলে আর এই দিনটা দেখতে হত না আমাকে। ঐ কুত্তি মেয়েটার জন্য আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেছে।" ক্যালের মুখ থেকে লালা ঝরতে লাগলো কথা বলার সময়। "সুযোগ পেলে আবার ওর গলাটা টিপে ধরতাম আমি," বলে এমাথা থেকে ওমাথা পায়চারি শুরু করল সে।

আমরা চারজন কোন শব্দ না করে চুপচাপ শুনতে লাগলাম।

"তোমরা কি জানো, জেসি-কুত্তিটা আমাকে কি বলে শাসিয়েছিল ওর চৌদ্দতম জন্মদিনের পর? ও আমাকে বলেছিল, ওর ষোলতম জন্মদিনে আমি যদি ওকে ওর পছন্দের গাড়িটা কিনে না দেই তাহলে ও আবার সবাইকে বলে বেড়াবে আমি নিয়মিত ওকে ধর্ষণ করি। ওর জন্যে আমাকে পুলিশের চাকরি থেকে লাথি মেরে বের করে দেয়া হয়। কেউই একথা বিশ্বাস করেনি, আমি ওকে কখনও ছুঁয়েও দেখিনি। এমনকি আদালতে যখন আমি নির্দোষ প্রমাণিত হলাম তারপরও না। আর আমার স্ত্রী–" এই বলে কিমকে দেখাল সে। "আমার স্ত্রী ভেবেছিল আমি একজন অসুস্থ মানসিকতার লোক, যে কিনা তার নিজের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেয় সে।

"এরপর দু-মাস আগে একটা স্ট্রিপ ক্লাব থেকে কল আসে আমার কাছে। নেশায় চূড় হয়ে এক মেয়ে অন্য এক কাস্টমারের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করছে। গিয়ে দেখি, আমার নিজের মেয়ে। আমি তাকে বাসায় পৌঁছে দেই। ঐ মাতাল অবস্থাতেই সে আমাকে বলে, তার আসল বাবা কে। ও নাকি আসলে আমার মেয়ে-ই না। ওর আসল বাবার চুল নাকি ও ফ্রিজে রেখে দিয়েছে প্রমাণ হিসেবে। ও ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি ওর বাসায় সব কিছু খুঁজে দেখি। কম্পিউটারে দেখি একটা ইমেইল ওপেন হয়ে আছে। প্রেসিডেন্টকে পাঠানো একটা ইমেইল। সেখানে লেখা, প্রেসিডেন্ট নাকি তাকে দু-দিনের মধ্যে বিশ লাখ ডলার পৌঁছে দিয়ে যাবে তাকে।

"আসলে তা-ও ওকে মারার ইচ্ছে ছিল না আমার। আমি শুধু টাকাটা নিয়ে চলে যেতাম। কিন্তু ওর হাতে প্রেসিডেন্টের ফোনটা দেখে তাকে

BanglaBook.org

ফাঁসানোর লোভটা সামলাতে পারিনি। ওকে গ্যারেজে টেনে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে হত্যা করি আগে, এরপর প্রেসিডেন্টের ফোনটা গাড়ির নিচে ফেলে দিয়ে ফ্রিজ থেকে তার চুলগুলো নিয়ে বিছানার উপর ছড়িয়ে দেই। জেসির ফোনটা দুই ব্লক দূরে ডাস্টবিনে ফেলে দেই কাজ শেষে।"

"তাহলে তুমিই এফবিআই'কে জানিয়েছিলে সবকিছু?" রে জিজ্ঞেস করল।

"আমাদের ক্যাপ্টেন তো শালার একটা হিজড়া!"

"কিন্তু তুমিই তো পরে বলছিলে, তুমি নিশ্চিত সুলিভান খুনটা করেনি?"

"তো, আর কী বলতাম আমি, ইনগ্রিড? উল্টাপাল্টা কিছু বলে ফাঁসবো নাকি?"

"ও তোমারই ছিল," কিম বলল।

ক্যাল তার প্রাক্তন স্ত্রীর দিকে তাকালো।

"জেসি আসলে তোমারই মেয়ে ছিল। ও অনবরত মিথ্যে কথা বলে গেছে আর তুমি সেটা বিশ্বাস করেছ। ও যখন বাচ্চা ছিল তখন আমি নিজেই একবার ওর ডিএনএ পরীক্ষা করিয়েছিলাম।"

ক্যালের মুখ মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। দেখে মনে হল, পড়ে যাবে এখনই।

আমি তাকে ধরার জন্য সামনে এগিয়ে গেলাম।

"না-না-না!" পাগলের মত চিৎকার করে উঠলো সে।

আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার পেছনে চলে এলো। পাঁজরে পিস্তলের নলের অস্তিত্ব টের পেলাম।

"ঐ কোণায় গিয়ে দাঁড়াও সবাই," অন্য তিনজনের উদ্দেশ্যে বলল এবার।

"শান্ত হও, ক্যাল," এই বলে রে আস্তে আস্তে হাত তার নিজের পিস্তলের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো।

"ও-কথা মাথায়ও এনো না।"

রে'র হাত থেমে গেল যেখানে ছিল সেখানেই।

"দেখ, এরকম করে কোন লাভ নেই এখন," আমি বলার চেষ্টা করলাম।

এখন বাজে তিনটা আটান্ন।

আর দুই মিনিটের মধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়ে যাব আর ক্যাল ভাববে আমি

BanglaBook.org

কিছু করার জন্যে চালাকি করে নিচু হয়েছি। তারপর সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে দেবে সে।

“শালা, তুই যদি নিজের চরকায় তেল দিতি তাহলেই আর কিছু হতো না।”

“আমার ভাগ্যটাই খারাপ,” বললাম আমি। যদিও মনে হয় না এই মুহূর্তে তার মাথায় কিছু ঢুকবে। ও এখন পালানোর চিন্তায় ব্যস্ত। আমার কানের কাছে তার নিঃশ্বাস নেয়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

বিশ সেকেন্ড পার হল।

তিরিশ।

তিনটা ঊনষাট।

কিছু একটা করতে হবে। এখনই!

অদ্ভুত একটা কাজ করলাম এরপর। হাতটা উপরে উঠিয়ে ভিক্টরি সাইন দেখালাম। আশা করি, অন্তত ক্যাল এটাই ভেবে নেবে।

“নড়তে না করেছি না?” চেঁচিয়ে উঠলো ক্যাল।

আমি আবার সাইনটা দেখালাম দুই আঙুলে।

দুই।

এরপর একটা আঙুল গুটিয়ে নিলাম।

এক।

এরপর বাকি আঙুলটাও গুটিয়ে নিলাম।

এখনই!

তাড়াতাড়ি মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিতে না নিতেই জোরে কাঁচ ভাঙার আওয়াজ পেলাম।

ক্যালের দিকে ঘুরে তাকিয়ে দেখি, তার কপালের মাঝ বরাবর একটা গুলির ছিদ্র।

ঘুমিয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে রেডকে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে দেখলাম।

ওর হাতে একটা স্নাইপার রাইফেল।

300

‘প্রেসিডেন্ট নির্দোষ!’

BanglaBook.org

'সুলিভান খুনি নন!'

'পুলিশ অফিসার ফাঁসিয়েছিল প্রেসিডেন্টকে!'

'ইনোসেন্ট-গেট!'

পরের দিনের হেডলাইন ছিল এগুলোই।

এফবিআই আমাদের সবার জবানবন্দি নিয়েছিল পরে। যদিও আমারটা ফোনেই সারা হয়েছিল। ঘটনার মূল প্রমাণ ছিল ক্যালের সবকিছু স্বীকার করে নেয়ার একটা অডিও-রেকর্ডিং। প্রেসিডেন্টের শার্টের সাথে লাগানো ছিল মাইক্রোফোনটা, আর বাইরে থেকে রেড শুনতে পাচ্ছিল সব ওটার মাধ্যমে।

আমি রেডের বন্দুকের স্কোপের একটা ঝিলিক দেখতে পাই বাইরে, তাই সেই দুঃসাহসটা দেখাই শেষ মুহূর্তে। ভাগ্যিস ক্যাল সেটা দেখেনি।

পরের ঘুম ভেঙে দেখি আমি আমার বিছানায়। প্রেসিডেন্ট নাকি নিজে আমাকে তিনতলায় দিয়ে গেছে ঘুমন্ত অবস্থায়। আমার বিছানার পাশের টেবিলটায় একটা কার্ড দেখতে পাই ঘুম থেকে জেগে উঠে। এই কার্ডটা দিয়ে দেশে যেকোন কিছু করা যাবে। কিন্তু মাত্র একবার।

সেটাও প্রায় চার রাত আগের কথা।

"কিরে, কী করব আমরা এই কার্ডটা দিয়ে?" ল্যাসিকে জিজ্ঞেস করলাম।

মিয়াও।

"না, তাজমহল অনেক দূরে।"

মিয়াও।

"জাস্টিন টিম্বারলেকের সাথে তোর ব্যাপারটা কি রে?"

মিয়াও।

"এক বস্তা ইঁদুর? হ্যা, এবার একটু লাইনে এসেছিস!"

মিয়াও।

"জেটপ্যাক? হ্যা, এটাও করা যায়!"

মিয়াও।

"নাহ। আমার মনে হয় না, অ্যাঞ্জেলিনা জোলির জামাইর কাছ থেকে অনুমতি পাব আমরা!"

মিয়াও।

"বিশটা মারডকের ক্লোন? আসলেই?!"

BanglaBook.org

এভাবে চলতে থাকলে ব্যাটা সারাজীবনই তর্ক চালিয়ে যাবে। তা না হলেও অন্তত আজকের বাকি সাতচল্লিশ মিনিট তো চলেই যাবে! যেতও, যদি না নাইট ড্রেস পরা এক সুন্দরি মেয়ে ঠিক ঐ মুহূর্তেই হাতে দুটো কর্ন ফ্লেক্সের বাটি নিয়ে বিছানায় এসে না উঠতো!

"আজকে বিছানাতেই হবে সবকিছু," এই বলে আমার পাশে উঠে পড়ল রে। চামচ দিয়ে আমাকে কর্ন ফ্লেকস খাইয়ে দিতে দিতে বলল, "জাস্টিন টিম্বারলেকের কনসার্ট দেখার প্ল্যানটা কিন্তু খারাপ না!"

"আসলেও খারাপ না," হেসে বললাম।

তিনটা পঞ্চান্নর সময় হাঁপাতে হাঁপাতে আমার দিকে তাকালো রে, "আবার একবার হবে নাকি এই পাঁচ মিনিটে?"

"দেখাই যাক না, কতটুকু হয়!" বলে আবার জড়িয়ে ধরলাম ওকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG